জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

সিস্টার মেরী দীপ্তি, এসএমআর এ
ব্রাদার সুব্রতলিও রোজারিও সিএসসি
সিস্টার শেফালী
বেভা মার্টিন হীরা মন্ডল

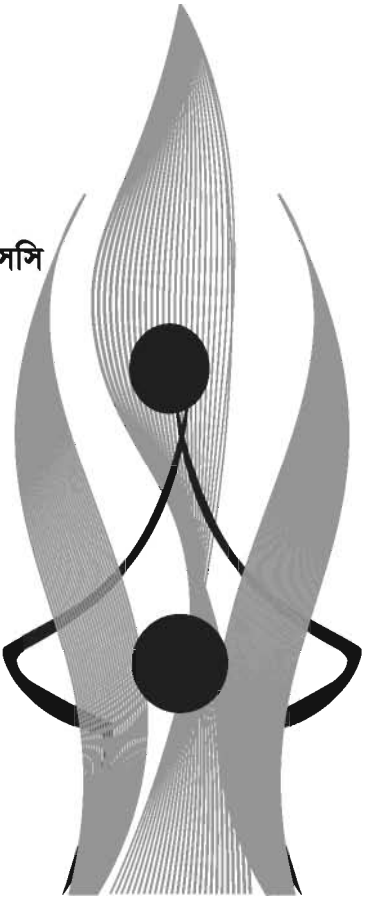

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

ডমিয়ন নিউটন পিনারু

সমন্বয়কারী

শাহীনূর বেগম

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয় । শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেসব বিষয়ের জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেসব বিষয়ের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের জন্য রয়েছে শিক্ষক সংস্করণ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে **খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক নেই । তবে শিক্ষকবৃন্দের জন্য রয়েছে শিক্ষক নির্দেশিকা। খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, শিখনফল, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ও পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তাদের আবেগীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রগুলোকে বিকশিত করার বিষয়টি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সংস্করণসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণ প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

পাঠদানে পাঠ্যপুস্তকের সার্থক ব্যবহার নির্ভর করে প্রধানত শিক্ষকের ব্যবহৃত উপকরণ, উপস্থাপনা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশলের ওপর। শিখনফল অর্জন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শ্রেণিতে পাঠদান করার সময় কতগুলো বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। নিচে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলোঃ–

১. শিক্ষক প্রতি পাঠে প্রস্তুতি গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট পাঠটি ভালো করে পড়ে নেবেন।
২. শিক্ষক সংস্করণে পাঠসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।
৩. পাঠের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল জেনে নেবেন।
৪. শিক্ষক আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে শুদ্ধ উচ্চারণে চলতি ভাষায় পাঠ উপস্থাপন করবেন।
৫. শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।
৬. পাঠদানকালে প্রয়োজনে শিক্ষক নিজস্ব পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারবেন।
৭. পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতি সজাগ থাকতে হবে।
৮. পঠন-পাঠন আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন।
৯. উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন।
১০. মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্দেশিকার প্রদত্ত প্রশ্নাবলির বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করতে পারবেন।
১১. পাঠ চলাকালীন অথবা পাঠ শেষে ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করেও মূল্যায়ন করতে পারবেন।
১২. ভুল উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কখনো তিরস্কার করে এবং শাস্তি দিয়ে নিরুৎসাহিত করবেন না।
১৩. সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন।
১৪. শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর দিতে অপারগ হলে শিক্ষক নিজে উত্তরটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কি না পুনরায় প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নেবেন।
১৫. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৬. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠদানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করবেন।
১৭. বিভিন্ন মণ্ডলীতে নামের বানান বা অনুবাদ এবং ঐতিহ্যগত যে বিভিন্নতা রয়েছে শিক্ষক সে বিষয়ে উল্লেখ করবেন।
১৮. শিক্ষক ধর্ম শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কী সেই সম্পর্কে–যেমন নৈতিক উৎকর্ষ সাধন তথা সততা, সহিষ্ণুতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো। শিক্ষক এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের বলবেন।
১৯. শিক্ষার্থীদের দেওয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসে সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।
২০. প্রয়োজনে শিক্ষক পিরিয়ড সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমগ্র বইটির পাঠদানের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
২১. শিখন শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	মানুষের দেহ, মন ও আত্মা	১-১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বর	১২-২০
তৃতীয় অধ্যায়	ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর	২১-২৯
চতুর্থ অধ্যায়	কায়িন ও আবেল	৩০-৪০
পঞ্চম অধ্যায়	প্রবক্তা	৪১-৫২
ষষ্ঠ অধ্যায়	দশ আজ্ঞার অর্থ	৫৩-৬৪
সপ্তম অধ্যায়	পরিত্রাণ	৬৫-৭৪
অষ্টম অধ্যায়	মুক্তিদাতা যীশু	৭৫-৮৮
নবম অধ্যায়	পবিত্র আত্মা	৮৯-৯৮
দশম অধ্যায়	মণ্ডলীর প্রেরণকাজ	৯৯-১০৬
একাদশ অধ্যায়	সাক্রামেন্ত	১০৭-১১৮
দ্বাদশ অধ্যায়	রুথ	১১৯-১২৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়	নেলসন ম্যান্ডেলা	১২৯-১৩৮
চতুর্দশ অধ্যায়	শেষ বিচার	১৩৯-১৫০
পঞ্চদশ অধ্যায়	টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়	১৫১-১৬১
ষোড়শ অধ্যায়	দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী	১৬২-১৭৩

প্রথম অধ্যায়

মানুষের দেহ, মন ও আত্মা

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দেহ, মন ও আত্মা–এই তিনটি মিলে একজন মানুষ। এই তিনটি বিষয় একসাথে আছে বলেই আমরা স্বাভাবিকভাবে বেঁচে আছি। যদি কোন কারণে তিনটির মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাদের মধ্যে তিন–এর সমন্বিত কাজ অনবরত ঘটে চলছে। অথচ আমরা সে বিষয়ে সব সময় সচেতন থাকি না। এই অধ্যায়ে আমাদের দেহ, মন ও আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা নিজ নিজ দেহ, মন ও আত্মাকে শ্রদ্ধা করব। তাদের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করব।

মানুষের দেহ, মন ও আত্মা

আমাদের দেহ, মন ও আত্মা আছে। দেহকে আমরা দেখতে ও স্পর্শ করতে পারি। কিন্তু মন ও আত্মাকে দেখতে ও স্পর্শ করতে পারি না। আমাদের দেহটা নশ্বর অর্থাৎ এই দেহ একদিন মৃত্যুবরণ করবে ও নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের আত্মা অবিনশ্বর বা অমর। তার কোনো বিনাশ নেই। মৃত্যুর সময় আত্মাটা ঈশ্বরের কাছে চলে যাবে। তখন ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিবেন আমাদের আত্মার স্থান কি স্বর্গে হবে না কি নরকে হবে। দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হলে মনের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে আমাদের মরণশীল দেহের মধ্যে অমূল্য একটি দান অর্থাৎ আমাদের অমর আত্মা বাস করছে।

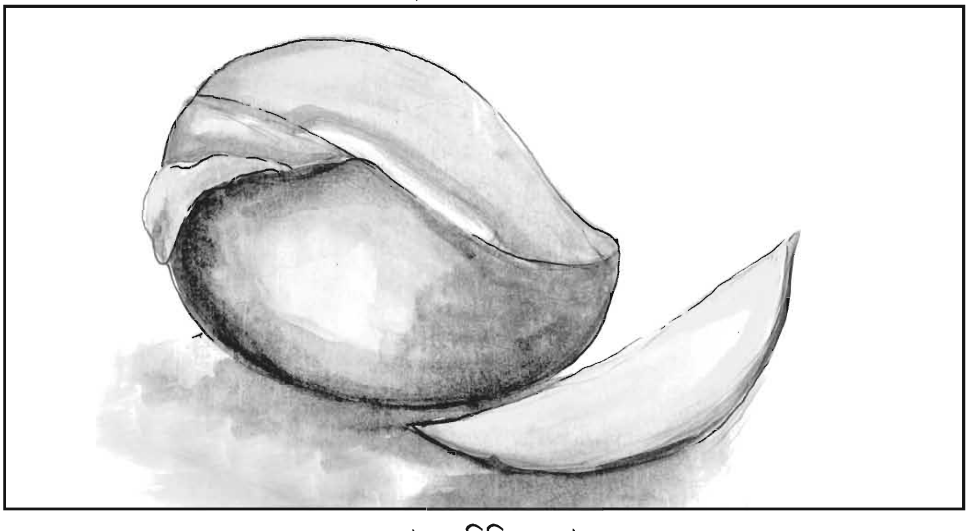

আমের বিভিন্ন অংশ

আমাদের দেহ, মন ও আত্মার একতা বোঝার জন্য আমরা নিজেদের আম, লিচু ইত্যাদি বিভিন্ন ফলের সাথে তুলনা করতে পারি।

ফল	মানুষ
১। আম,লিচু ইত্যাদি ফলের চামড়া (বা খোসা), মাংস ও বীজ থাকে।	১। মানুষের দেহ, মন ও আত্মা আছে।
২। খোসা, মাংস ও বীজের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা।	২। দেহ, মন ও আত্মার কাজ সম্পূর্ণ আলাদা।
৩। খোসা, মাংস ও বীজ একসাথে যুক্ত না থাকলে পূর্ণ ফল তৈরি হয় না।	৩। দেহ, মন ও আত্মা একসাথে যুক্ত না থাকলে পূর্ণ মানুষ তৈরি হয় না।
৪। তিনটি জিনিস একটা থেকে অন্যটা আলাদা হলে মরে যায়, গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।	৪। দেহ, মন ও আত্মা আলাদা হয়ে গেলে মানুষ আর স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।
৫। ফলগুলো জীবন পায় গাছ থেকে। গাছের সাথে যুক্ত না থাকলে তারা নষ্ট হয়ে যায়।	৫। মানুষ যুক্ত থাকে তার ঈশ্বরের সাথে। ঈশ্বরের সহায়তা ছাড়া সে জীবিত থাকতে পারে না।
৬। ফলের সার্থকতা আসে নিজেকে উৎসর্গ করার মাধ্যমে।	৬। মানুষেরও পূর্ণতা আসে নিজেকে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় উৎসর্গ করার মাধ্যমে।

উপরের এই তুলনাগুলো দেওয়া হয়েছে শুধু আমাদের দেহ, মন ও আত্মার একটি মিল দেখার জন্য। তার অর্থ এই নয় যে মানুষ সব দিক দিয়ে ফলের মতোই। প্রকৃতপক্ষে মানুষ হলো সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মানুষ সব প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এর কারণ হলো, মানুষের বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি না থাকলে মানুষ সাধারণ জড়বস্তুর মতোই হতো। বুদ্ধিবৃত্তি আছে বলে মানুষ অন্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা। অন্য প্রাণীদেরও কিছু বুদ্ধি আছে। কিন্তু তারা জানে না যে তাদের বুদ্ধি আছে। মানুষ জানে যে তার বুদ্ধি আছে। এই কারণে মানুষ সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শুধু সব প্রাণীর মধ্যেই মানুষ শ্রেষ্ঠ নয়–পৃথিবীর সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল সৃষ্টির মধ্যেও মানুষ শ্রেষ্ঠ। এর কারণ হলো, ঈশ্বর নিজেই মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন; তাকে স্থান দিয়েছেন সকল সৃষ্টির উপরে। কারণ ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি

করেছেন। মানুষের মধ্যে তিনি অমর আত্মা দিয়েছেন।

ঈশ্বরের শক্তিতে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে

দেহ, মন ও আত্মাবিশিষ্ট মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতো খাওয়াদাওয়া, সন্তান জন্মদান ও লালনপালন করা ছাড়া আরও অনেক কিছুই করতে পারে। যেমন,

১। প্রধানত দেহ ব্যবহার করে মানুষ উন্নয়নমূলক কাজ, সুন্দর সুন্দর কৌশলপূর্ণ খেলাধুলা, অন্যের জন্য দয়ার কাজ ইত্যাদি করতে পারে। সে নতুন কিছু গড়তেও পারে আবার ধ্বংসও করতে পারে।

২। প্রধানত মন দিয়ে মানুষ চিন্তা, পরিকল্পনা, পড়াশুনা, পরামর্শ দান, নতুন কিছু আবিষ্কার ইত্যাদি করতে পারে। সে ভালো চিন্তাও করতে পারে আবার মন্দ চিন্তাও করতে পারে। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসও করতে পারে আবার অবিশ্বাসও করতে পারে।

৩। প্রধানত আত্মার শক্তিতে মানুষ ঈশ্বরের উপস্থিতি দেখতে পায় ও তাঁকে অনুভব করতে পারে, ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে, পবিত্রতা অর্জন করতে পারে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষ সচেতনভাবে যা করে তার মধ্যে কোনো না কোনোভাবে তার দেহ, মন ও আত্মা–তিনটাই জড়িত থাকে। মানুষ নিজের থেকে কিছুই করতে পারে না। সে যা করে তা ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিতেই করে।

ঈশ্বর সবকিছু দেখেন ও পরিচালনা করেন

ঈশ্বর একই সময়ে সব জায়গায় আছেন। তিনি এই মুহূর্তে যেমন এখানে ও আমার মধ্যে আছেন, তেমনি পৃথিবীর সবস্থানে ও সব মানুষের মধ্যে আছেন। তিনি সবকিছু জানেন ও দেখেন। জগতের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যা–কিছু ঘটেছে, সবই তিনি জানেন। ভবিষ্যতে কী কী ঘটবে, তাও তিনি জানেন। আমরা যা বলি, চিন্তা করি বা কল্পনা করি তাও তিনি জানেন ও দেখেন। তিনি সবসময় আমাদের দেহ, মন ও আত্মার সবকিছুই দেখেন ও জানেন। আমরা যদি গোপনে কিছু চিন্তা করি বা লুকিয়ে কোনো কাজ করি তাও তিনি দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন করা যায় না। আমি যদি কোনো মানুষকে না দেখিয়ে মাটির নিচে কোনো জিনিস পুতে রাখি তাও তিনি দেখতে পান ও জানতে পারেন। আমরা হয়তো মানুষের চোখ এড়াতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের চোখ কোনোভাবেই এড়াতে পারি না।

প্রবক্তা জেরেমিয়ার (যিরমিয়র) মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেই বলেন, "আমি কি শুধু কাছেরই ঈশ্বর? আমি কি দূরের ঈশ্বরও নই? কেউ কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকলে আমি কি তাকে দেখতে পাই না? আমি কি স্বর্গমর্ত জুড়েই নেই?" (জেরে ২৩:২৩–২৪)।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহান

'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান' এই কথার অর্থ হলো ঈশ্বর তাঁর নিজ শক্তি দ্বারা সবই করতে পারেন। তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। দুই চোখ দিয়ে আমরা যাকিছু দেখি ও অনুভব করি, তা সবই ঈশ্বর নিজের শক্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এত শক্তিমান যে, শুধু মুখের কথার দ্বারাই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট পূর্ণ মানব হলেও তিনি আবার পূর্ণ ঈশ্বর। ঈশ্বর হয়েও কীভাবে তিনি মানুষ হলেন। কত আশ্চর্য কাজ করলেন। মৃত্যুবরণ করেও পুনরুত্থান করলেন। এগুলো তাঁর শক্তিরই প্রকাশ। ঈশ্বরের পক্ষে কোনো কিছুই অসাধ্য নয়।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর গৌরবের জন্য। এই কারণেই আমরা দেখি সমস্ত সৃষ্টি তাঁর বন্দনা ও প্রশংসায় মুখর। আমরা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কাজেই আমরা আমাদের চিন্তা, কথা ও কাজ তথা সারাটা জীবন দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা, সম্মান, প্রশংসা ও বন্দনা করব। কারণ এটি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। নিম্নলিখিতভাবে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে পারি :

১। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে ঈশ্বরকেই ভালোবাসা যায়। সকল মানুষকে ভালোবেসে এমনকি শত্রুদেরও ক্ষমা করে ও ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মানের সবচেয়ে বাস্তব প্রকাশ ঘটাতে পারি।

২। ঈশ্বরের অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি যথাযথ যত্নশীল হয়ে আমরা ঈশ্বরকে সম্মান শ্রদ্ধা করতে পারি।

৩। পিতামাতা ও অন্য গুরুজনদের প্রতি বাধ্য থেকে ও ভালোবাসা প্রকাশ করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। বাধ্যতা হলো ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মানেরই প্রকাশ।

৪। দীনদরিদ্র, অবহেলিত, অসুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়ে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান দেখিয়ে থাকি। কারণ যীশু তাদের মাঝে আছেন।

৫। ঈশ্বরের পুত্র যীশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করি। পিতা ঈশ্বর আমাদের সামনে তাঁর পুত্রকে আদর্শ হিসেবে দিয়েছেন।

৬। প্রতিদিন প্রার্থনা, ধ্যান ও উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রশংসাকীর্তন করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে থাকি।

৭। সর্বদা সৎপথে চলার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের উৎস ঈশ্বরের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। কেননা, সৎপথে চলার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

কী শিখলাম

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহান। তিনি সবকিছু দেখেন ও পরিচালনা করেন। ঈশ্বরকে আমরা ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাব। কারণ তিনিই তো আমাদের দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

পরিকল্পিত কাজ

তিনটি বৃত্ত এঁকে, একটার সাথে আর একটা সংযুক্ত করে তার ভিতরে দেহ মন ও আত্মা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) আমাদের আত্মা----------।

(খ) মানুষের দেহ, মন ও ------আছে।

(গ) মানুষ সব প্রাণীর মধ্যে--------।

(ঘ) আত্মার শক্তিতে মানুষ ঈশ্বরের ---------- দেখতে পায়।

(ঙ) ঈশ্বর তাঁর নিজ শক্তি দ্বারা----- করতে পারেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) দেহ মন ও আত্মা	ক) মনটার আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।
খ) দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হলে	খ) তাঁর গৌরবের জন্য।
গ) প্রকৃতপক্ষে মানুষ হলো	গ) তাঁর বুদ্ধি আছে।
ঘ) মানুষ জানে যে	ঘ) প্রশংসায় মুখর।
ঙ) ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন	ঙ) এই তিনটি মিলে একজন মানুষ।
	চ) সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ মৃত্যুর সময় আমাদের আত্মা কার কাছে যায়?

(ক) স্বর্গদূতদের (খ) দিয়াবলের

(গ) ঈশ্বরের (ঘ) ধার্মিকদের

৩.২ দেহ, মন ও আত্মা আলাদা হলে মানুষের অবস্থা কীরূপ হয়?

(ক) মারা যায় (খ) অসুস্থ হয়

(গ) দুর্বল হয় (ঘ) শক্তিহীন হয়

৩.৩ কী কারণে মানুষ সব কিছু থেকে আলাদা?

(ক) বুদ্ধি আছে বলে (খ) মন আছে বলে

(গ) দেহ আছে বলে (ঘ) আত্মা আছে বলে

৩.৪ কী শক্তিতে মানুষ ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে?

(ক) দেহের (খ) মনের

(গ) আত্মার (ঘ) বুদ্ধির

৩.৫ ঈশ্বর একই সময়ে কত জায়গায় থাকতে পারেন?

(ক) এক জায়গায় (খ) তিন জায়গায়

(গ) পাঁচ জায়গায় (ঘ) সব জায়গায়

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) কার সহায়তায় মানুষ জীবিত থাকতে পারে?

খ) মন দিয়ে মানুষ কী কী করতে পারে?

গ) মানুষ সচেতনভাবে যা করে তার মধ্যে কী কী জড়িত থাকে?

ঘ) জগতের শুরু থেকে যা কিছু ঘটেছে তা কে জানেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) ঈশ্বর কীভাবে দেখেন ও পরিচালনা করেন?

খ) ঈশ্বরের শক্তিতে মানুষ কী কী করতে পারে?

গ) দেহ, মন ও আত্মার কাজ কী কী?

মানুষের দেহ, মন ও আত্মা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ মানুষের দেহ, মন ও আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

১.২ ঈশ্বর আমাদের ও অন্য সব কিছুর নিয়ন্তা ও লালনপালন কর্তা এ বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১.১.১ মানুষের দেহ, মন ও আত্মা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

১.২.১ ঈশ্বর সবকিছু দেখাশুনা ও পরিচালনা করেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

১.২.২ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহান স্রষ্টা বলে তার প্রতি অনুগত থাকবে ও তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে।

পাঠ বিভাজন : ৪টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : মানুষের দেহ, মন ও আত্মা

পাঠ ১ ও ২ পৃষ্ঠা ১–৩ ঈশ্বর ––––––– শক্তিতেই হয়।

শিখনফল

১.১.১ মানুষের দেহ, মন ও আত্মা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

আম বা লিচু, পোস্টার পেপার, পাঠ্যপুস্তক, চক ডাস্টার, বোর্ড ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের কুশল জিজ্ঞাসা করবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী আসন বিন্যাস করবেন। এরপর একটি ছোট গানের বা প্রার্থনার মাধ্যমে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.ঈশ্বর মানুষকে কী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?	দেহ, মন ও আত্মা
২. দেহ, মন ও আত্মা মিলে কী হয়?	একজন মানুষ
৩. দেহ, মন ও আত্মার মধ্যে কী রয়েছে?	যোগাযোগ

এবার শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে তা লিখে দেবেন। মানুষের দেহ, মন ও আত্মা একটার সঙ্গে আরেকটা কীভাবে সংযুক্ত তা বুঝাবার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমাদের দেহ, মন ও আত্মার মধ্যে কাকে স্পর্শ করা যায়?	দেহকে।
২. কাকে স্পর্শ করা যায় না?	আত্মাকে।
৩. আমাদের আত্মা কেমন?	অমর বা অবিনশ্বর।
৪. আমাদের দেহের মধ্যে কী রয়েছে?	অমূল্য আত্মা।
৫. ফলের যেমন খোসা, মাংস ও বীজ থাকে, মানুষের মধ্যে কী থাকে?	দেহ, মন ও আত্মা।
৬. মানুষের দেহ, মন ও আত্মা আলাদা হলে কী হবে?	স্বাভাবিকভাবে মানুষ বাঁচতে পারবে না।
৭. ফলগুলো জীবন পায় গাছ থেকে-মানুষ কোথা থেকে জীবন পায়?	ঈশ্বরের কাছ থেকে।
৮. মানুষের পূর্ণতা কীভাবে আসে?	নিজেকে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় উৎসর্গ করে।
৯. সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কী?	মানুষ।
১০. কে মানুষকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন?	স্বয়ং ঈশ্বর।
১১. দেহের মাধ্যমে মানুষ কী করতে পারে?	সব ধরনের দয়ার কাজ এবং নতুন কিছু গড়ার কাজ করতে পারে।
১২. মনের মাধ্যমে মানুষ কী করতে পারে?	চিন্তা, পরিকল্পনা ইত্যাদি।
১৩. আত্মার মাধ্যমে কী করতে পারে?	ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথার্থভাবে বুঝতে পেরেছে কি না তা জানার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১. মানুষের পূর্ণতা কীভাবে আসে?
২. মানুষকে কে মর্যাদা দিয়ে থাকেন?
৩. দেহের মাধ্যমে মানুষ কী করতে পারে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. প্রয়োজনে পাঠটি আবার সহজভাবে বুঝিয়ে দেবেন।
২. কঠিন প্রশ্নগুলো আবার সহজভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. মানুষ ও ফলের ৫টি তুলনা খাতায় লিখবে।
২. তিনটি বৃত্ত এঁকে একটার সাথে আরেকটা সংযুক্ত করে তার ভিতরে দেহ, মন ও আত্মা লিখবে।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : ঈশ্বর সবকিছু দেখেন ও পরিচালনা করেন।

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৩ ঈশ্বর একই -------- জুড়েই নেই।

শিখনফল

১.২.১ ঈশ্বর সবকিছু দেখাশুনা ও পরিচালনা করেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ:

ঈশ্বরের উপস্থিতি বুঝানোর জন্য আর্ট পেপার বা পোস্টার পেপারে আঁকা বিভিন্ন ছবি, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। ছোট প্রার্থনার মাধ্যমে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এরপর নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধমে পাঠের শিরোনাম আবিষ্কার করতে সহায়তা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বরের আকার কেমন?	ঈশ্বর নিরাকার
২. তিনি কোথায় থাকেন?	সব জায়গায়
৩. কে সবকিছু দেখেন?	ঈশ্বর

এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে তা লিখে দেবেন। শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে আজকের পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বর কোথায় থাকেন?	সব জায়গায়
২. ঈশ্বর কী আমাদের মধ্যে থাকেন?	ঈশ্বর সবার মধ্যে আছেন
৩. আমাদের আর কী ঈশ্বর জানেন?	আমাদের দেহ, মন ও আত্মার সবকিছু
৪. আমরা কার চোখ এড়াতে পারি না?	ঈশ্বরের চোখ
৫. আমাদের গোপন এবং অগোচর সবকিছু কে জানেন?	ঈশ্বর জানেন
৬. আমরা কার চোখ এড়াতে পারি?	মানুষের চোখ
৭. প্রবক্তা জেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কী বলেন?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।

ঈশ্বর সব জায়গায় থাকেন ও সবকিছু জানেন তা শিক্ষক নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

পাঠের বিষয় শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা জানার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১. ঈশ্বর কোথায় থাকেন?
২. আমরা কার চোখ এড়াতে পারি না?
৩. আমাদের গোপন সবকিছু কে জানেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সহজ প্রশ্নের মাধ্যমে শনাক্ত করবেন এবং পুনরায় পাঠটি সহজভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. শিক্ষার্থীরা ঈশ্বর যা যা দেখেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহান, তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা।

পাঠ ৪ পৃষ্ঠা ৪ ঈশ্বর ---------- ঈশ্বরের সন্তান।

শিখনফল

১.২.২ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহান স্রষ্টা বলে তাঁর প্রতি অনুগত থাকবে ও তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করবে।

উপকরণ : যীশুর ছবি, ক্ষমার ছবি, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে আসন বিন্যাস করবেন। একজন শিক্ষার্থীর সাহায্যে একটি গান বা প্রার্থনা করবেন। পূর্ব পাঠ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারেন। নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয় উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বর কার শক্তিতে কাজ করেন?	তাঁর নিজের।
২. আমরা পিতামাতা ও গুরুজনদের কী করে থাকি?	সম্মান ও শ্রদ্ধা।
৩. ঈশ্বরকে কী করা উচিত?	ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান।

এবার শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করে বোর্ডে তা লিখে দেবেন। এরপর শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে সহজ সরল ভাষায় আজকের পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এ কথার অর্থ কী?	তিনি নিজের শক্তিতে সবকিছু করতে পারেন।
২. ঈশ্বর কীভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন?	তাঁর মুখের কথায়।
৩. ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় শক্তির কাজ কী?	তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করেছেন।
৪. ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কী?	মানুষ
৫. ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন কেন?	তাঁর গৌরবের জন্য
৬. আমরা ঈশ্বরকে কীভাবে ভালোবাসতে পারি?	মানুষকে ভালোবেসে
৭. কী কী উপায়ে ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানো যায়?	মা বাবা, গুরুজনের শ্রদ্ধা করে ঈশ্বরের সব সৃষ্টির প্রতি সম্মান জানিয়ে
৮. ভালোবাসার আদর্শ কে?	স্বয়ং যীশু ঈশ্বর পুত্র
৯. সৎপথে চলার মাধ্যমে আমরা কী করে থাকি?	ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা জানাই

শিক্ষক যীশু হৃদয়ের ছবি দেখিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা বুঝিয়ে দেবেন।

মূল্যায়ন

পাঠটি শিক্ষার্থীরা যথার্থভাবে বুঝেছে কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১. ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কী?

২. কার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ঈশ্বরকে সম্মান দেখানো যায়?

৩. ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় শক্তির কাজ কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সহজ প্রশ্নের মাধ্যমে শনাক্ত করবেন এবং পুনরায় পাঠটি সহজভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরকে কীভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা যায় নিজ নিজ খাতায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর

মানুষ ও অন্য সকল সৃষ্টির শুরু আছে এবং শেষও আছে। আছে জন্ম, আছে মৃত্যু। কিন্তু ঈশ্বরের কোনো আদি এবং অন্ত নেই। তিনি ছিলেন, আছেন ও চিরকাল থাকবেন। আমরা মানুষ হিসেবে জন্ম নেওয়ার আগে ছিলাম না; এখন আছি, ভবিষ্যতে আমাদের আত্মা থাকবে কিন্তু দেহ থাকবে না। এটি একটি রহস্য। আমরা অনাদি, অনন্ত ও অসীম ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসেবে এই রহস্যের অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারি না। তা ভেবেও আমরা কোন কূল-কিনারা পাই না। তাই আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি, তাঁর উপাসনা করি। তাঁর সকল সৃষ্টি ও তাঁর কাজের জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি।

অনাদি অনন্ত ঈশ্বর সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের কথা

ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। তিনি আদিতে ছিলেন, এখন আছেন ও চিরদিন থাকবেন। অনাদিকালকে অন্যকথায় বলা হয় শাশ্বতকাল। অনাদি অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারি। আমরা সকলেই শাশ্বত জীবন পেয়ে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারব, যদি আমরা যীশুর কথা শুনি ও তা মেনে চলি। কারণ পুত্র ঈশ্বরকে অর্থাৎ যীশুকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন পিতা ঈশ্বর। যদি আমরা যীশুর কথা মেনে চলি তবে আমরা পিতা ঈশ্বরের কথাও মেনে চলি। যীশু আরও বলেন, আমরা যদি গভীর বিশ্বাস নিয়ে যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি তবে আমরা শাশ্বত জীবন লাভ করতে পারি। যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করার অর্থ তাঁর সকল আদেশ মেনে চলা। যদি আমরা যীশুর বাধ্য হয়ে চলি তবে শেষদিনে যীশুই আমাদের পুনরুত্থিত করবেন। কারণ তিনি

আমিই জীবনময় রুটি

নিজেই পুনরুত্থান করেছেন। পুনরুত্থিত হয়ে আমরা অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হতে পারি। যীশুর ওপর বিশ্বাস রেখেছি বলে আমরা দৈহিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেও যীশুর মতো করেই সেই শেষ দিনে পুনরুত্থান করব।

সাধু পল বলেন, আমরা এখন পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছি। এভাবে আমরা পবিত্র হয়েছি। তিনি চান আমরা যেন আর পাপের দাসত্বে আবদ্ধ না হই। যদি আমরা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করি তবেই আমরা শাশ্বত জীবন পেতে পারি। অর্থাৎ আমরা অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকতে পারি। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পাপের ফল হলো মৃত্যু, কিন্তু যীশুর পথে চলার ফল হলো শাশ্বত জীবন।

ঈশ্বর অনাদি অনন্ত

অনাদি ও অনন্ত ঈশ্বরের গুণাবলি অদৃশ্য। কিন্তু আমরা তা জানতে পারি তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে। সাধু পল বলেন, "জগতের সৃষ্টিকাল থেকে তাঁর অদৃশ্য গুণাবলি–তাঁর সেই চিরস্থায়ী শক্তি ও তাঁর ঈশ্বরত্ব–সে তো মানুষের বুদ্ধিগোচর হয়েই আছে: তাঁর সৃষ্ট সব–কিছুর মধ্য দিয়েই তা উপলব্ধি করা যায়" (রোম ১:২০)। "সমস্ত–কিছু হবার আগে থেকেই তিনি আছেন; সমস্ত–কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ" (কল ১:১৭)।

উপরের কথাগুলো থেকে আমরা শাশ্বত জীবনের বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারলাম। সেই শাশ্বত জীবন ঈশ্বর নিজেই। মোশী জ্বলন্ত ঝোপের কাছে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। মোশীর কাছে তিনি বলেন, "আমি সেই 'আমি আছি' যিনি! ইস্রায়েলীয়দের তুমি এই কথা বলবে: 'আমি আছি' যিনি, সেই তিনিই আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন!" (যাত্রা ৩:১৪)। 'আমি আছি' এই কথার মাধ্যমে ঈশ্বর বলতে চান যে, তিনি সব সময় আছেন। অতীতে যেমন ছিলেন, এখন আছেন ও চিরকাল তিনি থাকবেন। তিনি অনাদি অনন্ত।

ঈশ্বর একই সময়ে সর্বত্র বিরাজমান

সামসংগীত রচয়িতা দাউদের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সর্বত্র উপস্থিতির বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দরভাবে জানতে পারি। তিনি লিখেছেন :

তোমাকে এড়িয়ে গিয়ে কোথাও কি যেতে পারি আমি?
তোমার সামনে থেকে কোথাও পালাতে পারি আমি?
স্বর্গলোকে উঠে যাই, সেখানেও রয়েছ যে তুমি;

অধোলোকে নেমে যাই, সেখানেও সামনে যে তুমি;
যদি উড়ে চলে যাই প্রত্যুষের দিগন্ত–সীমায়,
যদি আমি বাসা বাঁধি পশ্চিম–সাগর ছেড়ে দূর উপকূলে,
সেখানেও তোমার হাত আমাকে দেখিয়ে দেবে পথ;
আমায় রাখবে ধরে তোমার ওই হাতখানি (সাম ১৩৯:৭–১৩)।

প্রবচন গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর সব সময়ই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন: "দুর্জন–সজ্জন সকলেরই দিকে সর্বত্রই ঈশ্বর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন" (প্রবচন ১৫:৩)। ঈশ্বর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেন তাঁর বাণী দিয়ে: "মনে রেখো: পরমেশ্বরের বাণী সপ্রাণ ও সক্রিয়। তা যে–কোনো দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ; তা অন্তরের সেই স্থানেও ভেদ করে গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে প্রাণ ও আত্মা এবং গ্রন্থি ও মজ্জার ভাগবিভাগ। সেই বাণী হৃদয়ের বাসনা ও ভাবচিন্তাও বিচার করে" (হিব্রু ৪:১২)।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার উপায়

একবার সমুদ্রে একটা বড় মাছের কাছে একটা ছোট মাছ এসে জিজ্ঞেস করল, "সমুদ্র কোথায়?" বড় মাছ উত্তরে বলল, "এটাই তো সমুদ্র। তুমি তো সমুদ্রেই সাঁতরাচ্ছ।" ছোট মাছটি বলল, এটা তো কেবল পানি। এখানে তো আমি সমুদ্র দেখতে পাই না।" আমাদের বেলায়ও ঠিক তদ্রুপ। আমরা ঈশ্বরের মধ্যেই রয়েছি। তাঁর কাছ থেকে কোথাও পালাতে পারি না আমরা। অথচ তাঁকে দেখার জন্য আমাদের মধ্যে অনেক আগ্রহ। কীভাবে আমরা তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পারি? আমরা যে ঈশ্বরের মধ্যেই সর্বদা আছি সেই বিষয়ে আরও বেশি সচেতন হওয়ার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারি:

১। ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য অন্তরে আগ্রহ সর্বদা জাগ্রত রাখা।
২। যীশুর মধ্য দিয়ে পিতাকে দেখতে পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।
৩। সামসংগীত ১৩৯ নম্বর ধীরে ধীরে ও প্রার্থনা পূর্ণভাবে পাঠ করা।
৪। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করা।
৫। পাপের পথ ছেড়ে ভালো পথে আসার জন্য বারে বারে মন পরিবর্তন করা এবং হৃদয় পবিত্র করার জন্য সব সময় সাক্রামেন্তগুলো সযত্নে গ্রহণ করা।
৬। ঘন ঘন উপাসনায় যোগ দেওয়া; উপাসনার সময় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া ও ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করার চেষ্টা করা।
৭। প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল থেকে কিছু অংশ ভক্তিসহকারে ও প্রার্থনাপূর্ণভাবে পাঠ করা। কারণ বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। তাঁর বাণী পাঠ করার অর্থ তাঁর কথা শোনা। তাঁর কথা শোনার অর্থ তাঁর কাছে থাকা।

৮। যীশুর নামে অভাবী ও দীনদুঃখী মানুষের জন্য প্রতিদিন ছোট ছোট কিছু দয়ার কাজ করা। কারণ যীশু বলেছেন, তিনি ঐ তুচ্ছতম মানুষদের মাঝেই আছেন।

৯। ভক্তি সহকারে আধ্যাত্মিক গুরুদের পরামর্শ শোনা।

গান করি

তুমি আমার বন্ধু যীশু তুমি মম সাথী।

কী শিখলাম

ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান তা জানতে পেরেছি। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার উপায়ও জানতে পেরেছি।

পরিকল্পিত কাজ

কীভাবে সর্বদা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) অনাদিকালকে অন্যকথায় বলা হয়--------।

খ) পরমেশ্বরকে আমরা যদি মেনে চলি তবে----- সুখে থাকব।

গ) অনাদি ও অনন্ত ঈশ্বরের গুণাবলি -------।

ঘ) প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল থেকে কিছু অংশ ভক্তিসহকারে ও ----- পাঠ করা।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) আমি তো শেষদিন তাকে	ক) যীশুর মধ্য দিয়ে দান করেন শাশ্বত জীবন।
খ) পাপ আনে মৃত্যু কিন্তু পরমেশ্বর	খ) শাশ্বত ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারি।
গ) প্রবক্তা ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে	গ) তোমাদের অন্তরে বাস করেন।
ঘ) তোমরা নিশ্চয়ই জান যে	ঘ) পুনরুত্থিত করবই।
	ঙ) তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১। ঈশ্বরের সকল কাজ ও সৃষ্টির জন্য আমরা কী করে থাকি?

(ক) তাঁর নিন্দা (খ) তাঁর প্রশংসা

(গ) তাঁর গৌরব (ঘ) তাঁর স্তুতিবাদ

৩.২ যীশু নিজেকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

(ক) রুটির (খ) দেহের

(গ) মানুষের (ঘ) মাছের

৩.৩ অনন্তকাল সুখে থাকার জন্য আমাদের কী করতে হবে?

(ক) পরমেশ্বরকে মানতে হবে (খ) স্বর্গদূতদের মানতে হবে

(গ) দিয়াবলকে মানতে হবে (ঘ) ধার্মিকদের মানতে হবে

৩.৪ পরমেশ্বরের বাণী কী রকম–

(ক) তীক্ষ্ণ ও ধারালো (খ) সপ্রাণ ও সক্রিয়

(গ) শক্ত ও কঠিন (ঘ) তীক্ষ্ণ ও সক্রিয়

৩.৫ আধ্যাত্মিক গুরুর পরামর্শ কীভাবে শুনতে হবে?

(ক) নম্রতা সহকারে (খ) যত্ন সহকারে

(গ) ভক্তি সহকারে (ঘ) শ্রদ্ধা সহকারে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের গুণাবলি কীভাবে জানতে পারি?

খ) শাশ্বত জীবন কী?

গ) "আমি আছি" একথার মাধ্যমে ঈশ্বর কী বলতে চান?

ঘ) ঈশ্বরের উপস্থিতির বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দরভাবে কার মাধ্যমে জানতে পারি?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার ৫টি উপায় লেখ।

খ) ঈশ্বর অনাদি অনন্ত–এ কথার অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

ঈশ্বর

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ ঈশ্বরের কোনো আদি বা অন্ত নেই ; সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২.২ ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখনফল

২.১.১ ঈশ্বরের কোনো শুরু নেই, শেষও নেই। তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

২.১.২ ঈশ্বর একই সময়ে সর্বত্র বিদ্যমান তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২.২.২ সর্বদা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকবে; তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন ৩টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : ঈশ্বর অনাদি অনন্ত

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৭-৮ মানুষ ও অন্যান্য --------- অনাদি অনন্ত।

শিখনফল

২.১.১ ঈশ্বরের কোনো শুরু নেই, শেষও নেই। তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : যীশু হৃদয়ের ছবি, পবিত্র বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব কী?	মানুষ।
২. কে মানুষ সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর।
৩. কার কোনো আদি বা অন্ত নেই?	অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের।

শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে লিখে দেবেন। এরপর তিনি পাঠের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কে আদিতে ছিলেন এবং এখনো আছেন?	ঈশ্বর।
২. অনাদিকালকে কী বলা হয়?	শাশ্বতকাল।
৩. আমরা কীভাবে শাশ্বত জীবন পেতে পারি?	যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করে।
৪. পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমরা কার সন্তান হয়ে উঠি?	পরমেশ্বরের সন্তান।
৫. অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের গুণাবলি কেমন?	অদৃশ্য।
৬. কী শাশ্বত জীবন?	ঈশ্বর নিজেই।
৭. মোশীর কাছে ঈশ্বর কী পরিচয় দিয়েছিলেন?	" আমিই সেই আমি আছি"।
৮. "আমি আছি" এর মাধ্যমে ঈশ্বর কী বলতে চান?	তিনি সবসময় আছেন।

মূল্যায়ন
পাঠের বিষয় শিক্ষার্থীরা যথার্থভাবে বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১. অনাদিকালকে কী বলা হয়?
২. অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের গুণাবলি কেমন?
৩. "শাশ্বত জীবন" কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা
শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করবেন। তিনি সহজ ভাষায় আবার বুঝিয়ে দেবেন। প্রয়োজনে সবল শিক্ষার্থীদের সাহায্যে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ
খাতায় একটি পানপাত্রের উপর রুটি অঙ্কন করবে।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৮-৯ সামসংগীত ------ বিচার করে।

শিখনফল
২.১.২ ঈশ্বর একই সময়ে সর্বত্র বিদ্যমান তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ : পবিত্র বাইবেল, যীশু হৃদয়ের ছবি, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে বাইবেল থেকে একটি ছোট লাইন পাঠ করে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন এরপর নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের শিরোনাম আবিষ্কার করতে সহায়তা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বর কোথায় থাকেন?	সর্বত্রই।
২. আমার মধ্যে কী ঈশ্বর বাস করেন?	তিনি সবার মধ্যেই বাস করেন।

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে তা লিখে দেবেন।
এবার শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বরের সর্বত্র উপস্থিতি আমরা কীভাবে জানতে পারি?	সাম রচয়িতা দাউদের মাধ্যমে।
২. ঈশ্বরকে এড়িয়ে কোথায় যাওয়া যায়?	কোথাও না।
৩. কার কাছ থেকে পালাতে পারি না?	ঈশ্বরের কাছ থেকে।
৪. ঈশ্বর সবসময় সবার প্রতি দৃষ্টি রাখেন একথা কোন গ্রন্থের মাধ্যমে জানতে পারি?	প্রবচন গ্রন্থের মাধ্যমে।
৫. পরমেশ্বরের বাণী কেমন?	সপ্রাণ ও সক্রিয়।

এবার শিক্ষক ১৩৯ সামসংগীতটি বাইবেল থেকে পাঠ করবেন এবং সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেবেন।

মূল্যায়ন
শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথার্থভাবে বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।
১. "ঈশ্বরের উপস্থিতি সর্বত্রই" কীভাবে জানতে পারি?
২. আমরা কার কাছ থেকে পালাতে পারি না?
৩. পরমেশ্বরের বাণী কেমন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করবেন। তিনি সহজ ভাষায় আবার বুঝিয়ে দেবেন। প্রয়োজনে সবল শিক্ষার্থীদের সাহায্যে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১৩৯ নম্বর সামসংগীত থেকে ঈশ্বরের উপস্থিতির পদগুলো চিহ্নিত করে খাতায় লিখবে।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার উপায়

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৯-১০ একবার সমুদ্রে ----------পরামর্শ শোনা।

শিখনফল

২.১.৩ ঈশ্বরের কোনো শুরু নেই, শেষও নেই। তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পবিত্র বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, ১৩৯ নম্বর সামসংগীতের কয়েক পদ লিখিত চার্ট, চক ও ডাস্টার, (মাছের ছবিও আনা যায়।)

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করে একটি ছোট গান বা প্রার্থনার মাধ্যমে পাঠের পরিবেশ তৈরি করবেন। নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠের বিষয় আবিষ্কার করতে চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. বাড়িতে আমরা কার কাছে থাকি?	মা, বাবা ভাইবোন।
২. বিদ্যালয়ে কার কাছে থাকি?	সঙ্গীসাথী, শিক্ষক।
৩. সারাদিন কার সঙ্গে বেশি সময় কাটাই?	ঈশ্বরের।

এবার শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে তা লিখে দেবেন। এরপর তিনি সমুদ্রে মাছের গল্পটি বলবেন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তরের
১. ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য অন্তরে কী জাগ্রত রাখতে হবে?	আগ্রহ।
২. কার মাধ্যমে পিতাকে দেখতে পাওয়া যায়?	যীশুর মাধ্যমে।
৩. পাপের পথ ত্যাগ করার জন্য কী করতে পারি?	সাক্রামেন্তগুলো গ্রহণ করতে পারি।
৪. ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে কী করতে পারি?	ঘনঘন উপাসনায় যোগ দিতে পারি।
৫. বাইবেল কার বাণী?	ঈশ্বরের বাণী।
৬. বাইবেলের বাণী পাঠ করে আমরা কী করতে পারি?	ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতে পারি।
৭. অভাবী ও দীনদুঃখীদের প্রতি কী করতে পারি?	দয়ার কাজ করতে পারি।
৮. আধ্যাত্মিক গুরুর পরামর্শ কীভাবে নেওয়া যায়?	ভক্তি সহকারে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথার্থভাবে বুঝতে পেরেছে কি না তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করতে পারেন।

১. মাছের গল্পটি থেকে তুমি কী শিক্ষা পেয়েছ?

২. ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার জন্য অন্তরে কী জাগ্রত রাখতে হবে?

৩. বাইবেল কার বাণী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করবেন। তিনি সহজ ভাষায় আবার বুঝিয়ে দেবেন। প্রয়োজনে সবল শিক্ষার্থীদের সাহায্যে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

দলগতভাবে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার উপায়সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর

ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা প্রতি শ্রেণিতে একটু একটু করে জানতে পারছি। সারা জীবন জানলেও এই বিষয়ে আমাদের জানা শেষ হবে না। কারণ এই বিষয়টি খুবই রহস্যময়। আমরা আমাদের জানা বিষয়গুলো জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছি। এই শ্রেণিতে আমরা জানব যে ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি পরস্পর থেকে আলাদা। তা সত্ত্বেও তাঁরা সমান এবং তিন ব্যক্তির মধ্যে একটি একতা আছে। তিন ব্যক্তি পরস্পরকে যেভাবে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে থাকে আমরাও আমাদের জীবনে সেভাবে পরস্পরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিব।

ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি সমান

মানুষের দেহ, মন ও আত্মার সম্পর্কে আমরা প্রথম অধ্যায়ে জেনেছি। সেখানে আমরা দেহ, মন ও আত্মার একতাকে ফলের সঙ্গে তুলনা করেছি। ঐ উদাহরণগুলো আমরা আবার এখানে স্মরণ করতে পারি। আমরা দেখেছি যে, আম ও লিচু এবং এ ধরনের কোন কোন ফলের মধ্যে খোসা, শাঁস ও বীজ থাকে। তিনটির কাজ ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। অথচ তারা মিলে একটি ফল। ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের বেলায়ও আমরা ঐ উদাহরণটি প্রয়োগ করতে পারি। তিনটি জিনিস মিলে যেমন একটা ফল হয় ঠিক তেমনি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলে এক ঈশ্বর। এখানে আমরা পূর্বে ব্যবহৃত আরও একটি উদাহরণ প্রয়োগ করতে পারি। সেটি হলো পানি। পানিকে আমরা তিনটি রূপে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পাই। যেমন সাধারণ পানির একটা রূপ। আবার এই পানি জমে বরফ হয়ে গেলেও সেটা পানিই থাকে। একই পানি আগুনে তাপ দিতে থাকলে তা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। যে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায় সেটাও পানি। কাজেই বাষ্প, বরফ ও সাধারণ পানি তিন রূপে দেখলেও তারা পানি। তেমনিভাবে তিন ব্যক্তি আলাদা হলেও তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর। তিন ব্যক্তি আবার সমান।

তিন ব্যক্তির একতা

ত্রিব্যক্তি সম্পর্কে আমরা পরিবারের উদাহরণ নিয়েও আগে আলাপ করেছি। পরিবারে বাবা, মা এবং সন্তান থাকে। অনেক পরিবারে বাবা, মা ও সন্তানদের মধ্যে যথাযথ ভালোবাসা থাকে, একত্রে কাজের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন এবং অভিজ্ঞতা সহভাগিতা

করা হয়। এসব পরিবার ভালোমত চলে ও তাদের মধ্যে একতা থাকে। তাতে তারা সুখী হয়। কিন্তু এগুলো না থাকলে পরিবারে কখনো সুখ–শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে না। এরকম পরিবারের মানুষ অসুখী হয়।

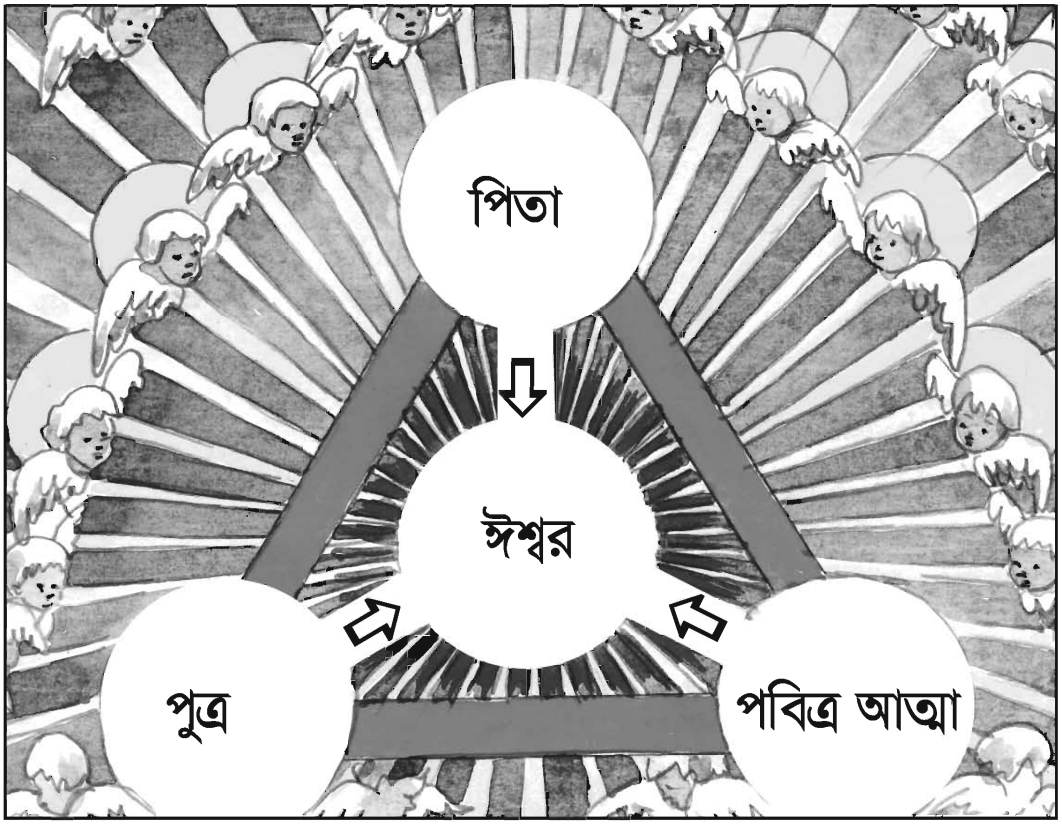

ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর

পবিত্র ত্রিত্ব আমাদের সামনে একটি মহান আদর্শ। কেননা, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে একটি একতা বিরাজ করে। তিন ব্যক্তি পরস্পরকে সমান মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কেউ কারও কাজে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু সহযোগিতা করেন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে পারস্পরিক সহভাগিতাও আছে। কারণ পিতা কী করেন তা পুত্র এবং পবিত্র আত্মা জানেন। পুত্র কী করেন তা পিতা ও পবিত্র আত্মা জানেন। একইভাবে পবিত্র আত্মা যা করেন তা পিতা ও পুত্র জানেন। তাঁরা এসব করেন কারণ তাঁরা পরস্পরকে ভালোবাসেন ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন। এই কারণে পবিত্র ত্রিত্ব টিকে থাকছে।

পরস্পরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া

আমরা যদি সুখী ও আনন্দিত হতে চাই তবে পবিত্র ত্রিত্বের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। পবিত্র ত্রিত্বের মতো করে আমাদেরও পরস্পরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে হবে। এর জন্য আমরা নিম্নলিখিত কয়েকজন ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

ক) মহাত্মা গান্ধী : দেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন, কিন্তু অন্যদের মর্যাদাও তিনি রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাই তিনি অহিংস নীতি গড়ে তুলেছিলেন। আমরা সেই নীতি অনুসরণ করে নিজের অধিকার রক্ষা করব এবং অন্যদেরও অধিকার দিব।

খ) মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) : যুক্তরাষ্ট্রে সাদা ও কালোদের মধ্যে ভেদাভেদ ছিল। অনেকদিন ধরে নিগ্রোরা সেই দেশে দাসের মতো কাজ করেছে। তাদের সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য মার্টিন লুথার কিং অহিংস নীতির অনুসরণ করেছিলেন। তিনি "আমার একটি স্বপ্ন আছে" নামক একটি চমৎকার বক্তব্যে তাঁর নীতি ব্যাখ্যা করেছেন। অবশেষে সেই দেশে শান্তি ও একতা জেগেছে।

গ) নেলসন ম্যান্ডেলা : দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুদিন যাবৎ দলাদলি ও কোন্দল চলছিল। কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা সব দলকে একত্রে এনে তাদের যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে শুরু করেন। এভাবে তাঁর নেতৃত্বে সেই দেশে শান্তি ও একতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরিবারে আমরা নিম্নলিখিতভাবে পরস্পরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে পারি :

১। কখনো অন্য কারও চিঠি না খোলা ও না পড়া;

২। বাড়ির কর্মচারী, কাজের লোক বা শ্রমিকদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা;

৩। বাড়িতে অতিথি এলে প্রয়োজনে টেলিভিশন বন্ধ করে রেখে বা কাজ রেখে তাদের সাথে কথা বলা;

৪। অন্য কারও জিনিস অনুমতি ছাড়া না ধরা;

৫। টয়লেট, বেসিন ইত্যাদি ব্যবহার করে অন্যদের ব্যবহারের জন্য তা পরিষ্কার করে রেখে আসা;

৬। অন্যদের সামনে কারও ভুল ধরিয়ে না দেওয়া এবং ভুলের কথা অন্যদের সামনে না বলা;

৭। খাবারের সময় নিজে সবচেয়ে ভালো অংশ এবং বেশি বেশি না নিয়ে অন্যদের জন্যও রেখে দেওয়া;

৮। ব্যবহারের কোনো জিনিস নষ্ট হলে যথাযথ ব্যক্তিকে জানান;

৯। খাবার পর নিজের থালা ও গ্লাস নিজে ধুয়ে রাখা; বৃদ্ধ বা অসুস্থ কেউ থাকলে তাকে সাহায্য করা;

১০। স্নানের পর তোয়ালে বা গামছা শুকানোর জন্য যথাযথ স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া;

১১। মা–বাবা ও অন্য গুরুজনদের বাধ্য থাকা;

১২। মা–বাবা পড়াশুনা না জানলেও বা কম জানলেও তাদের সমালোচনা না করা, বরং তাদের সম্মান করা;

১৩। কারও গায়ে পা বা ধাক্কা লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাওয়া।

সম্ভব হলে নিচের গানটি নৃত্যের মাধ্যমে অভিনয় কর :
জগদ্‌কারণম, জগত্তারণম, জগদ্‌প্রাণনম ত্রিব্যক্তিতে এক ভগবান ...

কী শিখলাম
ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের তিন ব্যক্তি সমান, তিন ব্যক্তির মধ্যে একতা বিরাজমান। পরস্পরকে কীভাবে মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া যায় সে বিষয়েও জানতে পেরেছি।

পরিকল্পিত কাজ
পরস্পরকে কেন মর্যাদা দেওয়া উচিত এবং কীভাবে তা দেওয়া যায় তা দলে সহভাগিতা কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) পিতা, পুত্র ও ------- মিলে এক ঈশ্বর।

খ) পবিত্র ত্রিত্ব আমাদের সামনে একটি --------- আদর্শ।

গ) পবিত্র আত্মা যা করেন তা পিতা ও ------- –জানেন।

ঘ) পবিত্র ত্রিত্বের মতো আমাদের পরস্পরকে ----- ও গুরুত্ব দিতে হবে।

ঙ) যুক্তরাষ্ট্রে সাদা ও কালোদের মধ্যে -----ছিল।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের তিনব্যক্তি	ক) তিনরূপে দেখলেও পানি।
খ) দেহ, মন ও আত্মার একতাকে	খ) যথাযথ ভালোবাসা থাকে।
গ) বাষ্প, বরফ ও সাধারণ পানি	গ) সুখী হয়।
ঘ) তিন ব্যক্তি আলাদা হলেও	ঘ) পরস্পর থেকে আলাদা।
ঙ) পরিবারে বাবা মা ও সন্তানদের মধ্যে	ঙ) তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর।
	চ) ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে কী বিরাজ করে?

(ক) হিংসা (খ) একতা (গ) শান্তি (ঘ) ঘৃণা

৩.২ সুখী ও আনন্দিত হতে চাইলে কার কাছ থেকে শিখতে পারি?

(ক) পিতা (খ) পুত্র (গ) পবিত্র আত্মা (ঘ) পবিত্র ত্রিত্ব

৩.৩ দেশকে স্বাধীন করার জন্য মহাত্মা গান্ধী কী করেছিলেন?

(ক) সংগ্রাম (খ) যুদ্ধ (গ) হিংসা (ঘ) মারামারি

৩.৪ মার্টিন লুথার কিং কী নীতি অনুসরণ করেছিলেন?

(ক) হিংসার (খ) অহিংসার (গ) দাসত্বের (ঘ) খড়্গের

৩.৫ দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুদিন যাবৎ কী চলছিল?

(ক) শান্তি ও মিলন (খ) একতা ও ভালোবাসা

(গ) দলাদলি ও কোন্দল (ঘ) মারামারি ও যুদ্ধ

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক) বাড়িতে অতিথি আসলে কী করতে হবে?

খ) কাজের লোক বা শ্রমিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?

গ) খাবারের সময় কী করা ভালো?

ঘ) পিতামাতার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) পরস্পরকে কী কী ভাবে মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া যায়?

খ) তিন ব্যক্তির একতা ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়
ত্রি–ব্যক্তি পরমেশ্বর

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের একতার কথা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩.২ ত্রিব্যক্তির মতো পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে পারবে।

শিখনফল

৩.১.১ ঈশ্বরের তিন ব্যক্তির পরস্পরের সমান মর্যাদা ও গুরুত্বের বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১.২ তিন ব্যক্তির মধ্যে একতার কথা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩.১.৩ পরস্পরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিবে।

পাঠ বিভাজন ৩টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি সমান

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ১২ ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর ---------- আবার সমান।

শিখনফল

৩.১.১ ঈশ্বরের তিন ব্যক্তির পরস্পরের সমান মর্যাদা ও গুরুত্বের বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, (বইএর ছবিটি), চার্ট, পেপার, চক, ডাস্টার বরফ ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। প্রয়োজনবোধে আসন বিন্যাস করবেন। ত্রিব্যক্তির নাম স্মরণ করে একটি ছোট প্রার্থনার মাধ্যমে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
এরপর তিনি কয়েকটি প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপনের দিকে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. বাবা, মা ও আমি মিলে কয় ব্যক্তি?	তিন ব্যক্তি
২. তিন ব্যক্তিতে কী তৈরি হয়?	একটি পরিবার
৩. একটি পরিবারের তিনজনের মর্যাদা কেমন?	সমান

এবার শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন। এরপর তিনি প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পিতা, পুত্র ও আত্মা মিলে কী হয়?	এক ঈশ্বর
২. পানির রূপ কয়টি?	তিনটি
৩. তিন ব্যক্তির মধ্যে কী রয়েছে?	একতা
৪. পানি জমে কী হয়?	বরফ
৫. বরফ গলে কী হয়?	পানি
৬. পানি কীভাবে বাষ্প হয়?	তাপ দিলে
৭. তিন ব্যক্তি আলাদা হলেও মিলে কী হয়?	এক ঈশ্বর

মূল্যায়ন

আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীরা যথার্থভাবে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

১। তিন ব্যক্তিতে কী হয়?

২। তিন ব্যক্তি আলাদা হলেও কয় ঈশ্বর?

৩। পানিকে কয়টি রূপে পাওয়া যায়?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে শিক্ষক পাঠটি আবার সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেবেন।

২. সবল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় দুর্বলদের সাহায্য করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

একটি আম এঁকে এর তিনটি অংশ আলাদা করে দেখাবে।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : তিন ব্যক্তির একতা

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ১২-১৩ ত্রিব্যক্তি ----- টিকে থাকছে।

শিখনফল

৩.১.২ তিন ব্যক্তির মধ্যে একতার কথা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ : ত্রিব্যক্তির চার্ট, পরিবারের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।

পিতা তুমি মহান (২) যুগে যুগে গাই তোমার জয়গান

পুত্র তুমি মহান (২) " "

আত্মা তুমি মহান (২) " "

এই গানটি অথবা অন্য কোন গানের মাধ্যমে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এবার শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয় আবিষ্কার করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. মা, বাবা ও সন্তানের মধ্যে কী বিরাজ করে?	একতা
২. খোসা, শাঁস ও বীজ মিলে কী হয়?	একটি ফল হয়।

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

এবার শিক্ষক একটি পরিবারের ছবি দেখিয়ে এদের মধ্যে যেসব মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করবেন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. বাবা, মা ও সন্তানদের মধ্যে কী থাকে?	একতা, ভালোবাসা
২. বাবা, মা ও সন্তান কী সহভাগিতা করে?	অভিজ্ঞতা
৩. তাদের মধ্যে কী বিরাজ করে?	একতা, সুখ, শান্তি

৪. এ ধরনের পরিবার কী হয়?	সুখী হয়।
৫. পিতা, পুত্র ও আত্মার মধ্যে কী রয়েছে?	একতা
৬. তারা পরস্পরকে কী দিয়ে থাকেন?	মর্যাদা
৭. কেউ কারোর কাজে কী করেন না?	হস্তক্ষেপ
৮. পুত্র কী করেন তা কে জানেন?	পিতা ও পবিত্র আত্মা
৯. পিতার কাজ কে জানেন?	পুত্র ও পবিত্র আত্মা
১০. তারা এসব কেন করেন?	পরস্পরকে ভালোবাসেন বলে এবং মর্যাদা দেন বলে

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথার্থভাবে বুঝেছে কি না তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১. তিন ব্যক্তির মধ্যে কী রয়েছে?
২. পিতা যা করে থাকেন তা কে জানেন?
৩. পুত্রের কাজ কে জানেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে শিক্ষক পাঠটি আবার সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেবেন।
২. সবল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় দুর্বলদের সাহায্য করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

মা বাবা ও সন্তান কী কী কাজ করে থাকেন তা সহভাগিতা করবে।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম: পরস্পরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া।

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ১৪-১৫ আমরা যদি ----- ক্ষমা চাওয়া।

শিখনফল

৩.১.৩ পরস্পরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিবে।

উপকরণ : ত্রিব্যক্তির চার্ট, পরিবারের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বপাঠ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারেন। এরপর নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠের শিরোনাম আবিষ্কার করতে সহায়তা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. গুরুজন ও বাবা, মার প্রতি কী দেখিয়ে থাকি?	সম্মান, গুরুত্ব ও মর্যাদা
২. আর কাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি?	শিক্ষক, সর্বোপরি ঈশ্বরকে

এবার শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন। এরপর তিনি নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠটি সহজভাবে উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমরা কাকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দেব?	পবিত্র ত্রিত্বকে
২. দেশকে স্বাধীন করতে মহাত্মা গান্ধী কী করেছেন?	সংগ্রাম করেছেন।
৩. মার্টিন লুথার কিং কী নীতি অনুসরণ করেছেন?	অহিংসনীতি
৪. নেলসন ম্যাণ্ডেলা সব দলের প্রতি কেমন ব্যবহার করেছেন?	মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়েছেন।
৫. কাজের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত?	সুন্দর ব্যবহার
৬. বাড়িতে অতিথি এলে কী করতে হবে?	তাদের সাথে কথা বলতে হবে।
৭. ব্যবহার্য জিনিস নষ্ট হলে কী করা দরকার?	যথার্থ ব্যক্তিকে জানাতে হবে।
৮. গুরুজনদের প্রতি কী করতে হবে?	বাধ্য থাকতে হবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছে কি না তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১. কাজের লোক বা শ্রমিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?
২. খাবারের সময় কী করা ভালো?
৩. বাবা মার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা ভালো?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে শিক্ষক পুনরায় সহজভাবে পাঠটি বুঝিয়ে দেবেন।

২। পারগ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

পরিকল্পিত কাজ

পরস্পরকে গুরুত্ব দেবার জন্য কী কী করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কায়িন ও আবেল

সৃষ্টির শুরুর দিকেই মানুষের মনে হিংসা দেখা দিয়েছিল। হিংসার বশবর্তী হয়ে ও স্বাধীন ইচ্ছার বলে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে জঘন্য পাপ করল। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি একই সময়ে সর্বত্রই উপস্থিত আছেন, তাঁর চোখ এই ঘৃণ্য অপরাধ এড়াতে পারে নি। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা এই পাপ করেছে বলে তার যোগ্য শাস্তিও তাকে মাথা পেতে নিতে হলো। এই বিষয়গুলো জানার মাধ্যমে আমরা হিংসা পরিহার করে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তাতে আমরা নিজেরাও সুখী হতে পারব এবং সমাজকেও সুখী করতে পারব।

কায়িন (কয়িন) ও আবেল (হেবল)

পৃথিবীতে আদম ও হবার কঠোর পরিশ্রমের দিন কাটতে লাগল। তাঁদের ঘরে এলো দুইটি সন্তান। বড়টির নাম কায়িন (কয়িন) এবং ছোটটির নাম আবেল (হেবল)। কায়িন ও আবেল ধীরে ধীরে বড় হলো। এরপর তারা তাদের বাবার মতো কঠোর পরিশ্রমের কাজে অভ্যস্ত হলো। তবে তাদের দুই ভাই দুই পেশা গ্রহণ করল। কায়িন গ্রহণ করল জমি চাষের পেশা। আর আবেল বেছে নিল মেষ পালনের কাজ। দুইজনের মনোভাব দুইরকম ছিল। কায়িনের মন ছিল কঠিন প্রকৃতির। কিন্তু তার ছোট ভাইয়ের মন ছিল কোমল ও উদার।

কায়িন ও আবেলের বলিদান

কায়িন ও আবেল দুইজন দুইরকম হলেও তারা দুইজনেই ঈশ্বরের প্রতি নৈবেদ্য উৎসর্গ করত। কায়িন নৈবেদ্য হিসেবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করল জমি থেকে তার উৎপাদিত খানিকটা ফসল। আবেলও নৈবেদ্য উৎসর্গ করল। সে উৎসর্গ করল তার পালের কয়েকটি মেষশাবক, সেগুলোর দেহের সেরা অংশ। ঈশ্বর আবেল ও তার নৈবেদ্যের দিকে প্রসন্ন চোখে তাকালেন। কিন্তু কায়িন ও তার দানের প্রতি প্রসন্ন হলেন না। এতে কায়িন খুব রেগে গেল। রাগে, দুঃখে ও হিংসায় কায়িনের মুখ ভারী হয়ে গেল। তখন ঈশ্বর কায়িনকে বললেন "অমন রাগ করছ কেন? কেন মুখটা অমন নিচু করে রয়েছ? তুমি ভালো কাজ করো, তাহলে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবে। ভালো কাজ যদি না করো তাহলে

জেনে রাখ পাপ কিন্তু দরজায় ওত পেতে বসেই আছে। তোমাকে গ্রাস করার জন্য লোলুপ হয়ে আছে। তাকে তুমি বরং বশেই আন" (আদি ৪:৬–৭)। ঈশ্বরের কথা থেকেই আমরা বুঝতে পারি কেন তিনি আবেলের নৈবেদ্য গ্রহণ করলেন এবং কেন কায়িনেরটা গ্রহণ করলেন না। ঈশ্বর মানুষের মনোভাব দেখতে চান, বস্তু নয়। কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের মনোভাব প্রকাশ পায়। আবেলের কাজ ভালো ছিল। তাই তার দানগুলোও ভালো ছিল। ঈশ্বরের সামনে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছিল। অন্যদিকে কায়িনের কাজ ভালো ছিল না। তাই ঈশ্বরের সামনে সে মাথা নিচু করে ছিল।

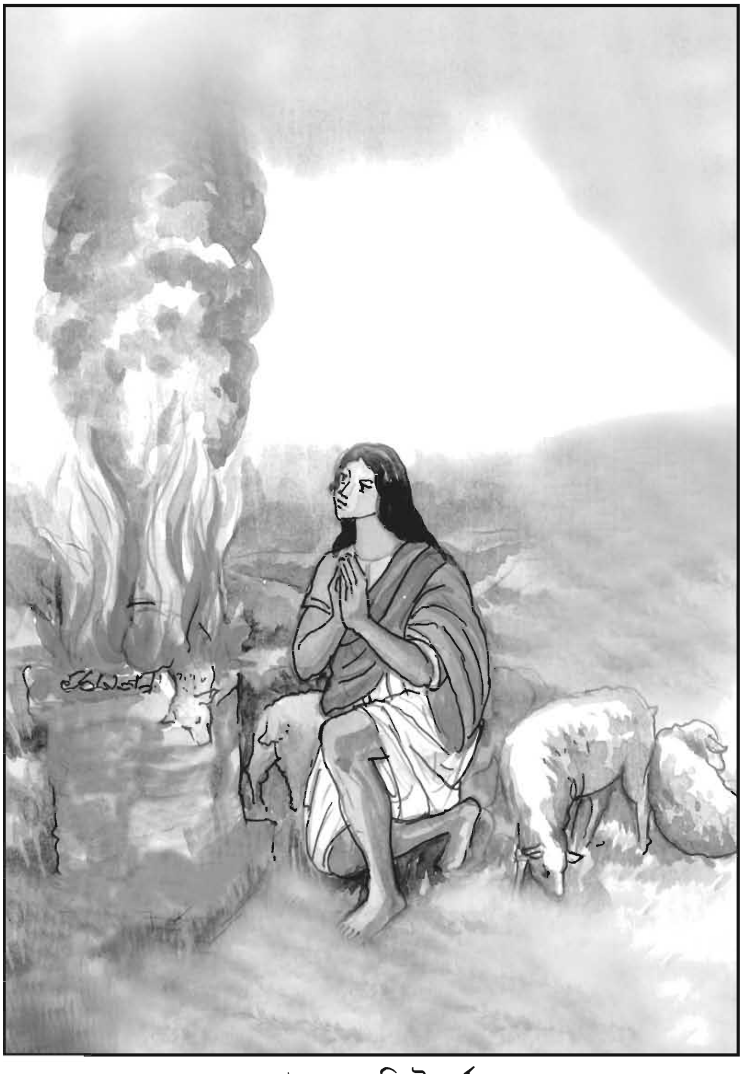

আবেলের বলি উৎসর্গ

কায়িন তার ভাই আবেলকে হত্যা করল

কায়িন ঈশ্বরের কথা না শুনে নিজের হিংসার বশে চলতে লাগল এবং সে অনুসারেই সে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল। মনে মনে সে সিদ্ধান্ত নিল সে তার আপন ভাই আবেলকে মেরে ফেলবে। তাই একদিন কায়িন তার ভাই আবেলকে বলল, 'চল, মাঠে একটু বেড়িয়ে আসি।' আবেল তার ভাইয়ের সাথে মাঠে গেল। সেখানে কায়িন তার ভাই আবেলকে আক্রমণ করে তাকে মেরেই ফেলল। ঈশ্বর তখন কায়িনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কায়িন, তোমার ভাই আবেল কোথায়?" কায়িন উত্তরে জানাল যে, সে তার ভাই এর খবর জানে না। সে আরও ঈশ্বরকে উলটা প্রশ্ন করল, 'আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষী নাকি?' আমরা জানি, ঈশ্বর সবকিছু জানেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের কথাও জানেন। কায়িনের মনে যা ছিল তাও তিনি জানতেন। কায়িন মনে মনে ভেবেছিল যে সে গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইকে হত্যা করবে। কেউ সে কথা জানতেও পারবে না। তাই সে তাকে বাড়িতে হত্যা না করে মাঠে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। কিন্তু কায়িন কিছুতেই তার অপরাধ লুকাতে পারল না।

কায়িনের বলি উৎসর্গ

অপরাধের ফল

ঈশ্বর কায়িনের এ মন্দ কাজটিও দেখে ফেললেন। তাই তিনি কায়িনকে বললেন, "তুমি এ কী করলে? ওই তো, এই মাটির বুক থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত আমাকে চিৎকার করে ডেকে চলেছে। তাই এই যে–মাটি হাঁ করে তোমার ভাইয়ের রক্ত তোমারই হাত থেকে গ্রহণ করেছে, তুমি এখন অভিশপ্ত হয়ে এই মাটি থেকেই নির্বাসিত হলে। এবার থেকে তুমি যখন কোন জমি চাষ করবে সেই জমি আর ফসল দেবেই না। তুমি ভবঘুরের মতো পৃথিবীর এখানে ওখানে ঘুরেই বেড়াবে" (আদি ৪:১২)।

কায়িন তখন ঈশ্বরকে বলল, তাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার বোঝা বইবার মতো ক্ষমতা তার নেই। তিনি তো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাকে এখন ভবঘুরের মতো এদিকে ওদিকে পালিয়েই বেড়াতে হবে। যে কেউ তাকে দেখবে সেই তাকে মেরে ফেলবে। ঈশ্বর তাকে বললেন, কেউ তাকে মারবে না। যদি কেউ তাকে মারে তার শাস্তি হবে তার চেয়েও সাতগুণ বেশি। ঈশ্বর তখন কায়িনের গায়ে একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন যাতে কেউ তাকে মেরে না ফেলে। কায়িন তখন ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নোদ নামক দেশে বাস করতে লাগল।

কায়িন ও আবেলের মনোভাব ও আচরণের পার্থক্য

একই পিতামাতা আদম ও হবার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কায়িন ও আবেলের মনোভাব ও আচরণের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

কায়িনের মনোভাব ও আচরণ	আবেলের মনোভাব ও আচরণ
স্বার্থপর	পরার্থপর
ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ	ঈশ্বরের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ
রাগী ও অহংকারী	বিনয়ী ও ভদ্র
হিংসাত্মক মনোভাব	সহজ–সরল
ভালো ফসল উৎসর্গ না করা	ভালো ও উত্তম মেষ উৎসর্গ করা
সব কিছুতে নিজেকে বড় মনে করা	অন্যকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া
ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিরূপ মনোভাব	ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা
কৃপণ ও অসৎ প্রকৃতির	উদার ও সৎ প্রকৃতির

হিংসা থেকে বিরত থাকা

নিম্নলিখিতভাবে আমরা হিংসা পরিহার করে চলতে পারি :

১। হিংসার কথা চিন্তা না করে বরং হিংসার বিপরীতটা অর্থাৎ ভালোবাসার কথা চিন্তা করা ও সর্বদা অন্যদের ভালোবাসা। কারণ আমরা যা চিন্তা করি তার দিকেই ঝুঁকে পড়ি।

২। যীশুর মতো করে অন্যদের ক্ষমা করা।

৩। শত্রুমিত্র সকলকেই ভালোবাসা।

৪। অন্যের জন্য সবসময় মঙ্গল করার চেষ্টা করা।

৫। ঈশ্বরের সকল দয়া ও দানের জন্য কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট থাকা।

৬। অন্যের সাফল্যে অভিনন্দন জানানো ও আনন্দ করা।

৭। নম্রতা অনুশীলন করা।

গান করি

আমাদের হৃদয় প্রেম দিয়ে তুমি গড়ো ওহে প্রেমের কবি।

১। যেথায় রয়েছে ঘৃণা দেখাব তোমার প্রেম
যেথায় রয়েছে আঘাত, দেখাব তোমার ক্ষমা।

২। যেথায় রয়েছে বিবাদ, আনিব সেথায় শান্তি,
যেথায় রয়েছে ভ্রান্তি ছড়াব সেথায় সত্য।

কী শিখলাম

ঈশ্বর সবকিছু দেখেন ও জানেন। তিনি কায়িনের গোপন অপরাধও দেখেছেন। ঈশ্বর চান আমরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসি, সম্মান ও শ্রদ্ধা করি।

পরিকল্পিত কাজ

১। তোমার ভাইবোন ও সহপাঠীদের জন্য তুমি কী কী ভালো কাজ করতে পার তার একটা তালিকা তৈরি কর।

২। হিংসা থেকে বিরত থাকার তিনটি উপায় লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) পৃথিবীতে আদম ও হবার ----------পরিশ্রমের দিন কাটতে লাগল।

খ) আবেলের মন ছিল ---------- ও উদার।

গ) ঈশ্বর মানুষের -------- দেখতে চান, বস্তু নয়।

ঘ) কায়িন ঈশ্বরের কথা না শুনে নিজের -------- বশে চলতে লাগল।

ঙ) ঈশ্বর কায়িনের ------- কাজটিও দেখে ফেললেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) আবেল তার ভাইয়ের সাথে	ক) একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন।
খ) ঈশ্বর তখন কায়িনের গায়ে	খ) মঙ্গল বয়ে আনে না।
গ) আপন ভাইকে হত্যা করার পর	গ) মাঠে গেল।
ঘ) হিংসা	ঘ) অভিনন্দন জানানো ও আনন্দ করা দরকার।
ঙ) অন্যের সাফল্যে	ঙ) কায়িনের বিবেক বার বার তাকে দংশন করছিল।
	চ) চিন্তায় রাখা।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ যারা আমাদের ভালোবাসে না তাদের জন্য কী করা দরকার?

(ক) দয়া (খ) মায়া

(গ) করুণা (ঘ) ভালোবাসে

৩.২ পৃথিবীতে আদম ও হবার দিন কেমন কেটেছিল?

(ক) আনন্দের (খ) বেদনার

(গ) কঠোর পরিশ্রমের (ঘ) আরামের

৩.৩ কায়িনের পেশা কী ছিল?

(ক) জমি চাষের (খ) মেষ পালনের

(গ) শিক্ষকতার (ঘ) পশু পালনের

৩.৪ আবেল নৈবেদ্য হিসেবে কী উৎসর্গ করল?

(ক) গরু (খ) মেষশাবক

(গ) ক্ষেতের ফসল (ঘ) ফলমূল

৩.৫ ঈশ্বর কার নৈবেদ্য গ্রহণ করেছিলেন?

(ক) আদম (খ) হবার

(গ) কায়িনের (ঘ) আবেলের

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) কায়িন ও আবেল কে ছিলেন?

খ) আবেলের বলিদান কী ছিল?

গ) কায়িন ও আবেলের বলিদানের মধ্যে কার বলিদান ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল?

ঘ) কেন কায়িন আবেলকে হত্যা করল?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) কায়িন ও আবেলের মনোভাব ও আচরণের পাঁচটি পার্থক্য লেখ।

খ) কায়িনের বলিদান ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না কেন?

গ) কায়িন তার ভাই আবেলকে কীভাবে হত্যা করল?

কায়িন ও আবেল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ কায়িন (কয়িন) ও আবেল (হেবল) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

৪.২ কায়িন কর্তৃক আবেল হত্যার কারণ ও ফল বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

৪.১.১ কায়িন ও আবেল দুই ভাইয়ের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।

৪.২.১ আবেলের প্রতি কায়িনের হিংসার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪.২.২ কায়িন কর্তৃক আবেল হত্যার বিবরণ দিতে পাবে।

৪.২.৩ কায়িনের অপরাধের ফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪.২.৪ নিজের ভাইবোনের প্রতি দায়িত্বশীল হবে।

৪.২.৫ হিংসা করা থেকে বিরত থাকবে।

পাঠ বিভাজন ৪টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : কায়িন ও আবেলের পরিচয় ও বলিদান

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ১৭-১৮ সৃষ্টির শুরুর ----- নিচু করে ছিল।

শিখনফল

৪.১.১ কায়িন ও আবেল দুই ভাইয়ের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।

৪.২.১ আবেলের প্রতি কায়িনের হিংসার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ : কায়িন ও আবেলের ছবি অথবা চার্ট পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের শিরোনাম আবিষ্কার করতে সহায়তা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আদম ও হবা কে ছিলেন?	প্রথম নারী ও পুরুষ
২. আদম ও হবার কয় সন্তান ছিল?	দুইজন
৩. তাদের নাম কী কী ছিল?	কায়িন ও আবেল

এবার শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন। এরপর শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আদম ও হবার বড় ছেলের নাম কী?	কায়িন
২. তাদের ছোট ছেলে কে ছিলেন?	আবেল
৩. কায়িনের পেশা কী ছিল?	জমি চাষ করা

৪. আবেলের পেশা কী ছিল?	পশু পালন
৫. কায়িনের মন কেমন ছিল?	কঠিন প্রকৃতির
৬. আবেলের মন কেমন ছিল?	কোমল প্রকৃতির
৭. কায়িনের নৈবেদ্য কী ছিল?	জমির খানিকটা ফসল
৮. আবেলের নৈবেদ্যে কী ছিল?	তার পালের সেরা মেষশাবক
৯. ঈশ্বর কার নৈবেদ্যে বেশি খুশি হলেন?	আবেলের
১০. কায়িনের মনের অবস্থা কেমন ছিল?	রাগে, দুঃখে ও হিংসায় কায়িনের মুখ ভারী হলো।
১১. আবেলের কাজ কেমন ছিল?	ভালো ছিল
১২. কায়িনের কাজ কেমন ছিল?	ভালো ছিল না

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছে কি না তা বুঝার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১। কায়িন ও আবেলের বলিদানের মধ্যে কার বলিদান গ্রহণযোগ্য ছিল?

২। কার মন কঠিন ছিল?

৩। কায়িনের পেশা কী ছিল?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের আবার সহজ সরল ভাষায় শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন।

২। পারগ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। কায়িন ও আবেলের বলিদানের পার্থক্য নির্ণয় করবে।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : কায়িন তার ভাই আবেলকে হত্যা করল

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ১৯ কায়িন------ পারল না।

শিখনফল

৪.২.২ কায়িন কর্তৃক আবেল হত্যার বিবরণ দিতে পারবে।

উপকরণ : কায়িন ও আবেলের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং প্রার্থনা বা গানের মাধ্যমে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এরপর নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়ে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আবেলের প্রতি কায়িনের মনোভাব কেমন ছিল?	হিংসাত্মক মনোভাব
২. আবেলের প্রতি এ ধরনের মনোভাবের কারণ কী?	আবেলের নৈবেদ্য ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল বলে।

এবার শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন। শিক্ষক এবারের প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে সহজ সরলভাবে আজকের পাঠ বুঝিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কায়িন ঈশ্বরের কথা না শুনে কিসের বশে চলতে ছিল?	হিংসার বশে
২. কায়িন কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?	তার ভাই আবেলকে হত্যা করবে।
৩. আবেলকে হত্যা করার জন্য কায়িন তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?	মাঠে
৪. ঈশ্বর কায়িনকে কী প্রশ্ন করেছিলেন?	"তোমার ভাই আবেল কোথায়?"
৫. কায়িনের উত্তর কী ছিল?	ভাইয়ের খবর সে জানে না।
৬. কায়িনের কাজ সম্পর্কে কে সবকিছু জানতেন?	ঈশ্বর
৭. কায়িনের অবস্থা কী হলো?	সে তার অপরাধ লুকাতে পারেনি।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছে কি না তা জানার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১। আবেলের প্রতি কায়িনের মনোভাব কেমন ছিল?

২। কায়িনের সিদ্ধান্ত কী ছিল?

৩। ঈশ্বর কায়িনের কাছ থেকে কী জানতে চেয়েছেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের আবার সহজ সরল ভাষায় শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন।

২। পারগ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। দলীয়ভাবে পরস্পরের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসাত্মক মনোভাব জাগ্রত হয় তা আলোচনা করবে।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : অপরাধের ফল, কায়িন ও আবেলের মনোভাবের পার্থক্য এবং হিংসা থেকে বিরত থাকা।

পাঠ ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা ২০-২১ ঈশ্বর কায়িনের ------- অনুশীলন করা।

শিখনফল

৪.২.৩ কায়িনের অপরাধের ফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪.২.৪ নিজের ভাইবোনের প্রতি দায়িত্বশীল হবে।

৪.২.৫ হিংসা করা থেকে বিরত থাকবে।

উপকরণ : চার্ট, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার, পোস্টার পেপার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং প্রয়োজনে আসন বিন্যাস করবেন। নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয় আবিষ্কার করতে সহায়তা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আবেলের প্রতি কায়িনের ব্যবহার কেমন ছিল?	হিংসাত্মক
২. হিংসাত্মক মনোভাবের ফলে কী হলো?	অপরাধ, হত্যা

এবার শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন। এরপর প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বর কায়িনের কোন কাজটিও দেখেছেন?	মন্দ কাজটি
২. কায়িনের শাস্তি কী ছিল?	মাটি চাষ করলেও ফসল ফলবে না।
৩. কায়িনের ভয় কী ছিল?	মানুষ তাকে মেরে ফেলবে।
৪. ঈশ্বর কায়িনের গায়ে কী এঁকে দিয়েছিলেন?	একটি বিশেষ চিহ্ন
৫. একই পিতামাতার সন্তান হলেও কায়িন ও আবেলের মধ্যে কিসের পার্থক্য ছিল?	মনোভাব ও আচরণের
৬. ঈশ্বরের প্রতি কায়িনের মনোভাব কেমন ছিল?	অকৃতজ্ঞ।
৭. আবেলের বলি উৎসর্গ কী ছিল?	ভালো ও উত্তম মেষ উৎসর্গ করা
৮. আবেলের প্রকৃতি কেমন ছিল?	উদার ও সৎ

এবার শিক্ষক হিংসা থেকে বিরত থাকার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথাযথভাবে বুঝেছে কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১। হিংসা থেকে বিরত থাকার অন্যতম একটা উপায় কী?

২। আবেলের বলি উৎসর্গ কেমন ছিল?

৩। কায়িন নিজেকে কী মনে করত?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের আবার সহজ সরল ভাষায় শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন।

২। পারগ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

হিংসা থেকে বিরত থাকার উপায়সমূহ দলগতভাবে খাতায় লিখবে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রবক্তা

পবিত্র বাইবেলে প্রবক্তাগণ (নবী বা ভাববাদী) অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ঈশ্বর তাঁদের আহ্বান করেছেন তাঁর কথা তাঁরই আপন জাতির কাছে পৌঁছে দিতে ও তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করতে। খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই সেই প্রবক্তার ভূমিকা পালন করার আহ্বান পেয়েছি। এ কারণে আমাদের ভালোরূপে প্রবক্তা কে, প্রবক্তার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী, প্রবক্তারা কী ভূমিকা পালন করেন এসব বিষয়ে জানা দরকার। এগুলো জেনে আমরা বর্তমান যুগের এক একজন প্রবক্তা হয়ে উঠার চেষ্টা করব।

প্রবক্তা

প্রবক্তা সম্পর্কে সর্বপ্রথমেই আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। যে ব্যক্তি
(ক) ঈশ্বরের বাণীর আলোতে অতীতের বিষয় ধ্যান করে তার যুগের ঘটনাবলির গভীর তাৎপর্য আবিষ্কার করেন (খ) ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারেন (গ) ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে পারেন এবং (গ) ঈশ্বরের নামে মানুষের কাছে এসব বিষয় নির্ভয়ে ঘোষণা করেন তিনিই প্রবক্তা।

প্রবক্তা মুখ্য বা গৌণ হতে পারেন। মুখ্য বা গৌণ প্রবক্তা বলতে কারো গুরুত্ব বেশি বা কারও গুরুত্ব কম বোঝায় না। কোন কোন প্রবক্তার গ্রন্থে যতখানি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে অন্যগুলোতে তত পরিমাণে নেই। সেজন্য যাদের বাণী প্রচার বেশি পরিমাণে লেখা হয়েছে তাঁদের বলা হয় মুখ্য প্রবক্তা। আর লেখার মধ্যে যাঁদের কম বাণী স্থান পেয়েছে, তাঁদের বলা হয় গৌণ প্রবক্তা। তবে মুখ্য বা গৌণ উভয়ের বেলায় একথা সত্য যে, তাঁদের বাণী স্বয়ং ঈশ্বরেরই বাণী এবং ঈশ্বরেরই অনুপ্রেরণায় তা লিখিত হয়েছে।

প্রবক্তার বৈশিষ্ট্য

প্রবক্তা ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমেই তার যাত্রা শুরু করেন। আর এই সাক্ষাতের মাধ্যমে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং এর ফলে ঈশ্বরের উদারতা মহানুভবতা স্বীকার করতে সক্ষম হন। এভাবে নিজেকে ও ঈশ্বরকে জানার মাধ্যমে তিনি মানুষের কাছে সহজেই ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে পারেন।

প্রবক্তা ঈশ্বর সম্বন্ধে যা উপলব্ধি করেন তা মানুষের কাছে সহজ ভাষায় প্রকাশ করার জন্য

কখনো কখনো উপমা আবার কখনো কখনো কবিতার ভাষা ব্যবহার করেন। এসব তাঁরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুপ্রেরণায় করতে সক্ষম হন। প্রবক্তা ঈশ্বরের বাণী ঘোষণার যে আহ্বান পান তা ঘোষণা না করে থাকতে পারেন না। কথায় ও কাজে ভক্তজনগণ, যাজক এমনকি রাজার সামনেও নির্ভয়ে তাঁরা ঈশ্বরের বাণী শোনাতে বাধ্য। কারও মুখের দিকে না চেয়ে প্রয়োজনে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও ক্ষমতাশালী ও ধনীদের কাছে তাঁদের বাণী প্রচার করেন।

পরিবেশ পরিস্থিতি যতই কঠিন, জটিল ও প্রতিকূল হোক না কেন প্রবক্তা নির্ভয়ে সত্য ও বাস্তব বিষয় মানুষের কাছে ঘোষণা করবেনই। ন্যায্যতা ও ভালোবাসার জন্য তাঁকে নিঃস্বার্থে সংগ্রাম করতে হয়। কারণ ঈশ্বর হলেন ন্যায়ের ও ভালোবাসার ঈশ্বর। তাই তিনি ঈশ্বরের হয়ে অত্যাচারিত, নিপীড়িত, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান ও তাদের পক্ষ সমর্থন করেন। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম করতেই থাকেন। প্রবক্তা মানুষের ইতিহাসে ঈশ্বরের উপস্থিতির কথা প্রচার করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের শক্তিতে মানুষ জগতে কল্যাণকর কিছু অর্জন করতে পারে। তাছাড়া, প্রবক্তা মানুষের মন পরিবর্তনের অনুপ্রেরণাও দেন।

প্রবক্তা একদিকে বিভিন্ন সময় ইস্রায়েল জাতির ও বিজাতিদের মন পরিবর্তনের জন্যে তাদের যত অধর্ম ও অন্যায়–অত্যাচার তুলে ধরেন ও শাস্তি ঘোষণা করেন। অন্যদিকে তিনি আবার ঘোষণা করেন মুক্তিদাতার আগমনবার্তা। তিনি সেই মুক্তিদাতার কথা বলেন যিনি তাঁর প্রিয়জনদের মনের দুঃখ দূর করে দিবেন ও চোখের জল মুছে ফেলবেন। এভাবে তিনি নিরাশ অন্তরে এনে দেবেন ঈশ্বরের পরিত্রাণের আনন্দ এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জাগিয়ে তুলবেন নতুন আশার আলো।

প্রবক্তাদের নাম

পবিত্র বাইবেলে মোট ১৬ জন প্রবক্তার নামে গ্রন্থ আছে। তাঁদের মধ্যে চারজন হলেন মুখ্য প্রবক্তা এবং বারো জন হলেন গৌণ। চারজন মুখ্য প্রবক্তার নাম হলো : ১। ইসাইয়া (যিশাইয়) ২। জেরেমিয়া (যিরেমিয়) ৩। এজেকিয়েল (যিহিস্কেল) এবং ৪। দানিয়েল। বারো জন গৌণ প্রবক্তার নাম হলো : ১। হোসেয় ২। যোয়েল ৩। আমোস ৪। যোনা ৫। ওবাদিয়া ৬। মিখা ৭। নাহুম (নহুম) ৮। হাবাকুক (হবককুক) ৯। সেফানিয়া (সফনিয়) ১০। হগয় ১১। জাখারিয়া (সখরিয়) ১২। মালাখি।

তাঁদের ছাড়াও ইস্রায়েলের ইতিহাসের মোশী, সামুয়েল, নাথান (নাথন), এলিয় ও এলিসেয় এবং দীক্ষাগুরু যোহনের প্রবক্তাদের সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

প্রবক্তা নাথান (নাথন)

বিভিন্ন প্রবক্তার মতো নাথানও একজন ঈশ্বর প্রেরিত প্রবক্তা। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশে রাজা দাউদকে তাঁর পাপ সম্পর্কে তিরস্কার করেছেন। প্রবক্তার তিরস্কারে রাজা দাউদ মন পরিবর্তন করেছিলেন। আমরা এখন সেই অংশটুকু পাঠ করব।

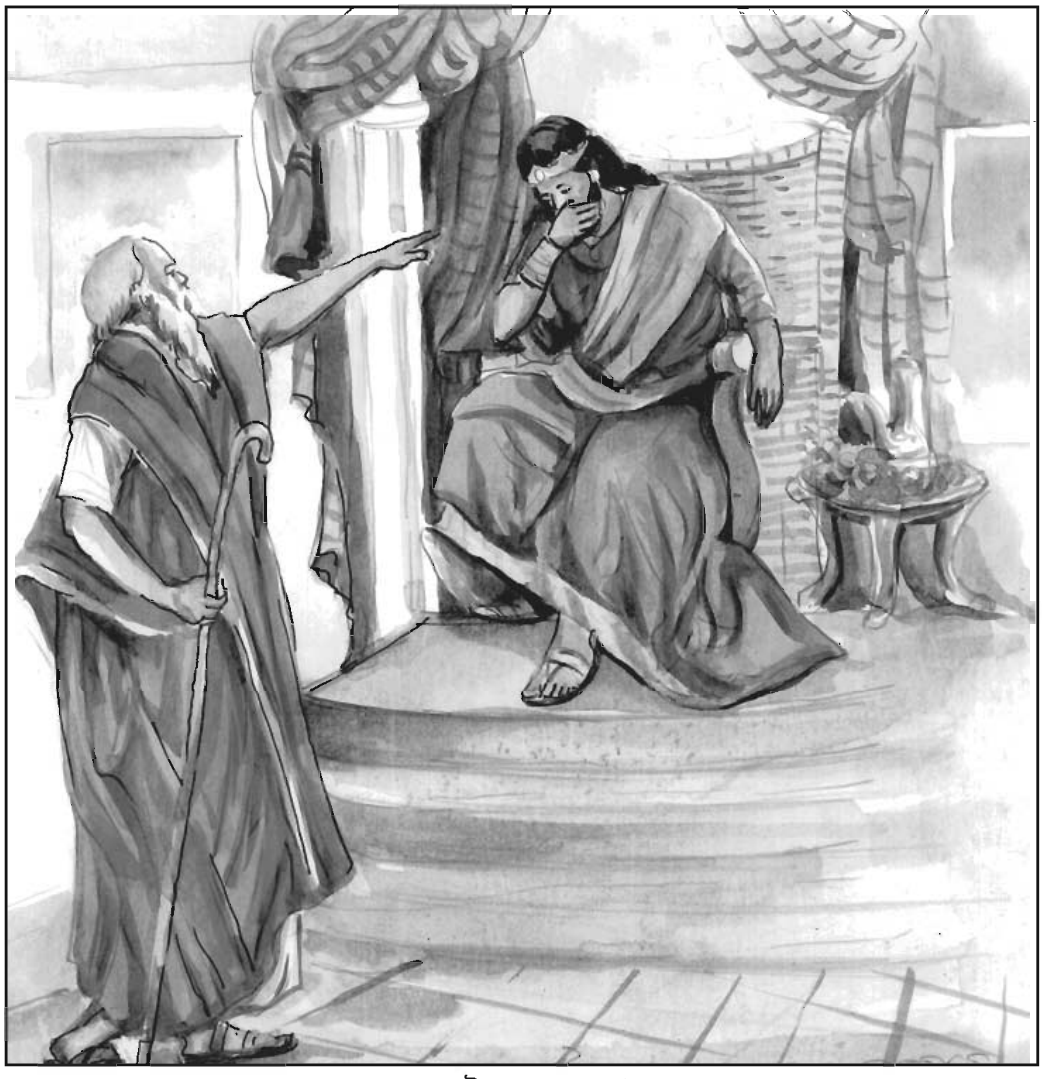

রাজা দাউদ ও প্রবক্তা নাথান

একদিন হলো কি, সন্ধ্যার দিকে দাউদ বিছানা ছেড়ে উঠে রাজবাড়ির ছাদে একটু বেড়াচ্ছেন, এমন সময়ে ছাদ থেকে তাঁর চোখে পড়ল, একজন নারী স্নান করছে। নারীটি

দেখতে খুবই সুন্দরী। রাজা দাউদ জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, সে উরিয়া নামে তার একজন সৈনিকের স্ত্রী, নাম বাৎসেবা। উরিয়া তখন তার সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল। রাজা এ সুযোগে লোক পাঠিয়ে বাৎসেবাকে নিজের বাড়িতে আনলেন। কিছুদিন পর স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হলো। তখন দাউদ তার সেনাপতি যোয়াবের কাছে একটি পত্র দিলেন। তাতে লেখা ছিল তুমি উরিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম সারিতে রাখ। তারপর তাকে একলা ফেলে পিছিয়ে এসো সে যেন নিহত হয়। সেনাপতি রাজার হুকুম পালন করল। বাৎসেবা যখন স্বামীর মৃত্যুর খবর পেল তখন কেঁদে ফেলল। তার শোকের সময় পার হয়ে গেলে রাজা দাউদ তাকে বিয়ে করলেন। সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল।

এতে ঈশ্বর দাউদের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি প্রবক্তা নাথানকে দাউদের কাছে পাঠালেন। নাথান এসে দাউদকে বললেন: "এক দেশে দুই জন লোক থাকত। তাদের একজন ছিল ধনী আর একজন গরিব। ধনী লোকটির ছিল ছোটবড় গবাদি পশুর বিরাট বিরাট পাল, কিন্তু গরিব লোকটির কিছুই ছিল না, শুধু বাচ্চা একটি ভেড়ী ছাড়া, যেটিকে সে কিনেছিল আর নিজেই পুষছিল। ভেড়ীটি তার ঘরে তার নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থেকেই বেড়ে উঠছিল। সে ওই গরিব লোকটির খাবার থেকেই খেতে পেত, খেত তারই বাটির জল; এবং তার কোলে শুয়েই ঘুমাত। তার কাছে সে ছিল যেন মেয়েরই মতো। একদিন হলো কি, ওই ধনী লোকটির বাড়িতে এলো একজন পথিক। এই অতিথি যাত্রীর খাবার তৈরি করবার জন্যে ধনী লোকটি কিন্তু নিজের কোন ভেড়া বা গরু দিতে চাইল না। সে তখন গরিব লোকটির সেই ভেড়ীটিকে নিয়েই অতিথির খাবার তৈরি করল।"

ওই লোকটির ওপর দাউদ তখন রেগে আগুন হয়ে নাথানকে বললেন: "ঈশ্বরের অস্তিত্বেরই দিব্যি দিয়ে বলছি আমি, ওই যে–লোকটা, যে অমন কাজ করেছে, মৃত্যুই তার যোগ্য শাস্তি। কোন দয়ামায়া না দেখিয়ে সে যখন অমন কাজ করেছে, তখন ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে ওই ভেড়ীর চারগুণ দাম দিতে হবে।" নাথান তখন দাউদকে বললেন: "কিন্তু সেই লোক তো আপনি নিজেই! তখন দাউদ নাথানকে বললেন, "সত্যিই আমি ঈশ্বরের কাছে পাপ করেছি!" উত্তরে নাথান বললেন, "বেশ, ঈশ্বর তাহলে আপনার পাপ মার্জনা করছেন তাই আপনাকে মরতে হবে না। তবে ওই কাজটা করে আপনি যখন ঈশ্বরের প্রতি নিতান্তই অবহেলা দেখিয়েছেন, তখন আপনার এই যে শিশুটি জন্মেছে, তাকে মরতেই হবে।" এরপর নাথান নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে ছেলেটার ভীষণ অসুখ হলো, দাউদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা ও

উপবাস করতে লাগলেন। সাত দিনের মধ্যে ছেলেটা মারা গেল। এই শাস্তি ভোগ করার মধ্য দিয়ে দাউদ পাপমুক্ত হলেন ও মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসলেন।

প্রবক্তার ভূমিকা পালন

বর্তমান যুগেও আমরা নিম্নলিখিতভাবে প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারি :

১। যেখানে সুযোগ পাওয়া যায় সেখানে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী সকলের কাছে খ্রিষ্টের বাণী প্রচারের মাধ্যমে;

২। সর্বদা সত্য কথা বলে ও সত্য পথে চলে;

৩। খ্রিষ্টবিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করে খ্রিষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে;

৪। অনৈতিক অবস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করে;

৫। বাস্তবতার আলোকে নিজের মতামত প্রকাশ করার মাধ্যমে।

কী শিখলাম

অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে ন্যায্যতা স্থাপনকারীকে প্রবক্তা বলা হয়। প্রবক্তা নাথান রাজা দাউদকে ঈশ্বরের বাণী জানাতে দ্বিধা করেন নাই।

পরিকল্পিত কাজ

১। প্রবক্তা নাথান রাজা দাউদকে কীভাবে ঈশ্বরের বাণী শুনিয়েছেন তা ক্লাসে অভিনয় কর।

২। প্রবক্তার ভূমিকা সম্পর্কে দলে আলোচনা কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) পবিত্র বাইবেলে – – – – – – – জন প্রবক্তার নামে গ্রন্থ আছে।

খ) ঈশ্বর হলেন ন্যায়ের ও –––––––– ঈশ্বর।

গ) প্রবক্তা মানুষের ইতিহাসে ঈশ্বরের –––––––– কথা প্রচার করেন।

ঘ) প্রবক্তা ঈশ্বরের সঙ্গে ––––– মাধ্যমেই তাঁর যাত্রা শুরু করেন।

ঙ) ঈশ্বর প্রবক্তা ––––––––– দাউদের কাছে পাঠালেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) বাইবেলে চারজন মুখ্য প্রবক্তা এবং	ক) মন পরিবর্তন করেছিলেন।
খ) বিভিন্ন প্রবক্তার মতো নাথানও একজন	খ) সেই লোক তো আপনি নিজেই।
গ) প্রবক্তার তিরস্কারে রাজা দাউদ	গ) বারোজন হলেন গৌণ প্রবক্তা।
ঘ) নাথান তখন দাউদকে বললেন	ঘ) তা মানুষের কাছে সহজ ভাষায় প্রকাশ করেন।
ঙ) প্রবক্তা ঈশ্বর সম্বন্ধে যা উপলব্ধি করেন	ঙ) অনুপ্রেরণায় করতে সক্ষম হন।
	চ) ঈশ্বর প্রেরিত প্রবক্তা।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ প্রবক্তা ঈশ্বর সম্পর্কে যা উপলব্ধি করে তা কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করেন?
(ক) গল্পের (খ) উপমার (গ) ছড়ার (ঘ) কৌতুকের

৩.২ প্রবক্তা সাধারণত কার বাণী ঘোষণার আহ্বান পান?
(ক) ঈশ্বরের (খ) মানুষের (গ) ধার্মিকের (ঘ) স্বর্গদূতদের

৩.৩ কে মানুষের মন পরিবর্তনের অনুপ্রেরণাও দেন।
(ক) রাজা (খ) প্রজা (গ) প্রবক্তা (ঘ) সেনাপতি

৩.৪ উরিয়ের স্ত্রীর নাম কী ছিল?
(ক) বাৎসেবা (খ) রুথ (গ) সারা (ঘ) সেফানিয়া

৩.৫ ঈশ্বর দাউদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে কোন প্রবক্তাকে পাঠিয়েছিলেন?
(ক) যিরমিয় (খ) যিশাইয় (গ) সামুয়েল (ঘ) নাথান

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। সেনাপতি কার হুকুম পালন করেছিলেন?
খ। ঈশ্বর কার উপর অসন্তুষ্ট হলেন?
গ। প্রবক্তা নাথান কিসের মাধ্যমে রাজা দাউদকে সতর্ক করেছিলেন?
ঘ। রাজা দাউদ তার অন্যায়ের জন্য কী শাস্তি পেয়েছিলেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। বারোজন গৌণ প্রবক্তার নাম লেখ?
খ। প্রবক্তা নাথান কীভাবে রাজা দাউদকে সতর্ক করেছিলেন?

প্রবক্তা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ পবিত্র বাইবেলের প্রবক্তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

৫.১.১ প্রবক্তা কে তা বর্ণনা করতে পারবে।
৫.১.২ পবিত্র বাইবেলে প্রবক্তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবে।
৫.১.৩ পবিত্র বাইবেলে প্রবক্তাদের নাম বলতে পারবে।
৫.১.৪ প্রবক্তা নাথানের প্রাবক্তিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৫.১.৫ প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন ৫টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : প্রবক্তা

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ২৪ পবিত্র বাইবেল ---------- লিখিত হয়েছে।

শিখনফল

৫.১.১ প্রবক্তা কে তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক. প্রবক্তা / বিশিষ্ট ব্যক্তিদের (মাদার তেরেজা, গান্ধিজী, পোপ ২য় জন পল) ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ৪র্থ শ্রেণিতে পবিত্র বাইবেলের বিভাগ ও পুস্তক সম্বন্ধে পড়েছ। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন বই সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেছ। এরপর নিম্নলিখিত প্রস্তুতিমুলক প্রশ্ন - উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. যীশুর জন্ম সম্বন্ধে কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিল?	ইসাইয়া
২. ইসাইয়া, জেরেমিয়া, হোসেয়া এদের কী বলা হয়?	প্রবক্তা
৩. যীশু কার কাছে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন?	দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে

শিক্ষক বলবেন পাপ করে ইস্রায়েল ও যুদা গোষ্ঠী তাদের নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে দেখে ঈশ্বর তাঁর দয়ায় প্রবক্তাদের প্রেরণ করেন। তিনি প্রবক্তাদের আহ্বান করেছিলেন তাঁর জাতির লোকদের কাছে তাঁর পরিকল্পনা ও অনুভূতির কথা তুলে ধরতে। এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন। পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। আজ আমরা প্রবক্তা সম্বন্ধে জানব। পাঠটি প্রথমে একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পড়াতে পারেন। পরে নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. প্রবক্তাদের সম্বন্ধে আমরা কোথায় জানতে পারি?	পবিত্র বাইবেলে।
২. প্রবক্তাদের কে আহ্বান করেন?	ঈশ্বর
৩. ঈশ্বর কেন তাদের আহ্বান করেন?	ঈশ্বরের কথা তাঁর আপন জাতির কাছে পৌঁছে দিতে।
৪. খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা কোন ভূমিকা পালনের আহ্বান পেয়েছি?	প্রবক্তার ভূমিকা পালনের।
৫. প্রবক্তা কাদের বলা হয়?	যাদের ঈশ্বর আহ্বান করেন তাঁর বাণী প্রচারের জন্য।
৬. প্রবক্তাদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?	২টি ভাগে। মুখ্য ও গৌণ
৭. মুখ্য প্রবক্তা কাদের বলা হয়?	যাদের বাণী প্রচার বেশি পরিমাণে লেখা হয়েছে তাদেরকে বলা হয় মুখ্য প্রবক্তা।
৮. গৌণ প্রবক্তা কাদের বলা হয়?	যাদের বাণী প্রচার কম পরিমাণে লেখা হয়েছে তাদেরকে বলা হয় গৌণ প্রবক্তা।
৯. প্রবক্তাগণ কার অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরের বাণী লিখেছেন?	ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায়

শিক্ষক মুখ্য ও গৌণ প্রবক্তা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলবেন, কেউই নিজেকে প্রবক্তা পদে নিযুক্ত করে না। বরং ঈশ্বরই তাঁর নিজের কাজের জন্য তাদের ডাকেন। প্রবক্তার আহ্বানের দীর্ঘ যাত্রায় ৩টি ধাপ দেখা যায়। ১. ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ২. ঈশ্বরের উপলব্ধি ব্যক্ত করা এবং ৩. ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করা। বাইবেলে আমরা ১৬ জন প্রবক্তার কথা পাই। এই সব প্রবক্তাকে ২টি ভাগে ভাগ করা হয়। মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য ও গৌণ বলতে কারো দায়িত্ব বেশি বা কম বোঝায় না। তাদের লেখার ওপর ভিত্তি করে মুখ্য ও গৌণ প্রবক্তা বলা হয়। তাঁরা সবাই ঈশ্বরেরই অনুপ্রেরণায় লিখেছেন।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. প্রবক্তা কাদের বলা হয়?

২. ঈশ্বর কেন তাদের আহ্বান করেন?

৩. প্রবক্তাদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

৪. প্রবক্তাগণ কার অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরের বাণী লিখেছেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১.শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।

৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

পবিত্র বাইবেল থেকে দুই প্রবক্তা সম্বন্ধে কিছু লিখে আনবে।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : প্রবক্তার বৈশিষ্ট্য ও প্রবক্তাদের নাম

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ২৪-২৫ প্রবক্তা ঈশ্বরের ---------- জানতে পারি।

শিখনফল

৫.১.২ পবিত্র বাইবেলে প্রবক্তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবে।

৫.১.৩ পবিত্র বাইবেলে প্রবক্তাদের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ

বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, প্রবক্তাদের নামের একটি চার্ট।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে ২৪ পৃষ্ঠার প্রবক্তার বৈশিষ্ট্য পাঠটি পড়তে দিবেন। সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং পাঠটি অনুসরণ করবে। পরে নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. প্রবক্তা যাত্রা শুরু করেন কার সাথে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে?	ঈশ্বরের সাথে
২. ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে কী উপলব্ধি করেন?	নিজেকে আবিষ্কার করেন ও ঈশ্বরের মহা নুভবতা স্বীকার করেন।
৩. নিজেকে জানার ও ঈশ্বরের উদারতা বোঝার পর তারা কী করতে পারেন?	সহজেই ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে পারেন।
৪. প্রবক্তাগণ ঈশ্বরের কথা প্রচার করার জন্য কী ব্যবহার করেন?	উপমা বা কবিতার ভাষা ব্যবহার করেন।
৫. কার অনুপ্রেরণায় তাঁরা এসব লিখতে পারেন?	ঈশ্বরের প্রেরণায়।
৬. প্রবক্তার কাজ কী?	ঈশ্বরের কথা প্রচার করা এবং মানুষের মন পরিবর্তনে সাহায্য করা।
৭. প্রবক্তা সাধারণত কাদের পাশে দাঁড়ান?	অত্যাচারিত, নিপীড়িত, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে।
৮. প্রবক্তা কার আগমনের কথা ঘোষণা করেন?	মুক্তিদাতা আগমনের বার্তা।
৯. কতজন প্রবক্তা আছে? কী কী?	১৬ জন। মুখ্য ও গৌণ প্রবক্তা।
১০. মুখ্য প্রবক্তা কত জন? নাম কী?	৪ জন। নাম বলবে
১১. গৌণ প্রবক্তা কত জন? নাম কী ?	১২জন। নাম বলবে।
১২.এই ১৬ জন ছাড়াও বাইবেলে আর কোন কোন প্রবক্তার নাম পাওয়া যায়?	মোশী, সামুয়েল, নাথান, এলিয় ও এলিসেয় এবং দীক্ষাগুরু যোহন।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে কী উপলব্ধি করেন?
২. নিজেকে জানার ও ঈশ্বরের উদারতা বুঝার পর তারা কী করতে পারেন?
৩. প্রবক্তার কাজ কী?
৪. প্রবক্তা কার আগমনের কথা ঘোষণা করেন?
৫. মুখ্য ও গৌণ প্রবক্তাদের নাম বল ।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. ৪ জন মুখ্য ও ১২ জন গৌণ প্রবক্তার নাম লেখ ও মুখস্থ কর।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : প্রবক্তা নাথান

পাঠ ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা ২৬ -২৮ বিভিন্ন প্রবক্তার ---------- আসলেন।

শিখনফল

৫.১.৪ প্রবক্তা নাথানের প্রাবক্তিক ভূমিকা বিশেষণ করতে পারবে।

উপকরণ : বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, রাজা দাউদ ও প্রবক্তা নাথানের ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

ক) শিক্ষক পূর্ব পাঠের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।

খ) শিক্ষক সহজ সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রবক্তার তিরস্কারে রাজা দাউদের মন পরিবর্তনের কাহিনীটি বলবেন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. প্রবক্তা নাথানকে কে প্রেরণ করেছেন?	ঈশ্বর
২. প্রবক্তা নাথান কোন রাজাকে তিরস্কার করেছিলেন?	রাজা দাউদকে
৩. দাউদ ছাদ থেকে কী দেখতে পেল?	একজন সুন্দরী নারী স্নান করছে।
৪. নারীটি কে?	রাজা দাউদের একজন সৈনিকের স্ত্রী?
৫. সৈনিকটির নাম কী?	উড়িয়া
৬. উড়িয়ার স্ত্রীর নাম কী?	বাৎসেবা
৮. কার পরিকল্পনায় উড়িয়া মারা গেল?	রাজা দাউদের
৯. রাজা কেন এরকম কাজ করল?	উড়িয়ার স্ত্রীকে পাবার জন্য
১০. পরে রাজা বাৎসেবাকে কী করল?	বিয়ে করল
১১. ঈশ্বর রাজা দাউদের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন কেন?	কারণ রাজা অন্যায় কাজ করেছে।
১২. রাজা দাউদের কাছে কাকে পাঠালেন?	প্রবক্তা নাথানকে
১৩. প্রবক্তা নাথান রাজা দাউদকে কিসের মাধ্যমে সতর্ক করেছিলেন?	উপমার মাধ্যমে
১৪. রাজা দাউদ তাঁর অন্যায়ের কী শাস্তি পেয়েছিলেন?	বাৎসেবার ঘরে তাঁর সেই পুত্র সন্তান মারা গেল।
১৫. এই শাস্তির মধ্য দিয়ে কী হলো?	রাজা দাউদের পাপমুক্ত হলেন এবং মনপরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসলেন।

মূল্যায়ন

১. পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. প্রবক্তা নাথান কোন রাজাকে তিরস্কার করেছিলেন?

২. উড়িয়ার স্ত্রীর নাম কী?

৩. সেনাপতি কার হুকুম পালন করেছিলেন?

৪. ঈশ্বর কার উপর অসন্তুষ্ট হলেন?

৫. প্রবক্তা নাথান রাজা দাউদকে কিসের মাধ্যমে সতর্ক করেছিলেন?

৬. রাজা দাউদ তাঁর অন্যায়ের কী শাস্তি পেয়েছিলেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।

৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বোঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

প্রবক্তা নাথান রাজা দাউদকে কিসের মাধ্যমে সতর্ক করেছিলেন তা নিজের ভাষায় লেখ।

পাঠ ৪

পাঠের শিরোনাম : প্রবক্তার ভূমিকা পালন।

পাঠ ৫ পৃষ্ঠা ২৮ বর্তমান যুগেও ---------- করার মাধ্যমে।

শিখনফল

৫.১.৫ প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারবে।

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার পেপারে বড় করে লেখা প্রবক্তার ভূমিকা পালন।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

ক) শিক্ষক পূর্ব পাঠের প্রবক্তা নাথান ও রাজা দাউদের কাহিনী থেকে প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।

খ) শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে ২৮ পৃষ্ঠার "প্রবক্তার ভূমিকা পালন" পড়তে দিবেন। পড়ার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন আমরা কীভাবে প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারি? শিক্ষার্থীরা একজন একজন করে একেকটি বলবে আর শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। পরে বোর্ড দেখে সবাইকে একসাথে ধীরে ধীরে পড়তে বলবেন। পরে পোস্টার পেপারটি দেখিয়ে বলাবেন।

শিক্ষক জোর দিয়ে বলবেন, আমরা সবাই প্রবক্তা হতে আহূত। আমরা দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে তিনটি দায়িত্ব পেয়েছি। রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক ভূমিকা পালনের। প্রবক্তাদের মতো আমাদেরও সত্যের সপক্ষে দাঁড়াতে হবে। দুঃখী ও নির্যাতিত মানুষের পাশে যেতে হবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। সবশেষে সবার সাথে মিলে মিশে বাস করার সুন্দর সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. আমরা কীভাবে প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারি?
২. দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা কী কী দায়িত্ব পেয়েছি?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. প্রবক্তার ভূমিকা সম্পর্কে দলে আলোচনা করবে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

দশ আজ্ঞার অর্থ

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা হলো ভালোবাসার বিধান। দশটি আজ্ঞাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম তিনটি (প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর চারটি) আজ্ঞা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সম্পর্কিত। পরের সাতটি (প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর ছয়টি) মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সম্পর্কিত। এবার আমরা এই আজ্ঞাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

সিনাই পর্বতে ঈশ্বর মোশীকে দশ আজ্ঞা দিচ্ছেন

পিতামাতাকে সম্মান করবে

পিতামাতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের জীবন দিয়েছেন এবং এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তবে বাবা ও মা দুইজনে কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের লালনপালন ও রক্ষা করেছেন। আদরযত্ন, স্নেহ এবং দরকারি সবকিছু দিয়ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। তাই আমাদের জীবনে পিতামাতার স্থান ও তাঁদের উপযুক্ত সম্মান দেওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁদের কথা মেনে চলা, তাঁদের সেবাযত্ন ও সম্মান করা আমাদের একান্ত

কর্তব্য। শুধু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা নয় বরং পিতামাতাকে সম্মান করা আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। আমাদের সন্তানসুলভ কর্তব্যগুলো হলো :

১। পিতামাতাকে ভালোবাসা।
২। পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।
৩। পিতামাতার বাধ্য থাকা।
৪। তাঁদের বৃদ্ধবয়সে, অসুস্থতায়, একাকীত্ব ও দুঃসময়ে নৈতিক ও বৈষয়িক সহায়তা দান।

নরহত্যা করবে না

ঈশ্বর মানুষের জীবনদাতা। এই জীবনের মালিকও তিনি। এই জীবন নাশ করার অধিকার কোনো মানুষের নেই। পঞ্চম আজ্ঞায় ঈশ্বর বলেছেন : "তুমি নরহত্যা করবে না; আর যে নরহত্যা করে সে বিচারাধীন হবে।" এই আজ্ঞাটির মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে মানুষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। আমরা এই আজ্ঞা পালনের মধ্য দিয়ে অন্য সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে নিজের জীবনকেই রক্ষা করি; অন্য সকলের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে নিজের জীবনকেই শ্রদ্ধা দেখাই।

যীশু বলেছেন, শুধু যে নরহত্যা করা পাপ, তাই নয়, বরং অন্যের সাথে রাগও করতে পারবে না। কারণ রাগ দ্বারা আমরা মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করি। এই কারণে সাধু আগস্টিনের কথানুসারে এই আজ্ঞাটির দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হলো নিষেধাজ্ঞা, যার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে নরহত্যা করবে না। দ্বিতীয় দিকটি হলো আদেশমূলক। এর মধ্য দিয়ে মানুষের সাথে ভালোবাসা, শান্তি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে আদেশ করা হয়েছে।

ব্যভিচার করবে না

ব্যভিচার করার অর্থ হলো পুরুষ বা নারী হিসেবে কারও দিকে কামনার দৃষ্টি নিয়ে তাকানো। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের ক্ষমতা দিয়েছেন। আমরা যেন তাঁর সুন্দর ব্যবহার করি। আমরা যেন নারীকে নারী ও পুরুষকে পুরুষের সম্মান দিয়ে তাদের গ্রহণ করি। এই আজ্ঞার দ্বারা যে কোনো ধরনের অশুচি চিন্তা ও অশালীন আচরণ, যার মাধ্যমে দেহ ও মন কলুষিত হয় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাধু গ্রেগরীর ভাষায়, অনেক মানুষ সম্মান থাকতে সম্মানের মর্যাদা দিতে জানে না, কিন্তু ব্যভিচার দ্বারা পশুর পর্যায়ে চলে যাবার পর তা বুঝতে পারে। সেজন্যে আমাদের মন্দ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন : অলসতা, খাওয়াদাওয়ায় অমিতাচারিতা, ইন্দ্রিয়সেবা,

অশালীন পোশাক–পরিচ্ছদ, অসংযত কথাবার্তা, মন্দ ছবি দেখা, বাজে বিষয় পড়া, কুচিন্তা করা ও খারাপ আচরণের মধ্য দিয়েও আমরা ব্যভিচার করতে পারি। তাই এগুলো পরিহার করে আমাদের দৃষ্টি, চিন্তা–ভাবনা, কথা ও আচরণ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে হবে। ঘন ঘন পাপস্বীকার ও খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করা, প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস বজায় রাখা, ভিক্ষাদান করা ইত্যাদি আমাদের পবিত্র পথে থাকতে অনেক সহায়তা করে। পবিত্রতা ঈশ্বরের একটি দান। যারা এর অন্বেষণ করে তারা তা পায়।

চুরি করবে না

প্রতিবেশীর জিনিস বা সম্পদ না বলে নেওয়া বা নিজের বলে দাবি করা বা জোর করে নিয়ে যাওয়া হলো চুরি। শুধু তা–ই নয়, পরীক্ষায় নকল করে, অন্যের সুনাম নষ্ট করে, চুরি কাজে অন্যকে সাহায্য করে, জিনিস বিক্রির সময় ক্রেতাকে ঠকিয়ে, দাম না দিয়ে কারও দোকানের জিনিস নিয়ে গিয়ে, হারানো জিনিস পেলে ফিরিয়ে না দিয়ে, গাড়িতে চড়ে ভাড়া না দিয়ে চলে যাওয়া, অপচয় ও অন্যের সম্পদ নষ্ট করে, অন্যের ন্যায্য পাওনা মজুরি মিটিয়ে না দিয়ে, অন্যের মর্যাদা নষ্ট করেও চুরির সমান পাপ করতে পারি। তাই ব্যক্তি মালিকানা ও অন্যের সম্পদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। চুরি করা জিনিস ফেরত দিতে পারলে মানুষ মানসিক প্রশান্তি লাভ করে।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না

ঈশ্বর এই আজ্ঞার দ্বারা আমাদের মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কারও বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে তার সুনাম নষ্ট করা, স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে সেই কুৎসাপূর্ণ কথায় কান দেয়া, তা শুনে অন্যের কাছে গিয়ে পরচর্চা করা, কারও চাটুকারিতা করা এবং প্রতারণা করার মাধ্যমেও আমরা মিথ্যাবাদী হতে পারি। কারণ মিথ্যার দ্বারা আমরা শয়তানের সামিল হই, নিজের সত্যবাদিতার সুনাম নিজেই নষ্ট করি। শয়তানও এদেন বাগানে হবার কাছে মিথ্যা বলেছিল। মিথ্যার দ্বারা আমরা সমাজকে নষ্ট করি কারণ তাতে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। কথায় ও কাজে সৎ আচরণই হলো সততা বা সরলতা। সত্য জীবন যাপন করার অর্থ হলো ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকা। কথা ও কাজের মিল রেখে প্রতিবেশীর সাথে জীবন যাপন করা।

পরস্ত্রীতে লোভ করবে না

ব্যভিচার কোরো না, এই আজ্ঞাটির ব্যাখ্যায় আমরা জেনেছি যে, বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়ে একজন পুরুষ ও নারী স্বামী–স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বামী বা স্ত্রীর ওপর অধিকার থাকে। এই অধিকার অন্য কেউ নিতে পারে না। তাই

কোনো জীবিত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রীকে কাম–লালসার দৃষ্টি নিয়ে তাকানোর মধ্য দিয়ে মানুষ পাপ করে থাকে। এ ধরনের আচরণে একটি পরিবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাদের বিবাহের পবিত্র সম্পর্ক নষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ রাজা দাউদ ঊরিয়ের স্ত্রীর প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাপ করেছিলেন। এরপর তাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে আরও পাপ করেছিলেন। এই কারণে ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

পরের দ্রব্যে লোভ করবে না

এই আজ্ঞার মাধ্যমে অন্যের জিনিসের প্রতি লোভ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে জিনিস আমার নেই বা আমার নয় তা পাবার জন্য আমাদের যে তীব্র বাসনা বা আকর্ষণ তাই হলো লোভ। লোভের কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাওয়ার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। এই লোভের কারণে অনেক সময় আমরা নানা ধরনের অন্যায় কাজ করে থাকি। যেমন : কারও টাকা–পয়সা, খেলনা, বই–খাতা, কলম, মোবাইল ফোন বা কাপড় চোপড় এগুলো দেখে আমরা লোভ করব না। পরের দ্রব্যে লোভের কারণে লোভী মানুষ সম্পদ আহরণ করতে করতে অনেক ধনী হয়ে যায় এবং অনেক মানুষ গরিব হয়ে যায়। এভাবে পৃথিবীতে ধনী–গরিবের বৈষম্য বাড়ে। লোভের কারণে মানুষ নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক হয়ে যায়, সে তখন খুন করতেও দ্বিধা করে না। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজের আশা আকাঙ্ক্ষার একটা সীমা বেঁধে দেন এর বেশি তারা নিবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন। আমরাও পরের দ্রব্যে আমাদের লোভ–লালসা কমাবার জন্য একটা সীমা বেঁধে নিতে পারি।

দশ আজ্ঞা পালন করার সুফল

পূর্বেই আমরা জেনেছি দশ আজ্ঞা হলো ভালোবাসার বিধান। এই আজ্ঞাগুলো মেনে চললে আমরা সুখী ও পবিত্র জীবন যাপন করতে পারব। ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর সাথে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। মানুষ সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে। আমরা স্বর্গের আনন্দ লাভ করতে পারব। এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে ঐশরাজ্য। কিন্তু আজ্ঞাগুলো মেনে না চললে আমাদের জীবন হবে পাপময়। আমাদের জীবন হবে অসুখী ও অশান্তিপূর্ণ। তখন আমাদের জন্য পৃথিবীটা নরকে পরিণত হবে। আজ্ঞাগুলো মেনে চলা আমাদের তাই একান্ত কর্তব্য।

কী শিখলাম

পিতামাতাকে সম্মান করা, নরহত্যা না করা, ব্যভিচার না করা, চুরি না করা, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া, পরস্ত্রী বা পরপুরুষে লোভ না করা ও পরের দ্রব্যে লোভ না করার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

পরিকল্পিত কাজ

দশ আজ্ঞা পালনের ৫টি সুফল ও পালন না করার ৫টি কুফল লেখ ও ছোট দলে সহভাগিতা কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) দশ আজ্ঞার প্রথম তিনটি আজ্ঞা হলো .....প্রতি মানুষের ভালোবাসা সম্পর্কে।

খ) পিতামাতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের..... দিয়েছেন।

গ) পিতামাতাকে সম্মান করা আমাদের..... ও মানবিক দায়িত্ব।

ঘ) নরহত্যা করবে না এই আজ্ঞাটির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের প্রতি ..... দেখানো হয়েছে।

ঙ) পরীক্ষায় নকল করা ..... সমান পাপ।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) আমাদের জীবনে পিতামাতার স্থান	ক) আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
খ) আমরা সকলের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে	খ) নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক হয়।
গ) ঈশ্বর আমাদের মধ্যে	গ) ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের ক্ষমতা দিয়েছেন।
ঘ) ব্যক্তি মালিকানা ও অন্যের সম্পদের প্রতি	ঘ) শক্তি দিয়ে থাকেন।
ঙ) লোভের কারণে মানুষ	ঙ) অতি গুরুত্বপূর্ণ।
	চ) নিজের জীবনকেই শ্রদ্ধা দেখাই।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ নিচের কোনটি পিতামাতার প্রতি সন্তানসুলভ কর্তব্য ?

(ক) তাদের সম্পত্তি রক্ষা করা (খ) সব সময় তাদের সঙ্গে থাকা

(গ) তাদের বাধ্য থাকা (ঘ) তাদের বৃদ্ধাশ্রমে রাখা।

৩.২ বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা নষ্ট হয়

(ক) আলাদাভাবে জীবনযাপন করলে (খ) অন্যের স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি লোভ করলে

(গ) মিথ্যা কথা বললে (ঘ) পরস্পরকে আঘাত করলে।

৩.৩ আমরা কীভাবে পবিত্র হতে পারি ?

(ক) নিয়মিত প্রার্থনা করলে (খ) ভালো সম্পর্ক গড়ে তুললে

(গ) ভালো ভালো উপদেশ শুনলে (ঘ) অন্যকে ভালো পরামর্শ দিলে ।

৩.৪ অতিরিক্ত ধন সম্পদের লোভ থাকলে কী হয় ?

(ক) পরিবেশ নষ্ট হয় (খ) আমরা অন্যায় কাজ করি

(গ) মানুষের সাথে দূরত্ব বাড়ে (ঘ) ঈশ্বরের সাথে দূরত্ব বাড়ে।

৩.৫ দশ আজ্ঞা মেনে চলার সুফল হলো–

(ক) ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক (খ) সমাজ ও পরিবারে শান্তি

(গ) মণ্ডলীর অগ্রগতি ও উন্নতি (ঘ) ব্যক্তিজীবনের উন্নতি।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। নরহত্যা সম্পর্কে ঈশ্বর কী বলেছেন?

খ। চুরি বলতে কী বুঝ?

গ। আমরা কীভাবে মিথ্যাবাদী হই?

ঘ। সততা বলতে কী বুঝ?

ঙ। দশ আজ্ঞা না মেনে চললে আমাদের জীবন কেমন হয়?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) পিতামাতাকে সম্মান করবে –এই আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর ও সন্তানসুলভ দায়িত্বগুলো লেখ?

খ) মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না ––আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর ।

গ) পরের দ্রব্যে লোভ করবে না – আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ) দশ আজ্ঞা পালন করার সুফলগুলো লেখ ।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার অর্থ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার চতুর্থ থেকে দশম আজ্ঞার ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখনফল

৬.১.১ চতুর্থ আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.২ পঞ্চম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.৩ ষষ্ঠ আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.৪ সপ্তম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.৫ অষ্টম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.৬ নবম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.৭ দশম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন ৪টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : পিতামাতাকে সম্মান করবে ও নরহত্যা করবে না

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৩০ -৩১ পিতামাতার ----------আদেশ করা হয়েছে।

শিখনফল

৬.১.১ চতুর্থ আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.২ পঞ্চম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, মা সন্তানের যত্ন নিচ্ছে এবং নিহত একটি লোকের ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন চতুর্থ শ্রেণিতে তোমরা দশ আজ্ঞার ১ম, ২য় ও ৩য় আজ্ঞা সম্বন্ধে জেনেছ। পঞ্চম শ্রেণিতে আমরা চতুর্থ থেকে দশম আজ্ঞা সম্বন্ধে জানব। দশটি আজ্ঞাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম তিনটি আজ্ঞা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং পরের সাতটি আজ্ঞা মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার কথা বলে। এরপর শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমরা অসুস্থ হলে মা কী করেন?	সেবাযত্ন করেন, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান
২. কেন তিনি এসব করেন ?	কারণ তিনি চান আমরা ভালো হয়ে উঠি
৩. মা আসলে কী রক্ষা করেন?	জীবনকে রক্ষা করেন

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন। পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। আজ আমরা দশ আজ্ঞার চতুর্থ ও পঞ্চম আজ্ঞা সম্বন্ধে জানব। শিক্ষক কয়েকজনকে দিয়ে দশ আজ্ঞা বলাবেন। বিশেষভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম আজ্ঞা বলতে দিবেন। পরে নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. চতুর্থ আজ্ঞাটি কী?	পিতামাতাকে সম্মান করবে।
২. কে আমাদের জীবন দিয়েছেন?	ঈশ্বর
৩. কে আমাদের লালন পালন করেন?	বাবা - মা
৪. বাবা -মার আদর যত্ন ও ভালোবাসার বিনিময়ে আমাদের কী করা উচিত?	তাঁদের সম্মান করা, তাঁদের কথা মেনে চলা ও তাঁদের সেবা করতে হবে।
৫. সন্তান হিসাবে আমাদের কর্তব্য কী?	পিতামাতাকে ভালোবাসা, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, তাদের বাধ্য থাকা এবং সেবা ও সাহায্য করা।
৬. পঞ্চম আজ্ঞাটি কী?	নরহত্যা করবে না
৭. কারো জীবন নাশ করার কোনো অধিকার কি আমাদের আছে?	না, নেই
৮. পঞ্চম আজ্ঞার মধ্য দিয়ে কী দেখানো হয়েছে?	জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
৯. নরহত্যা ছাড়া আর কী করতে নিষেধ করা হয়েছে?	রাগ করতে পারবে না
১০. নরহত্যা বলতে কী বোঝায়?	আত্মহত্যা, খুন, হত্যা করা, এমন কী কথা দিয়ে মানুষকে কষ্ট দেওয়া।

শিক্ষক চতুর্থ ও পঞ্চম আজ্ঞাটি সম্বন্ধে আরও বলবেন ঈশ্বরের পরে হলো পিতামাতার স্থান। তাই পিতামাতাকে সম্মান করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেন পিতামাতার বাধ্য ও যোগ্য সন্তান হতে পারি। জীবন হলো ঈশ্বরের দেওয়া দান। জীবনের যত্ন নেওয়া ও প্রতিপালন করা আমাদের কর্তব্য। আমরা যেন অন্যের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারি।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. চতুর্থ আজ্ঞাটি কী?
২. পঞ্চম আজ্ঞাটি কী?
৩. বাবা-মার আদর যত্ন ও ভালোবাসার বিনিময়ে আমাদের কী করা উচিত?
৪. সন্তান হিসাবে আমাদের কর্তব্য কী?
৫. পঞ্চম আজ্ঞার মধ্য দিয়ে কী দেখানো হয়েছে?
৬. নরহত্যা বলতে কী বোঝায়?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১.শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩.শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. চতুর্থ আজ্ঞায় কী করতে বলা হয়েছে লেখ এবং পিতামাতার প্রতি কর্তব্যগুলো লেখ।
২. নরহত্যা সম্পর্কে ঈশ্বর কী বলেছেন লেখ।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : ব্যভিচার করবে না ও পরস্ত্রীতে লোভ করবে না।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৩১-৩৩ ব্যভিচার ---------- তা পায়।
ব্যভিচার ----------শাস্তি দিয়েছিলেন।

শিখনফল

৬.১.৩ ষষ্ঠ আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.৬ নবম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক এবং বাইবেল।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

ক) শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

১. পরিবারে অসুবিধা সৃষ্টি করে এমন কতগুলো সমস্যার কথা বলো। (স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ, অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা)

২. তোমাদের মতে এসব সমস্যার কারণ কী? (শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করুন)

শিক্ষক বলবেন : বাস্তব জীবনে এবং টেলিভিশনে বা সিনেমায় আমরা দেখি যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে যখন স্বামী ও স্ত্রী ঈশ্বর প্রদত্ত দানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে না তখন তাদের জীবনে, সন্তানদের মধ্যে, পরিবারে ও সমাজে নেমে আসে হতাশা ও বেদনা। মানুষকে দেওয়া ঈশ্বরের একটি সুন্দর দান হলো যৌনতা। যৌনতা হলো নারী ও পুরুষের সত্তা। ঈশ্বরই এভাবে নারী ও পুরুষ করেই সৃষ্টি করেছেন। আজ আমরা দশ আজ্ঞার ষষ্ঠ ও নবম আজ্ঞা সম্বন্ধে জানব। এই আজ্ঞা দুইটি মানব যৌন জীবনের শ্রদ্ধাবোধের কথা বলে। সেই জন্য আমরা ষষ্ঠ ও নবম আজ্ঞা দুটি একসাথে পড়ছি।

খ) শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে ৩১- ৩২ পৃষ্ঠার ব্যভিচার করবে না পাঠটি পড়তে দিবেন। সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং পাঠটি অনুসরণ করবে। পরে শিক্ষক ষষ্ঠ আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিবেন। জনগণ তাদের নিজস্ব স্বার্থ পরিতৃপ্তিতে আছন্ন হয়ে পড়ে। অনেকে আছে যারা যৌন ক্ষুধায় উন্মাদ হয়ে পড়ে। অনেকে আছে যারা নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা শুধু নিজের কথা ভাবে। অন্যের কথা চিন্তা করে না। এই কারণেই ঈশ্বর আমাদের ষষ্ঠ আজ্ঞা প্রদান করেছেন। ব্যভিচার হলো বিবাহের বাইরে অন্যায় ভাবে যৌন শক্তিকে ব্যবহার করা। ব্যভিচার মানুষকে পশু করে তোলে।

শিক্ষক আরেকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে ৩২-৩৩ পৃষ্ঠার পরস্ত্রীতে লোভ করবে না পাঠটি পড়তে দিবেন। সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং পাঠটি অনুসরণ করবে। পরে শিক্ষক নবম আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিবেন। বিবাহিত জীবনে প্রতিটি স্বামী স্ত্রী পরস্পর বিশ্বস্ত থাকবে। কেউ যদি অন্য পুরুষ বা নারীর দিকে লালসার দৃষ্টি নিয়ে তাকায় তবে পাপ হয়। আমরা পঞ্চম পাঠে রাজা দাউদের কাহিনী থেকে রাজা দাউদের লোভ থেকে পাপ এবং পাপ থেকে শাস্তি সম্বন্ধে জেনেছি। তাই ঈশ্বর আমাদের সচেতন করে দেন আমরা যেন ব্যভিচার না করি এবং পরস্ত্রীতে লোভ না করি। আমরা যেন পবিত্রভাবে জীবন যাপন করি। এজন্য প্রার্থনা করতে হবে।

নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ষষ্ঠ আজ্ঞায় কী বলা হয়েছে?	ব্যভিচার করবে না।
২. ব্যভিচার অর্থ কী?	অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা।
৩. ষষ্ঠ আজ্ঞায় কী শিক্ষা পাই?	নারীকে নারী ও পুরুষকে পুরুষের সম্মান দিয়ে গ্রহণ করি।
৪. নবম আজ্ঞায় কী বলা হয়েছে?	পরস্ত্রীতে লোভ করবে না।
৫. কীভাবে বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা নষ্ট হয়?	অন্য স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি লালসার দৃষ্টিতে তাকালে।
৬. আমরা কীভাবে পবিত্র হতে পারি?	ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো পালন করে এবং প্রার্থনা করে।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. ষষ্ঠ আজ্ঞায় কী বলা হয়েছে?
২. ব্যভিচার অর্থ কী?
৩. ষষ্ঠ আজ্ঞায় কী শিক্ষা পাই?
৪. নবম আজ্ঞায় কী বলা হয়েছে?
৫. কীভাবে বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা নষ্ট হয়?
৬. আমরা কীভাবে পবিত্র হতে পারি?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বোঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

আমরা কীভাবে পবিত্র হতে পারি লেখ।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : চুরি করবে না ও পরের দ্রব্যে লোভ করবে না।

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৩২ ও ৩৩ প্রতিবেশীর ---------- লাভ করে।
এই আজ্ঞায় ---------- নিতে পারি।

শিখনফল

৬.১.৪ সপ্তম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.৫ দশম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, চুরি করছে এমন ছবি এবং আদালতে বিচারের ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

ক) শিক্ষক একটি ঘটনা গল্পের আকারে বলতে পারেন। একটি মেয়ে শ্রেণিকক্ষে ডেস্কের উপর তার সুন্দর একটি পেন্সিল বক্স রেখে চলে গেল। পরে একজন ছেলে এসে সেই পেন্সিল বক্সটি তুলে নিল। নেওয়ার পর তার মনে প্রশ্ন জাগল, সে এটি নিবে, কি নিবে না। কারণ এটি তো তার নয়। অন্য কারও। তোমরা যদি ছেলেটির জায়গায় হতে তাহলে তোমরাও কি একই রকম ভাবতে। তোমরা কি মনে কর ছেলেটি পেন্সিল বক্সটি চুরি করবে? (শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে করতেও পারে আবার নাও করতে পারে।)

শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।

খ) শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে ৩২ পৃষ্ঠার "চুরি করবে না" পাঠটি পড়তে দিবেন। সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং পাঠটি অনুসরণ করবে। পরে শিক্ষক সপ্তম আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষক আরেকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে ৩২ পৃষ্ঠার "মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না" পাঠটি পড়তে দিবেন। সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে। পরে অন্যজনকে দিয়ে ৩৩ পৃষ্ঠার 'পরের দ্রব্যে লোভ করবে না' পাঠটি পড়তে দিবেন। সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে।

নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. সপ্তম আজ্ঞাটি কী?	চুরি করবে না।
২. চুরি বলতে কী বোঝায়?	অন্যের জিনিস না বলে নেয়া ।
৩. ঈশ্বর চুরি করতে নিষেধ করেন কেন?	কারণ চুরি হলো প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার বিরুদ্ধে কাজ।
৪. চুরি করা জিনিস কী করতে হবে?	ফেরৎ দিতে হবে।
৫. অন্য আর কী করলে চুরির সমান পাপ হয়?	নকল করলে, কাউকে ঠকালে, অন্যের জিনিস নিয়ে ফেরৎ না দিলে।
৬. সপ্তম আজ্ঞায় আমরা কী শিক্ষা পাই?	ব্যক্তি মালিকানা ও অন্যের সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
৭. দশম আজ্ঞাটি কী?	পরের দ্রব্যে লোভ করবে না
৮. লোভ বলতে কী বুঝানো হয়েছে? বাসনা বা আকর্ষণ তাই হলো লোভ।	যে জিনিস আমার নয় তা পাবার জন্য যে তীব্র
৯. লোভের কারণে অনেক সময় সমাজে কী দেখা যায়?	অন্যায়, অপরাধ ও অন্যায্যতা দেখা যায়।
১০. দশম আজ্ঞা আমাদের কোন বিষয়ে সচেতন করে?	অন্যের জিনিসের প্রতি যেন লোভ না করি বরং আমার যা আছে তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারি।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. সপ্তম আজ্ঞাটি কী?
২. অন্য আর কী করলে চুরির সমান পাপ হয়?
৩. সপ্তম আজ্ঞায় আমরা কী শিক্ষা পাই?
৪. দশম আজ্ঞাটি কী?
৫. লোভ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৬. দশম আজ্ঞা আমাদের কোন বিষয়ে সচেতন করে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বোঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. চুরি বলতে কী বুঝ?
২. পরের দ্রব্যে লোভ করবে না - আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ৪

পাঠের শিরোনাম : মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না ও দশ আজ্ঞা পালন করার সুফল।

পাঠ ৪ পৃষ্ঠা ৩২ ও ৩৩ ঈশ্বর এই ---------- যাপন করা।
পূর্বেই ---------- কর্তব্য।

শিখনফল

৬.১.৫ অষ্টম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তক, আদালতের বিচার, সভার ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

ক) শিক্ষক পূর্ব পাঠের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে আজকের পাঠ ঘোষণা করার আগে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু প্রশ্ন করবেন।

১. তোমরা কি কখনো মিথ্যা কথা বলেছ? (হ্যাঁ/ না)

২. কেন মিথ্যা কথা বলেছ? (নিজেকে বাঁচাতে)

৩. মিথ্যা সাক্ষ্য মানুষ কখন /কোথায় দেয়?(আদালতে/ বিচার সভায়)

শিক্ষক বাইবেলের সুজান্নার গল্পটি বলতে পারেন (দানিয়েল ১৩:১-৬৩) দুইজন প্রবীণ সুজান্নার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে ; কারণ সুজান্না তাদের কুপ্রস্তাবে রাজি হয়নি বলে তারা তার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। আজ আমরা পড়ব অষ্টম আজ্ঞা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। মিথ্যা বললে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। এমনকি সমাজও নষ্ট হয়ে পড়ে।

আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।

খ) শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে ৩২ পৃষ্ঠার "মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না" পাঠটি পড়তে দিবেন। সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং পাঠটি অনুসরণ করবে। পরে শিক্ষক অষ্টম আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন, তোমরা কী মনে কর ঐ দুই জন প্রবীণের মতো আমাদের সমাজে অনেক মিথ্যাবাদী আছে? শিক্ষার্থীদের বুঝাতে চেষ্টা করুন যে বর্তমান পৃথিবীতে আমরা মিথ্যা কথা বলার জালে এত বেশি জড়িয়ে পড়ছি যে, মিথ্যাকে আমরা জীবনের একটি দিক হিসেবে মেনে নিই। অনেক সময় আমরা মন্দ কাজের দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত হই যে নিজেরাই বুঝতে পারি না এটা মন্দ। অষ্টম আজ্ঞায় ঈশ্বর আমাদের সর্বদা সত্য বলতে অনুপ্রাণিত করেন। সত্য বললে অনেক আনন্দ হয়। আর মিথ্যা বললে অশান্তি হয়। সদা সত্য কথা বলব ও সত্য পথে চলব। তবেই পিতা ঈশ্বর খুশি হবেন।

শিক্ষক আরেকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে ৩৩ পৃষ্ঠার দশ আজ্ঞা পালন করার সুফল পাঠটি পড়তে দিবেন। সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবে। পরে শিক্ষক জোর দিয়ে বলবেন দশ আজ্ঞা পালনের মধ্য দিয়ে আমরা সুখী ও সুন্দর এবং পবিত্র জীবন যাপন করতে পারব। এতে ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর সাথে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। আমরা স্বর্গীয় আনন্দে থাকতে পারব। আমাদের কর্তব্য আজ্ঞাগুলো মেনে চলা।

আজ আমরা কী শিক্ষা লাভ করেছি? (শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে)

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. অষ্টম আজ্ঞায় কী বলা হয়েছে?
২. আমরা কীভাবে মিথ্যাবাদী হই?
৩. সততা বলতে কী বুঝ?
৪. দশ আজ্ঞা মেনে না চললে আমাদের জীবন কেমন হয়?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বোঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর।

২. দশ আজ্ঞা পালনের ৫টি সুফল ও পালন না করার ৫টি কুফল লেখ এবং ছোট দলে সহভাগিতা কর।

সপ্তম অধ্যায়

পরিত্রাণ

সব মানুষ মুক্তি চায়। ইস্রায়েল জাতি মিশর দেশের দাসত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছিল আর তারা তা পেয়েছিল। পাপের দাসত্ব থেকে ঈশ্বর মানুষকে মুক্ত করবেন, একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠিয়ে দেবেন, এই প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর দিয়েছিলেন। সেজন্যে মানুষ দীর্ঘদিন একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায় দিন গুনছিল। অবশেষে প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা আসলেন, কিন্তু সব মানুষ তাঁকে চিনল না, তাঁকে গ্রহণও করল না। আমরা সেই মুক্তিদাতার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু মুক্তি বা পরিত্রাণের অর্থ, এর ফল ও তাৎপর্য আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হওয়া দরকার।

পবিত্রাণ বা মুক্তির অর্থ

মুক্তি বা পরিত্রাণ কথাটির সাধারণ অর্থ হলো কোন বিপদ বা দুরবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া বা উদ্ধার লাভ করা। এর অর্থ কোনো ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে নিরাপদ অবস্থায় আশ্রয় নেয়া। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে পরিত্রাণ বা মুক্তি বলতে আমরা বুঝে থাকি পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া ও স্বর্গে যাওয়ার সুযোগ লাভ করা।

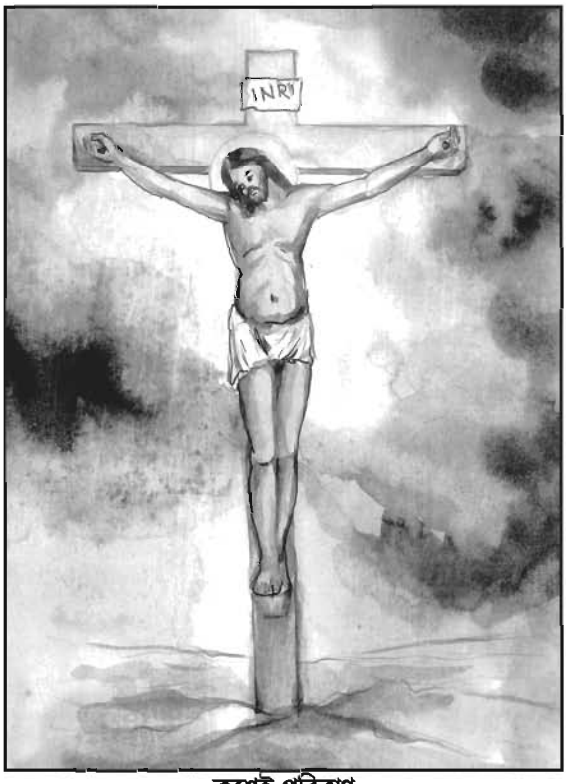

ক্রুশেই পরিত্রাণ

আমাদের আদি পিতামাতার পাপের ফলে গোটা মানবজাতির স্বর্গে প্রবেশের দ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি একজন মুক্তিদাতাকে পাঠিয়ে দেবেন। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখতে পাই মোশী ইস্রায়েল জাতিকে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। নতুন নিয়মে আমরা দেখি, মানুষের অপেক্ষার দিন শেষ হয়েছে যখন আকাঙ্ক্ষিত

মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্ট পৃথিবীতে আসলেন। তিনি এসে তাঁর নিজের জীবনকে মুক্তিমূল্য (মুক্তিপণ) দিয়ে আমাদের জন্য পরিত্রাণ বা মুক্তি এনেছেন। পাপের কারাগার থেকে তিনি আমাদের ফিরিয়ে এনেছেন।

পরিত্রাণের (মুক্তির) ফল

এবার আমরা দেখব মুক্তির ফল কী। বিশ্বাসের জীবনে প্রত্যেক মানুষ মুক্তি পেতে চায়। আদম হবার পাপের ফলে মানুষ যে–পাপে কলুষিত হয়েছে, মানুষ সেই কলুষতা থেকে মুক্তি পেতে চায়; ঐশ কৃপায় পরিশুদ্ধ হতে চায়। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ার সময়কে বলা হয় মুক্তির ইতিহাস। আমরা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে মুক্তির পথে অগ্রসর হই। যীশুকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করলে আমাদের জীবন ও হৃদয়ের পরিবর্তন হতে শুরু করে। এই পরিবর্তন পৃথিবী, আমাদের জীবন এবং স্বর্গেও লক্ষ করা যায়।

মুক্তিলাভের ফলে আমাদের জীবনে যে ফল আমরা লাভ করি নিচে তা তুলে করা হলো :

১। আমরা মুক্তিলাভ করলে স্বর্গে অনেক আনন্দ হয়। "যাদের মন ফেরানোর প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, তার চেয়েও ঢের বেশি আনন্দ হয় যখন একজন পাপী মন ফেরায়" (লূক ১৫:৭);
২। পুত্রকে বিশ্বাস করে আমরা শাশ্বত জীবন লাভ করি;
৩। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা লাভ করি;
৪। পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করি এবং সাহসী হয়ে উঠি;
৫। পাপের ক্ষমা লাভ করি এবং ঐশকৃপায় পূর্ণ হই;
৬। মুক্তি লাভের মাধ্যমে আমরা পবিত্র হই ও স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হই;
৭। পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত হওয়ার আশা পাই;
৮। আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে গণ্য হই। তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় ও গভীর হয়;
৯। যীশু খ্রিষ্টকে আমরা মুক্তিদাতা প্রভু হিসেবে পূর্ণভাবে গ্রহণ করি;
১০। মুক্ত মানুষ হিসেবে আমরা অন্তরে শান্তি ও আনন্দ লাভ করি।

তবে সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের থাকতে হবে গভীর বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা। মুক্তিলাভ একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই মুক্তির পথে চলার জন্য সব সময় আমাদের সচেতন থাকতে হবে। পবিত্র আত্মার প্রেরণা অনুসারে পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে।

মুক্তিদাতার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

মানবজাতি দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষা করছিল একজন মুক্তিদাতার আগমনের জন্য। এ বিষয়ে পুরাতন নিয়মে প্রবক্তাগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে বলা হয়েছে: "অন্ধকারে পথ চলছিল যারা, সেই জাতির মানুষেরা দেখেছে এক মহান আলোক; ছায়াচ্ছন্ন দেশে যারা বাস করছিল, তাদের ওপর ফুটে উঠেছে একটি আলো। . . . কেননা যে জোয়ালের ভার তাদের ওপর চেপে বসেছিল, যে জোয়াল তাদের কাঁধের ওপর দুর্বহ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের নির্যাতকের সেই যে বেতখানি, সবই তুমি ভেঙে ফেলেছ, যেমনটি ভেঙে ছিলে মিদিয়ানে সেই পরাজয়ের দিনে। . . . কেননা আমাদের জন্যে একটি শিশু যে জন্ম নিয়েছেন, একটি পুত্রকে আমাদের হাতে যে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাঁধের ওপর রাখা হয়েছে সব–কিছুর আধিপত্য ভার। তাঁকে ডাকা হবে অনন্য পরিকল্পক, পরাক্রমী ঈশ্বর, শাশ্বত পিতা, শান্তিরাজ, এমনি নামে" (ইসা ৯: ১, ৩, ৫)।

নতুন নিয়মে আমরা দীক্ষাগুরু যোহনের মুখে শুনতে পাই: "আমি তো জলেই অবগাহন করিয়ে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করি: তা করি যাতে তোমাদের মনের পরিবর্তন হয়। তবে যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; তাঁর জুতো জোড়া বইবার যোগ্যতাও আমার নেই। তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতেই অবগাহন করিয়ে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন" (মথি: ৩:১১)

পরিত্রাণের তাৎপর্য

আমাদের পরিত্রাণের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো এই যে ঈশ্বর আমাদের নিঃশর্তভাবে ভালোবাসেন। এদেন বাগানে আদম ও হবার পাপের পর মানুষকে তিনি চরম শাস্তি দিতে পারতেন। স্বর্গের দরজা চিরকালের মতো বন্ধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি বরং তিনি মানুষকে মুক্ত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। যথাসময়ে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়ে মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করলেন, ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন এবং মৃত্যুকে জয় করে মানুষকে পাপ ও শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করলেন। পুত্রের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে পিতা বলে ডাকার অধিকার দিলেন। এতে আমরা ঈশ্বরের মহান ভালোবাসার পরিচয় পেলাম।

কী শিখলাম

আমাদের আদি পিতামাতার পাপের ফলে স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। মুক্তিদাতার আগমনের জন্য প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এখন আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি। শয়তানের কবল থেকে মুক্ত হয়েছি।

পরিকল্পিত কাজ

বাস্তব জীবনে মুক্তি বা পরিত্রাণের অনুভূতি ছোট দলে সহভাগিতা কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) ত্রাণকর্তা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ..... ।
খ) খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে পরিত্রাণ অর্থ ..... থেকে মুক্ত হওয়া ।
গ) আমাদের প্রতীক্ষিত মুক্তিদাতার নাম ..... ।
ঘ) ইস্রায়েল জাতি ..... দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেছিল।
ঙ) যীশুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে ..... বলে ডাকার অধিকার দিয়েছেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। পুত্রকে বিশ্বাস করে আমরা	ক। চলমান প্রক্রিয়া।
খ। পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে	খ। স্বর্গে যাই।
গ। "অন্ধকারে পথ চলছিল যারা,	গ। মুক্তির ইতিহাস।
ঘ। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ার সময়কে বলা হয়	ঘ। শাশ্বত জীবন লাভ করি।
ঙ। মুক্তি লাভ একটি	ঙ। আমরা সাহসী হয়ে উঠি।
	চ। সেই জাতির মানুষেরা দেখেছে এক মহান আলোক।"

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ মুক্তিদাতার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন কোন প্রবক্তা

(ক) ইসাইয়া (খ) মিখা (গ) হগয় (ঘ) যোনা।

৩.২ বিশ্বাসের জীবনে প্রত্যেক মানুষ কী পেতে চায়?

(ক) জীবনের নিশ্চয়তা (খ) সুখী জীবন (গ) মুক্তি (ঘ) ভালোবাসা

৩.৩ মুক্ত মানুষ হিসেবে আমরা অন্তরে কী লাভ করি?

(ক) প্রেম ও দয়া (খ) সাহস ও শক্তি (গ) বিশ্বাস ও আশা (ঘ) শান্তি ও আনন্দ।

৩.৪ "পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতেই অবগাহন করিয়ে তিনি তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন?" এই উক্তি কার সম্পর্কে করা হয়েছে?

(ক) দীক্ষাগুরু যোহন (খ) প্রবক্তা ইসাইয়া (গ) মুক্তিদাতা যীশু (ঘ) পবিত্র আত্মা

৩.৫ মুক্তি লাভের জন্য প্রয়োজন?

(ক) গভীর বিশ্বাস, ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা (খ) ক্ষমা লাভ ও ক্ষমা করা

(গ) পবিত্র আত্মার প্রেরণা (ঘ) বিশ্বাস ও প্রেম।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। যীশু আমাদের কার কবল থেকে রক্ষা করেছেন?

খ। আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য যীশু কী মুক্তিপণ দিয়েছেন?

গ। কাদের পাপের ফলে স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

ঘ। মুক্তিলাভের জন্য আমাদের কী থাকতে হবে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) মুক্তিলাভের ফলে আমাদের জীবনে কী হয় লেখ।

খ) দীক্ষাগুরু যোহন যীশু সম্পর্কে কী বলেছিলেন?

গ) পরিত্রাণের তাৎপর্য লেখ।

পরিত্রাণ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ পরিত্রাণ / মুক্তির অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৭.২ বাইবেলে মুক্তিদাতার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

৭.১.১ পরিত্রাণের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৭.১.২ পরিত্রাণের ফল বর্ণনা করতে পারবে ।

৭.২.১ বাইবেলে মুক্তিদাতার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করতে পারবে ।

৭.২.২ মুক্তি / পরিত্রাণের তাৎপর্য উপলব্ধি করবে।

পাঠ বিভাজন ৫টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : পরিত্রাণ বা মুক্তির অর্থ

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭ মুক্তি বা পরিত্রাণ ---------- এনেছেন।

শিখনফল

৭.১.১ পরিত্রাণের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, একটি ক্রুশ / যীশুর ক্রুশে মৃত্যুর ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পৃথিবীতে প্রথম পাপ এসেছিল কাদের মধ্য দিয়ে?	আমাদের আদি পিতামাতা আদম হবার মধ্য দিয়ে।
২. মানুষকে পাপের অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল?	তাঁর একমাত্র পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠাবেন।
৩. মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্য কী ছিল?	মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত / পরিত্রাণ করা।

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন। সংক্ষেপে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দেবেন, তারা সকলেই মুক্তিদাতার আগমনের কারণ, যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে অবগত আছে। মুক্তির ইতিহাসে আমরা দেখি ইস্রায়েল জাতি মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল। মানুষ পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়। আর তাই তো ঈশ্বর মানুষকে পাপের অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অবশেষে সেই মুক্তিদাতা যখন আসলেন মানুষ কিন্তু তাঁকে চিনতে পারল না। পরে ক্রুশটি দেখিয়ে / যীশুর ক্রুশে মৃত্যুবরণের ছবি দেখিয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
২. আমাদের মুক্তিদাতার নাম কী ?	যীশু খ্রিষ্ট।
৩. মুক্তি / পরিত্রাণের অর্থ কী?	বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া বা উদ্ধার লাভ করা।
৪. খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে পরিত্রাণ বলতে কী বোঝায়?	পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা।
৩. কাদের পাপের ফলে গোটা মানব জাতি স্বর্গে যাওয়ার পথ হারায়?	আমাদের আদি পিতামাতার পাপের ফলে।
৫. পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?	আমাদের জন্য একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন।
৭. মোশী ইস্রায়েল জাতিকে কী থেকে মুক্ত করেছিল?	মিশরের দাসত্ব থেকে।
৮. নতুন নিয়মে মানুষ কার অপেক্ষায় ছিল?	মুক্তিদাতা যীশুর।
৯. যীশু এসে কী করেছেন?	নিজের জীবন দিয়ে মানবের মুক্তি এনেছেন।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন। অনুশীলনীর প্রশ্ন ব্যবহার করতে পারেন বা পড়া থেকেও প্রশ্ন করতে পারেন।

১. মুক্তি / পরিত্রাণের অর্থ কী?
২. খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে পরিত্রাণ বলতে কী বোঝায়?
৩. পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?
৪. যীশু এসে কী করেছেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে পরিত্রাণ বলতে কী বোঝায়?
২. একটি ক্রুশ অঙ্কন কর।

পাঠ ৩

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৩৭ এবার আমরা ---------- করতে হবে।

শিখনফল

৭.১.২ পরিত্রাণের ফল বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, মুক্তি লাভের ফলগুলোর একটি চার্ট।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর শিক্ষক তাদের স্মরণ করিয়ে দিবেন যে, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে তারা মুক্তিদাতার আগমন ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে পড়েছে। তাদের মনে আছে কি না তা শিক্ষক যাচাই করে নিবেন। এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষক নিম্নলিখিত একটি কাল্পনিক অভিজ্ঞতা করাতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চোখ বন্ধ করে মনে মনে কল্পনা করতে বলুন, তারা একটি নৌকায় চড়ে আছে। সাগরটি দেখতে কালো কুৎসিত দেখাচ্ছে কারণ এটা হলো পাপের সাগর। হাঙ্গার নৌকার চারদিকে ঘুরছে আর নৌকাটি উল্টে দেয়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎ করে বাতাস খুব জোরে বইতে শুরু করল এবং বড় বড় ঢেউ হতে লাগল। একসময় নৌকাটি কালো সাগরে ডুবে গেল। তোমরা সবাই সেই পাপের সাগরে ডুবে যাচ্ছ। বাঁচার চেষ্টা করছো কিন্তু পারছো না। চিৎকার করে সাহায্য চাচ্ছ কিন্তু কেউ সাহায্য করার জন্য আসছে না। হাঙ্গারগুলো তোমাদের দিকে ছুটে আসছে। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ এবং আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছ। ... ডুবে যাচ্ছ ...। হঠাৎ দেখতে পেলে উজ্জ্বল আলোর মধ্য দিয়ে যীশু হাত বাড়িয়ে তোমাদের সবাইকে বাঁচাতে আসলেন। যীশুর নৌকার মতো বড় ক্রুশ নিয়ে এসেছেন। তোমরা সবাই যীশুর ক্রুশের ওপর বসে তীরে চলে এলে এবং হাঙ্গারগুলো যীশুকে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে তোমরা সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে এসে পৌঁছালে।

এবার কাল্পনিক অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করতে দিন। পাঠ্যবই থেকে পাঠটি পড়তে দিন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমরা যখন নৌকা থেকে পাপের সাগরে পড়ে গেলে তখন তোমাদের কেমন লেগেছিল?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
২. যীশু যখন তোমাদের বাঁচিয়ে নিয়ে আসল তখন তোমাদের কেমন লেগেছিল?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে
৩. মুক্তির ফল কী?	আনন্দ, শান্তি
৪. মুক্তি লাভ করলে আমাদের জীবনে কী ফল পাই?	আনন্দ. শাশ্বত জীবন, নিরাপত্তা, সাহসী হই, পাপের ক্ষমা পাই ও ঐশ কৃপায় পুর্ণ হই।
৫. মুক্তি লাভের জন্য আমাদের সবসময় কী থাকতে হবে?	গভীর বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা থাকতে হবে ও সচেতন থাকতে হবে।
৬. মুক্তি লাভ একটি কী?	চলমান প্রক্রিয়া।

ব্যাখ্যা : বিশ্বাসের জীবনে প্রত্যেক মানুষ মুক্তি পেতে চায়। আদম হবার পাপের ফলে মানুষ যে পাপে কলুষিত হয়েছে, সেই কলুষতা থেকে মানুষ মুক্তি পেতে চায়। যুগে যুগে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হয়েই মুক্তির পথে অগ্রসর হই। যীশুকে মুক্তিদাতা রূ পে গ্রহণ করলে আমাদের জীবনে ও হৃদয়ে পরিবর্তন হয়।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. মুক্তির ফল কী?
২. মুক্তি লাভ করলে আমাদের জীবনে কী ফল পাই?
৩. মুক্তি লাভের জন্য আমাদের সবসময় কী করতে হবে?
৪. মুক্তি লাভ একটি কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১.শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২.পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পরেন।
৩.শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বোঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. বাস্তব জীবনে মুক্তি লাভ বা পরিত্রাণের অনুভূতি ছোট দলে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৪

পাঠের শিরোনাম : মুক্তিদাতার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

পাঠ ৪ ও ৫ পৃষ্ঠা ৩৮ মানবজাতি ---------- পরিচয় পেলাম।

শিখনফল

৭.২.১ বাইবেলে মুক্তিদাতার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করতে পারবে।
৭.২.২ মুক্তি / পরিত্রাণের তাৎপর্য উপলব্ধি করবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

ক) শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্ব পাঠের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে নিয়ে, শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, মানুষ অনেকবার পাপের ফলে ঈশ্বরের কাছ থেকে যতবার দূরে যায় ঈশ্বর ততবারই তাদের আশার আলো দেখান। তাই তো তিনি প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি শুনিয়েছেন। যুগের পর যুগ তা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের অন্তরে আশা ও সান্তনা জাগিয়ে তুলেছে। প্রবক্তাগণ বলতেন ঈশ্বর বিশ্বাসীরা পরিত্রাণ পাবেই। একদিন এই পৃথিবীর বুকে একজন মুক্তিদাতার আবির্ভাব ঘটবেই। সেই মুক্তিদাতা মঙ্গলময় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেনই করবেন। সেই থেকে মানুষ একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায় ছিল। এই বিষয়ে পুরাতন নিয়মে প্রবক্তাদের ভবিষ্যৎদ্বাণী সম্বন্ধে জানতে পারব।

গ) শিক্ষক বাইবেল থেকে ইসাইয়া ৯: ১-৫ পদ একজনকে পড়তে দিবেন নতুবা পাঠ্যপুস্তক থেকে ৩৮ পৃষ্ঠার 'মুক্তিদাতার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ' অনুচ্ছেদ পড়তে দেবেন এবং পড়ার পর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কোন প্রবক্তার বাণী গ্রন্থ থেকে পাঠটি শুনলাম?	প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণী গ্রন্থ।
২. প্রবক্তা ইসাইয়া কার সম্বন্ধে ভবিষ্য দ্বাণী করেছিলেন?	মুক্তিদাতা যীশু সম্বন্ধে।
৩. যে শিশুটি জন্ম নিয়েছেন তাঁর কাঁধের উপর কী রাখা হয়েছে?	সব কিছুর আধিপত্যের ভার।
৪. তাঁকে কী নামে ডাকা হবে?	অনন্য পরিকল্পক, পরাক্রমী ঈশ্বর, শাশ্বত পিতা, শান্তিরাজ ইত্যাদি।
৫. নতুন নিয়মে দীক্ষাগুরু যোহনের মুখে কী শুনতে পাই?	মথি ৩: ১-১১ একজনকে দিয়ে পড়ান বা পাঠ্যপুস্তক থেকে ৩৮ পৃষ্ঠার যোহনের অংশটি পড়াবেন।
৬. যোহন এ কথাগুলো কার উদ্দেশ্যে বলেছেন?	যীশুর উদ্দেশ্যে।

এরপর শিক্ষক সংক্ষেপে পরিত্রাণের তাৎপর্য সম্বন্ধে বলবেন। ঈশ্বর আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন। আদম হবা পাপ করলেও তাদের জন্য স্বর্গ রাজ্যের দরজা বন্ধ করে দেন নাই। বরং তিনি বার বার মানুষকে ক্ষমা করেছেন। এমনকি একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়ে মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করেছেন। প্রভু যীশু মানুষের পাপের জন্য অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন এবং মৃত্যুকে জয় করে মানুষের জন্য স্বর্গের দরজা চিরকালের মতো খুলে দিয়েছেন।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. প্রবক্তা ইসাইয়া কার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিলেন?
২. দীক্ষাগুর যোহন যীশু সম্পর্কে কী বলেছেন?
৩. মুক্তিদাতার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কোন প্রবক্তা?
৪. কাদের পাপের ফলে স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বোঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. পরিত্রাণের তাৎপর্য লেখ।
২. বাইবেল থেকে আর কোন প্রবক্তা যীশুর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন খুঁজে বের করে খাতায় লেখ।

অষ্টম অধ্যায়

মুক্তিদাতা যীশু

দীর্ঘদিন মানবজাতি একজন মুক্তিদাতায় অপেক্ষায় ছিল। কারণ ঈশ্বর প্রবক্তাদের মাধ্যমে বলেছিলেন, তিনি মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন। যথাসময়ে মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্টের জন্ম হলো। অতি দীন বেশে গোয়াল ঘরে তাঁর জন্ম হলো। মানুষকে উদ্ধার করার জন্য তিনি সীমাহীন যন্ত্রণাভোগ করে ক্রুশের ওপর মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু মৃত্যুই তাঁর শেষ নয়, মৃত্যুর তিন দিন পর তিনি পুনরুত্থিত হলেন। মৃত্যুকে জয় করে তিনি মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন।

যীশুর মর্মবেদনা

যীশুর নতুন ধরনের কথা শুনে, তাঁর জীবন ও আশ্চর্য কাজগুলো দেখে অগণিত মানুষ দিন দিন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। তা দেখে ইহুদি ধর্মনেতা ও ফরিসিরা তাঁর ওপর খুব ক্ষেপে উঠেছিল। যীশুকে মেরে ফেলার জন্যে তারা নানারকম ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় রইল। শেষ পর্যন্ত যীশুর একজন অন্যতম শিষ্য, যুদাস (যিহুদা), ত্রিশটি রূপার টাকার বিনিময়ে যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে দিল। যীশু কিন্তু সবকিছু জানতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটি ভোজের আয়োজন করেছিলেন। ভোজের শেষে তিনি শিষ্যদের নিয়ে গেৎসিমানি বাগানে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি শিষ্যদের বললেন "তোমরা এখানে বস, আমি ততক্ষণ প্রার্থনা করে আসি।" সঙ্গে তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে নিয়ে গেলেন। এই সময় তিনি আশঙ্কায় উদ্বেগে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁদের বললেন, "দুঃখে আমি যেন মরতে বসেছি! তোমরা এখানে বরং অপেক্ষা কর আর জেগেই থাক!" তিনি তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন,"আব্বা! পিতা, তোমার পক্ষে তো সবই সম্ভব। এখন এই পানপাত্রটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও! তবুও আমি যা চাই, তা নয়–তুমিই যা চাও, তাই হোক!"

তারপর ফিরে এসে তিনি দেখলেন, শিষ্যেরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। পিতরকে তিনি বললেন : "সিমোন, তুমি কি ঘুমোচ্ছ? একঘণ্টাও কি আমার সঙ্গে জেগে থাকতে পারলে না! তোমরা জেগে থাকো আর প্রার্থনা কর, যাতে প্রলোভনে না পড়। মনে উৎসাহ আছে বটে, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ যে বড় দুর্বল!" তারপর আবার সেখান থেকে গিয়ে তিনি সেই একই কথা বলে প্রার্থনা করলেন। তারপর আবার ফিরে এসে দেখলেন, শিষ্যেরা

আবারও ঘুমিয়ে পড়েছেন: তাঁদের চোখের পাতা যে ভারী হয়ে উঠেছিল। তাঁরা তাঁকে যে কী উত্তর দেবেন, তা ভেবেই পেলেন না। তৃতীয়বার যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন তাঁদের বললেন: "সে কি, তোমরা এখনো ঘুমোচ্ছ! এখনো বিশ্রাম করছো! না, যথেষ্ট হয়েছে। সময় এসে গেছে। দেখ, এবার মানবপুত্রকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারপর পূর্ব পরিকল্পনামত যুদাস এসে যীশুকে চুম্বন করল এবং শত্রুরা যীশুকে গ্রেপ্তার করল। মহাসভায় যীশুর বিচার হলো। শেষ পর্যন্ত তাঁর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। যীশু নীরবে সব অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করলেন (মার্ক : ১৪: ৩২–৪২)।

প্রভু যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু

পিলাতের বিচারে সিদ্ধান্ত হলো যে যীশুর শাস্তি ক্রুশীয় মৃত্যুদণ্ড। তখন শত্রুরা যীশুর কাঁধে একটি অতি ভারি ক্রুশ চাপিয়ে দিল। যীশুর মাথায় পরিয়ে দিল একটি কাঁটার মুকুট। নানাভাবে তারা তাঁকে নির্যাতন করতে লাগল। কাঁটার মুকুট পরানো মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগল, মুখে থুথু দিল, অকথ্য ভাষায় তাঁকে গালিগালাজ করল, চড়থাপ্পড় মারতে লাগল, 'ইহুদিদের রাজা' বলে অপমান ও উপহাস করতে লাগল। যীশু নীরব থাকলেন। এভাবে মারতে মারতে তারা যীশুকে নিয়ে চলল কালভেরী পর্বতের দিকে। কষ্টে জর্জরিত হয়ে পথে যীশু তিনবার পড়ে গেলেন। শত্রুরা টেনে হিঁচড়ে তাঁকে তুলল ও ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করল। তাঁর গা থেকে অঝোরে রক্ত ঝরতে লাগল। নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে যীশু শেষ পর্যন্ত কালভেরী পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেখানে পৌঁছে দুইজন চোরের মাঝখানে রেখে শত্রুরা যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করল। ক্রুশের উপর তিনি তিন ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করলেন। তারপর তিনি ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করলেন।

নির্দোষ যীশুর এমন করুণ মৃত্যু কেন হলো? ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতেই যীশু মানুষ হয়ে এসেছিলেন। মানুষকে পাপ ও শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যীশু ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। ক্রুশে মৃত্যু বরণের পর ক্রুশ থেকে নামিয়ে যীশুকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। আরিমাথিয়ার যোসেফ নামে একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তিনি যীশুকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে ক্ষোম বস্ত্রে তাঁকে জড়ালেন। তারপর পাহাড়ের গায়ে কেটে নেওয়া একটি সমাধিগুহায় তাঁকে সমাহিত করলেন। একখানা পাথর গড়িয়ে সমাধির মুখটি বন্ধ করে দেয়া হলো।

প্রভু যীশুর পুনরুত্থান

মাগদালার (মগ্দলিনী) মারিয়া, যাকোবের মা মারিয়া আর সালোমে জানতেন যীশুকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছিল। যীশুর গায়ে সুগন্ধি লেপনের জন্য রবিবার দিন সকালে সূর্য

উঠার আগেই তাঁরা যীশুর সমাধিস্থানে এলেন। তাঁরা বলাবলি করছিলেন কীভাবে তাঁরা সমাধিগুহার এত বড় পাথরখানি সরাবেন। কিন্তু সমাধির দিকে তাকাতেই তাঁরা লক্ষ করলেন পাথরখানি সরানো রয়েছে।

সমাধির ভিতরে ঢুকে তাঁরা দেখতে পেলেন দীর্ঘ শুভ্র পোশাক পরা একজন যুবক ডান দিকে বসে আছেন। তাঁরা ভয়ে চমকে উঠলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, "ভয় পেয়ো না; তোমরা তো নাজরেথের যীশুকেই খুঁজছ, যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল! তিনি কিন্তু পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি এখানে নেই। এই দেখ তাঁকে এইখানেই রাখা হয়েছিল! এখন যাও, তাঁর শিষ্যদের আর বিশেষ করে পিতরকে গিয়ে এই কথা জানাও : 'তিনি তোমাদের আগেই গালিলেয়ায় যাচ্ছেন। তোমরা সেখানেই তাঁর দেখা পাবে, তিনি তোমাদের যেমনটি বলেছিলেন!"

তখন তাঁরা দৌড়ে গেলেন শিষ্যদের কাছে। তাঁরা তাঁদের বললেন : 'ওরা প্রভুকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, কোথায় তাঁকে রেখেছে।' তখন পিতর ও যোহন দৌড়ে কবরের কাছে এলেন। তাঁরাও যীশুর সমাধিটি দেখলেন। কিন্তু যীশুকে সেখানে দেখলেন না। তখন তাঁদের মনে হলো যে, যীশু তাঁদের আগেই বলেছিলেন

তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করবেন।

রবিবার দিন সকালের দিকে পুনরুত্থান করার পর যীশু প্রথমে দেখা দিলেন মাগদালার মারি–য়ার কাছে। মারিয়া তখন এই খবর শিষ্যদের জানালেন। পরে যীশু অন্য শিষ্যদেরও কয়েকবার দেখা দিলেন। একবার তিনি এম্মাউস যাওয়ার পথে দুইজন শিষ্যের কাছে দেখা দিলেন। আর একবার শিষ্যেরা বন্ধ ঘরে একসঙ্গে ছিলেন। সেখানে সবার মাঝখানে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমাদের শান্তি হোক। এই কথা বলে তিনি তাদের ওপর ফুঁ দিলেন আর বললেন, তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যার পাপ ক্ষমা করবে, তার পাপ ক্ষমা করা হবে। যার পাপ ক্ষমা না করবে, তার পাপ ক্ষমা না করাই থাকবে। এভাবে তিনি বেশ কয়েকবার শিষ্যদের দেখা দিলেন। পুনরুত্থিত হয়ে যীশু মৃত্যু ও শয়তানের সমস্ত শক্তির উপর জয় প্রতিষ্ঠা করলেন। ঈশ্বরের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলেন। তিনি সকল মানুষের মুক্তিদাতা হলেন।

যীশুর স্বর্গারোহণ

পুনরুত্থানের পর যীশু চল্লিশ দিন এই পৃথিবীতে ছিলেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছেন। তিনি তাঁদের নানারকম নির্দেশ দান করেছেন। বিশেষ করে তিনি তাঁদের কাছে পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দেবার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একদিন যীশু শিষ্যদের গালিলেয়ার একটি পাহাড়ে যেতে বললেন। শিষ্যগণ সেখানে গেলেন। তাঁরা যীশুকে সেখানে দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানালেন। তখন যীশু তাঁদের কাছে এসে বললেন : "স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যাও : তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। তোমাদের যা–কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও। আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি।" এই বলে তিনি দুই হাত তুলে শিষ্যদের আশীর্বাদ করলেন। আশীর্বাদ করতে করতেই তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন। একটি মেঘবাহন এসে যীশুকে নিয়ে গেল। যীশু স্বর্গে উন্নীত হলেন। তাঁরা প্রণত হয়ে তাঁর আরাধনা করলেন। তারপর মহানন্দে জেরুসালেমে ফিরে এলেন। সেখানে শিষ্যেরা পবিত্র আত্মার অপেক্ষায় থাকলেন।

পুনরুত্থিত যীশু আমাদের নিত্য সঙ্গী

যীশু সশরীরে পুনরুত্থান করে আমাদের সাথে সর্বদা রয়েছেন। কিন্তু তাঁর দেহ আগের মতো নেই। তাঁর এই দেহ হলো গৌরবান্বিত দেহ। আমাদের জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন ঠিক যেন যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করি। আবার এর পরে আমরা

অভিজ্ঞতা লাভ করি যীশুর পুনরুত্থান। যেমন, আমরা যখন বহু কষ্ট করে পড়াশুনা করি বা এরকম কোনো কষ্টকর কাজ করি তখন যীশুর মতো আমরা যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাত্রা করি। কিন্তু যখন আমরা ভালোভাবে কৃতকার্য হই তখন পুনরুত্থিত যীশুই যেন

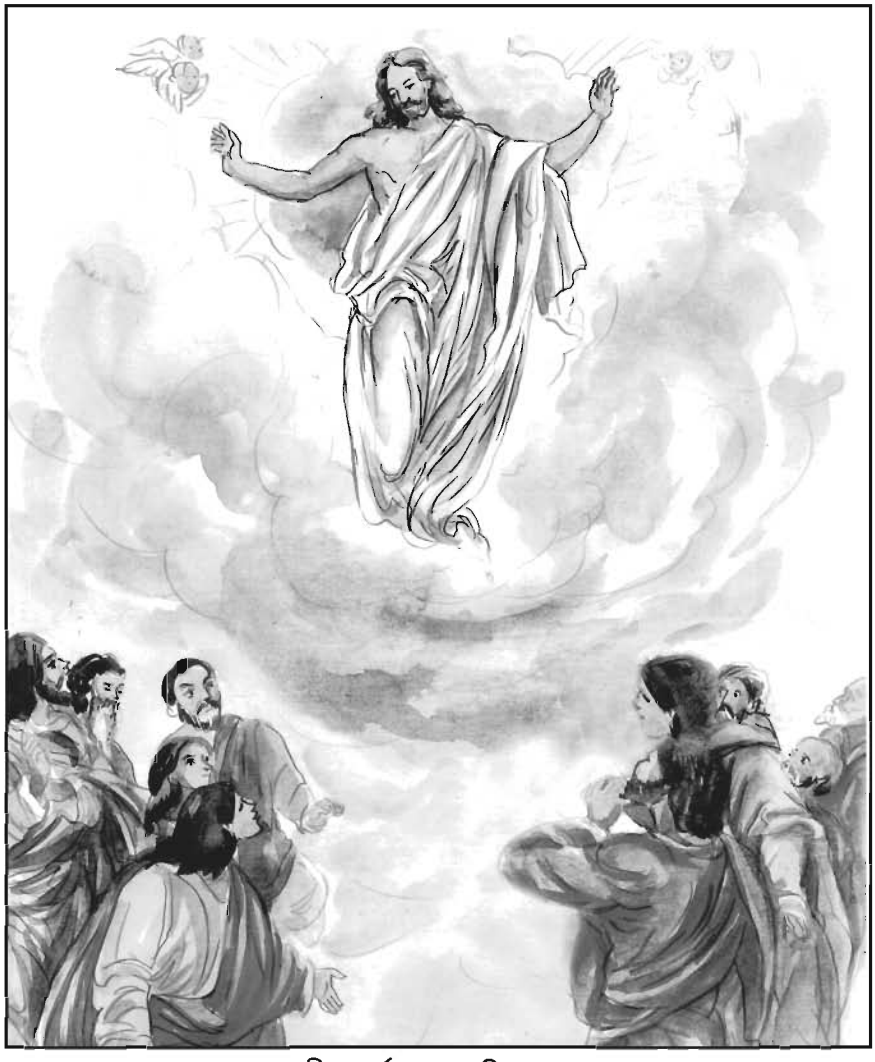

যীশুর স্বর্গারোহণ ও শিষ্যগণ

আমাদের সাথে থাকেন। এছাড়া, আমরা যখন কষ্ট করে পাপের প্রলোভনকে জয় করতে পারি তখন যীশুর পুনরুত্থানকেই নিজের জীবনে দেখতে পাই। কারও জন্য কষ্ট করে কোন ভালো কাজ করেও আমরা যে আনন্দ পাই তখন পুনরুত্থিত যীশুই আমাদের সাথে থাকেন। এভাবে পুনরুত্থিত যীশু স্বর্গে গেলেও প্রতিদিন তিনি আমাদের সাথেই রয়েছেন।

কী শিখলাম

যীশু আমাদের পরিত্রাণ সাধন করার জন্য এ জগতে এলেন। গেৎসিমানি বাগানে তাঁর মর্মবেদনা হলো; তিনি অসহনীয় যন্ত্রণাভোগ করে মৃত্যুবরণ করলেন; তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করলেন। অনেকবার তিনি প্রেরিতশিষ্যদের কাছে দেখা দিলেন। এরপর তিনি স্বর্গারোহণ করলেন। পুনরুত্থিত যীশু সর্বদা আমাদের সাথে রয়েছেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। ছোট দলে তোমার জীবনের এমন একটি ঘটনা সহভাগিতা কর যার মধ্য দিয়ে যাতনা, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ।

২। শূন্য কবরের পাশে পুনরুত্থিত যীশুর চিত্র অঙ্কন কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) যীশু যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন মানুষকে ..... করতে ।

খ) যীশুর কথা, আশ্চর্য কাজ দেখে ..... ও ফরিসিরা তাঁর ওপর খুব ক্ষেপে উঠেছিল ।

গ) যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিল ..... ।

ঘ) শেষ ভোজের পর যীশু শিষ্যদের নিয়ে ..... নামক স্থানে গিয়েছিলেন।

ঙ) পিলাতের বিচারে যীশুর শাস্তি হয়েছিল..... ।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। "এই পানপাত্রটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও!	ক। যীশু স্বর্গে উন্নীত হলেন।
খ। যীশু তাদের ওপর ফুঁ দিলেন আর বললেন,	খ। যীশুর পুনরুত্থান আমাদের জীবনে দেখতে পাই।
গ। একটি মেঘবাহনে চড়ে	গ। প্রতিদিন তিনি আমাদের সাথেই আছেন।
ঘ। আমরা প্রলোভনকে জয় করতে পারলে	ঘ। আমাদের পরিত্রাণ সাধন করলেন।
ঙ। পুনরুত্থিত যীশু স্বর্গে গেলেও	ঙ। তবুও আমি যা চাই, তা নয়, তুমিই যা চাও, তাই হোক!"
	চ। তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ মৃত্যুদণ্ড পাবার পর শত্রুরা যীশুর কাঁধে কী চাপিয়ে দিয়েছিল ?

(ক) বড় একটি পাথর (খ) কাঁটার মুকুট

(গ) বড় এক টুকরা কাঠ (ঘ) অতি ভারি একটি ক্রুশ।

৩.২ যীশু ক্রুশের ওপর কত ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন ?

(ক) দুই ঘণ্টা (খ) এক ঘণ্টা

(গ) তিন ঘণ্টা (ঘ) চার ঘণ্টা

৩.৩ কে যীশুকে ক্রুশ থেকে নামিয়েছিলেন ?

(ক) পিতর (খ) মাগদালার মারিয়া

(গ) আরিমাথিয়ার যোসেফ (ঘ) যাকোব।

৩.৪ পুনরুত্থিত যীশুর দেহ হলো ?

(ক) নশ্বর দেহ (খ) ক্ষতবিক্ষত দেহ

(গ) গৌরবান্বিত দেহ (ঘ) অমর দেহ

৩.৫ জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত কে আমাদের সঙ্গে থাকবেন?

(ক) পিতর (খ) যাকোব

(গ) যোহন (ঘ) যীশু ।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) কত টাকার বিনিময়ে যুদাস যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল ?

খ) শত্রুরা যীশুকে কী বলে উপহাস করেছিল?

গ) পুনরুত্থানের পর যীশু কাকে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন?

ঘ) যীশু তাঁর শিষ্যদের কার নামে মানুষকে দীক্ষাস্নাত করতে বলেছিলেন?

ঙ) পুনরুত্থানের কতদিন পর যীশু স্বর্গারোহণ করেছিলেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু সম্পর্কে লেখ ?

খ) যীশুর পুনরুত্থানের ঘটনাটি লেখ ।

গ) যীশুর স্বর্গারোহণের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

মুক্তিদাতা যীশু

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ মুক্তিদাতা যীশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

৮.১.১ গেৎসিমানি বাগানে যীশুর মর্মবেদনা বর্ণনা করতে পারবে।

৮.১.২ যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর বর্ণনা দিতে পারবে।

৮.১.৩ যীশুর পুনরুত্থান ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবে।

৮.১.৪ যীশুর স্বর্গারোহণ ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবে।

৮.১.৫ বাস্তব জীবনে পুনরুত্থানের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন ৫টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : যীশুর মর্মবেদনা

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৪১ -৪২ যীশুর নতুন ---------- সহ্য করলেন।

শিখনফল

৮.১.১ গেৎসিমানি বাগানে যীশুর মর্মবেদনা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, গেৎসিমানি বাগানে প্রার্থনারত যীশুর একটি ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক প্রথমে প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

১. তোমরা কি কেউ কখনো মৃত্যুযন্ত্রণা উপলব্ধি করেছ (যেমন, কঠিন অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি)? (হ্যাঁ/ না)

২. তুমি নিজে না করলেও এমন কাউকে সেই যন্ত্রণা পেতে দেখেছ? (শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে)

৩. যীশু কোথায় মর্মবেদনায় জর্জরিত হয়েছিলেন? (গেৎসিমানি বাগানে)

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন। শিক্ষক প্রথমে সংক্ষেপে গেৎসিমানি বাগানে যীশুর মর্মবেদনার কাহিনীটি শিক্ষার্থীদের বলবেন বা বাইবেল থেকেও পড়ে শোনাতে পারেন (মথি ২৬ঃ ৩৬-৪৯)। এবং পরে গেৎসিমানি বাগানে যীশুর মর্মবেদনায় প্রার্থনারত ছবিটি দেখিয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
২. যীশুর কী দেখে অগণিত মানুষ আকৃষ্ট হয়েছিল?	যীশুর নতুন কথা, আশ্চর্য কাজ ও তাঁর জীবন দেখে।
৩. যীশুর এসব আশ্চর্য কাজ দেখে কারা ক্ষেপে উঠেছিল?	ইহুদি ধর্মনেতা ও ফরিসিরা।
৪. ক্ষেপে গিয়ে তারা কী করতে লাগল?	যীশুকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করতে লাগল।
৫. কে যীশুকে ধরিয়ে দিল শত্রুদের হাতে?	যীশুর অন্যতম শিষ্য যুদাস।

৬. কত টাকার বিনিময়ে যুদাস যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে দিল?	ত্রিশটি রুপার টাকার বিনিময়ে।
৭. মৃত্যুর পূর্বে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কী আয়োজন করেছিলেন?	ভোজের আয়োজন করেছিলেন।
৮. ভোজের শেষে শিষ্যদের নিয়ে যীশু কোথায় গিয়েছিলেন?	গেৎসিমানি বাগানে।
৯. কোন তিনজন শিষ্যকে নিয়ে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন?	পিতর, যাকোব ও যোহনকে।
১০. যীশু শিষ্যদের কী করতে বলে গেলেন?	জেগে থাকো এবং প্রার্থনা কর, যাতে প্রলোভনে না পড়।
১১. যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যুদাস কী চিহ্ন ব্যবহার করেছিল?	যীশুকে চুম্বন করেছিল।
১২.মহাসভার বিচারে যীশুকে কী শাস্তি দেওয়া হলো?	মৃত্যুদণ্ড।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে অনুশীলনীর প্রশ্নও ব্যবহার করতে পারেন বা পড়া থেকেও প্রশ্ন করতে পারেন।

১. যীশুকে কে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিল?

২. কত টাকার বিনিময়ে যুদাস যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে দিল?

৩. যীশু কোন তিনজন শিষ্যকে নিয়ে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন?

৪. যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যুদাস কী চিহ্ন ব্যবহার করেছিল?

৫. মহাসভার বিচারে যীশুকে কী শাস্তি দেয়া হলো?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।

৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বোঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. প্রতিদিন পরিবারের সকলের সাথে একসঙ্গে বসে প্রার্থনা করবে।

২. গান করবে।

গেৎসিমানি ঘোর বনানী মুখর আজি
দুঃখ ব্যথায় লুটায় যীশু মানিক রাজি।
শেষ ভোজনে বিদায় জ্বালা
বিশের পাত্র কাঁটার মালা।
জৈতুন চূড়ায় পড়ল সাড়া নতুন বুঝি।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : প্রভু যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৪২ পিলাতের বিচারে ---------- দেয়া হলো।

শিখনফল

৮.১.২ যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর বর্ণনা দিতে পারবে।

উপকরণ : বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি / একটি ক্রুশ।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

ক) শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্ব পাঠের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে নিয়ে, শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

১) যখন আমরা ক্রুশের দিকে তাকাই, তখন কী কী ঘটনার কথা মনে পড়ে? (উত্তর সংগ্রহ করুন)

খ) শিক্ষক সহজ সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে যীশুর মৃত্যুর কাহিনী বলবেন বা নাটকের সংলাপের আকারে কয়েকজনকে দিয়ে পাঠটি পড়াতে পারেন। প্রয়োজনে বাইবেল থেকে (মথি ২৭:৪৫৬১) পদ পড়ে শোনাতে পারেন। পরে নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পিলাতের বিচারে যীশুর কী শাস্তি হয়েছিল?	ক্রুশীয় মৃত্যুদণ্ড ।
২. মৃত্যুদণ্ড পাবার পর যীশুর কাঁধে কী চাপিয়ে দিল?	ভারী ক্রুশ।
৩. ভারী ক্রুশ নিয়ে যীশুকে কোন পর্বতের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো?	কালভেরী পর্বতের দিকে।
৪.শত্রুরা যীশুকে কী কী ভাবে অপমান করেছিল?	চাবুক মেরে, থুথু দিয়ে, মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়ে, কিল ঘুষি মেরে এবং কটু কথা বলে।
৫. কালভেরী পর্বতে যাওয়ার সময় যীশু কত বার মাটিতে পড়ে গেলেন?	তিনবার
৬. কাদের সাথে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করল?	দুইজন চোরের সাথে।
৭. যীশু কয়ঘণ্টা অসহ্য যাতনা ভোগ করলেন?	তিন ঘণ্টা।
৮. যীশু কেন এত কষ্ট সহ্য করলেন?	আমাদের পাপের জন্য।
৯. কে যীশুকে সমাধি দিয়েছিল?	আরিমাথিয়ার যোসেফ।

শিক্ষক জোর দিয়ে বলবেন, যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু ছিল অনেক কষ্টের আর অবমাননার। কিন্তু এখন সেই ক্রুশই সকল খ্রিষ্টানের কাছে পরিত্রাণের প্রতীক। ক্রুশের দিকে তাকালে আমরা মুক্তি লাভ করি। ক্রুশই আমাদের গর্ব।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. পিলাতের বিচারে যীশুর কী শাস্তি হয়েছিল?
২. ভারী ক্রুশ নিয়ে যীশুকে কোন পর্বতের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো?
৩. শত্রুরা যীশুকে কী কী ভাবে অপমান করেছিল?
৪. যীশু কয়ঘণ্টা অসহ্য যাতনা ভোগ করলেন?
৫. কে যীশুকে সমাধি দিয়েছিল?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বোঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. মানব জাতির মুক্তির পথ কী তা লেখ ও ছবি এঁকে বুঝিয়ে দাও।
২. গানটি গাইবে - ক্রুশের উপরে দু'হাত বাড়ায়ে
যীশু ডাকে ফিরে আয়, ফিরে আয়।
পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত পাপীজনা ফিরে আয়।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : প্রভু যীশুর পুনরুত্থান

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৪২-৪৪ মাগদালার মারিয়া ---------- মুক্তিদাতা হলেন।

শিখনফল

৮.১.৩ যীশুর পুনরুত্থান ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবে।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, যীশুর পুনরুত্থানের ছবি।

ক) শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। নিম্নের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করবেন।

১. তোমরা কী কোন মৃত মানুষকে জীবিত হতে দেখেছ? (উত্তর সংগ্রহ করুন)
২. তোমরা কী কখনো কারো কাছ থেকে পুনরুত্থানের গল্প শুনেছ? (হাঁ/না)
৩. বল তো কে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করেছেন? (যীশু)

অথবা পুনরুত্থানের একটি গান গেয়ে পাঠটি উপস্থাপন করবেন। (পরমেশ্বরের মৃত্যুঞ্জয়)

শিক্ষক বলবেন, পুনরুত্থান অর্থ হচ্ছে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠা। যীশু মরে যাবার পরে সৈন্যরা তাঁর মৃতদেহটিকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে কবরস্থ করেছিলেন। কিন্তু যীশু তাঁর কথামতো তিন দিন পরে রবিবার পুনরুত্থান করেন। আজ আমরা প্রভু যীশুর পুনরুত্থান সম্বন্ধে জানব। শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ) শিক্ষক সহজ সরল ভাষায় প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের ঘটনাটি বলবেন। অথবা বাইবেল থেকে মথি ২৮:১ - ১০ পাঠটি পড়াতে পারেন। পরে নিম্নের প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠটি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. যীশুকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে এই কথা কারা জানত?	মাগদালার মারিয়া, যাকোবের মা মারিয়া ও সালোমে।
২. তারা কেন সমাধিস্থানে এসেছিলেন?	যীশুর গায়ে সুগন্ধি তেল লেপনের জন্য।
৩. সমাধিস্থানে গিয়ে তারা কী দেখলেন?	কবরের পাথরখানি সরানো রয়েছে।
৪. সমাধির ভিতরে গিয়ে তারা কী দেখতে পেলেন?	দীর্ঘ শুভ্র পোশাক পরা একজন যুবক ডান দিকে বসে আছে।
৫. যুবকটি তাঁদের কী বললেন?	''ভয় পেয়ো না, তোমরা তো নাজারেথের যীশুকেই খুঁজছ, তিনি কিন্তু পুনরুত্থান করেছেন।
৬. মাগদালার মারীয়া, যাকোবের মা মারিয়া ও সালোমে ফিরে গিয়ে শিষ্যদের কাছে কী বললেন?	''ওরা প্রভুকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে।"

৭. কোন দুইজন আগে সেই সমাধিস্থানে গেলেন?	পিতর ও যোহন।
৮. পুনরুত্থিত যীশু কাকে প্রথমে দেখা দিয়েছিলেন?	মাগদালার মারিয়াকে।
৯. মাগদালার মারিয়া শিষ্যদের কী সংবাদ দিলেন?	পুনরুত্থিত যীশুকে তিনি দেখেছেন এই সংবাদ তিনি দিলেন।
১০. পুনরুত্থান অর্থ কী?	মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠা।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে অনুশীলনীর প্রশ্ন ব্যবহার করতে পারেন বা পড়া থেকেও প্রশ্ন করতে পারেন।

১. যীশুকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে এই কথা কারা জানত?
২. তারা কেন সমাধিস্থানে এসেছিলেন?
৩. সমাধির ভিতরে গিয়ে তারা কী দেখতে পেলেন?
৪. পুনরুত্থিত যীশু কাকে প্রথমে দেখা দিয়েছিলেন?
৫. মাগদালার মারিয়া শিষ্যদের কী সংবাদ দিলেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বোঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. শূন্য কবরের পাশে পুনরুত্থিত যীশুর চিত্র অঙ্কন কর।
২. যীশুর পুনরুত্থানের ঘটনাটি লেখ।

পাঠ ৪

পাঠের শিরোনাম : যীশুর স্বর্গারোহণ

পাঠ ৪ পৃষ্ঠা ৪৪ পুনরুত্থানের পর ---------- -------- থাকলেন।

শিখনফল

৮.১.৪ যীশুর স্বর্গারোহণ ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, যীশুর স্বর্গারোহণের ছবি।

ক) শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। নিম্নের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করবেন।

১. পুনরুত্থান অর্থ কী? (মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠা)
২. পুনরুত্থিত যীশু কাকে প্রথমে দেখা দিয়েছিলেন? (মাগদালার মারিয়াকে)
৩. শিষ্যরা কীভাবে জানতে পেরেছিল যে যীশু পুনরুত্থান করেছেন? (কারণ যীশু শিষ্যদেরও কয়েকবার দেখা দিয়েছিল।)

শিক্ষক বলবেন, যীশুর পুনরুত্থান আমাদের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তি এবং মূলকেন্দ্র। যীশু যদি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত না হতেন তা হলে আমরাও পাপ ও মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পেতাম না। আর যীশু স্বর্গারোহণ করেছিলেন স্বর্গে আমাদের জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করতে। ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর পরম আত্মাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ আমরা প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে জানব। শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ) শিক্ষক সহজ সরল ভাষায় প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের ঘটনাটি বলবেন। অথবা বাইবেল থেকে লূক ২৪:৫০ - ৫২ পাঠটি পড়াতে পারেন। পরে নিম্নের প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠটি উপস্থাপন করবেন। ছবি দেখিয়ে ১০ ও ১১ নং প্রশ্ন দুটি করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পুনরুত্থানের পর যীশু কতদিন এ পৃথিবীতে ছিলেন?	চল্লিশ দিন
২. যীশু শিষ্যদের দেখা দিয়ে কিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?	পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দেবার।
৩. যীশু একদিন শিষ্যদের কোথায় যেতে বললেন?	গালিলেয়ার একটি পাহাড়ে
৪. যীশু শিষ্যদের কী নির্দেশ দিলেন?	''তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও এবং সকল মানুষকে আমার শিষ্য কর।"
৫. জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত কে আমাদের সঙ্গে থাকবেন?	যীশু
৬. দুই হাত তুলে যীশু শিষ্যদের কী করলেন?	আশীর্বাদ করলেন
৭. কী এসে যীশুকে নিয়ে গেল?	একটি মেঘবাহন
৮. পুনরুত্থানের কতদিন পর যীশু স্বর্গারোহণ করেছিলেন?	চল্লিশ দিন পর।
৯.শিষ্যেরা জেরুসালেমে ফিরে গিয়ে কার অপেক্ষায় থাকলেন?	পবিত্র আত্মার অপেক্ষায়
১০. ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে অনুশীলনীর প্রশ্ন ব্যবহার করতে পারেন বা পড়া থেকেও প্রশ্ন করতে পারেন।

১. যীশু শিষ্যদের দেখা দিয়ে কিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

২ যীশু শিষ্যদের কী নির্দেশ দিলেন?

৩. জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত কে আমাদের সঙ্গে থাকবেন?

৪. পুনরুত্থানের কতদিন পর যীশু স্বর্গারোহণ করেছিলেন?

৫. শিষ্যেরা জেরুসালেমে ফিরে গিয়ে কার অপেক্ষায় থাকলেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।

৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বোঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

যীশুর স্বর্গারোহণের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

১. গান : প্রভু যীশু করিয়াছেন স্বর্গে আরোহণ
এসেছিলেন মর্ত্যপুরে পাপীদের কারণ।
জৈতুন নামক গিরি'পরি আশীর্বাদ প্রদান করি,
বিশ্বাসীদের সবার সম্মুখে স্বর্গেতে গমন।

পাঠ ৫

পাঠের শিরোনাম : পুনরুত্থিত যীশু আমাদের নিত্য সঙ্গী

পাঠ ৫ পৃষ্ঠা ৪৪ -৪৫ যীশু সশরীরে ---------- সাথেই রয়েছেন।

শিখনফল : ৮.১.৫ বাস্তব জীবনে পুনরুত্থানের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে ।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, পড়াশুনা করার ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক) শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। নিম্নের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করবেন।

১. পুনরুত্থানের কতদিন পর যীশু স্বর্গারোহণ করেছিলেন? (চল্লিশ দিন পর)
২. জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত কে আমাদের সঙ্গে থাকবেন? (যীশু সঙ্গে থাকবেন)
৩. কী এসে যীশুকে স্বর্গে নিয়ে গেল? (একটি মেঘবাহন)

শিক্ষক বলবেন, যেহেতু যীশুর পুনরুত্থান করে ও স্বর্গে উন্নীত হয়ে পিতার দক্ষিণ পাশে আছেন সেহেতু আমরা আমাদের প্রভু এবং মধ্যস্থতাকারী যীশুর নামে যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময়ে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও মিনতি জানাতে পারি। কীভাবে আমরা যীশুর সাথে এক হতে পারব সেই সম্বন্ধে আজকের পাঠ থেকে জানব। শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠার পাঠটি একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে দেবেন। অন্যদের পাঠটি অনুসরণ করতে বলবেন। পড়া শেষ হলে শিক্ষক পাঠটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলবেন, যীশু সর্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন। সেইজন্য আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। পবিত্র আত্মা দানের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। যীশুর পুনরুত্থান হলো আমাদের জন্য এই সুসংবাদ, যীশু অনিষ্ট ও মৃত্যুকে পরাভূত করেছেন এবং একইভাবে আমরাও আমাদের জীবনের অনিষ্ট ও মৃত্যুকে পরাভূত করব। আমাদের জীবনে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট আসে তখন আমরা যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করি। আবার কষ্টের পর যখন আনন্দ আসে তখন আমরা পুনরুত্থান অভিজ্ঞতা করি। যীশু জীবন দিয়ে শিখিয়েছেন আমরা যদি জয়লাভ করতে চাই বা বিজয়ী হতে চাই তাহলে আমাদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন প্রার্থনা করা। আমরা যদি যীশুর সাথে এক থাকি তাহলে কোনো সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সাহস যোগাতে পুনরুত্থিত যীশু কখনো বিলম্ব করবে না।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে অনুশীলনীর প্রশ্ন ব্যবহার করতে পারেন বা পড়া থেকেও প্রশ্ন করতে পারেন।

১. কে সর্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন? (পুনরুত্থিত যীশু)
২. আমরা কখন যীশুর মতো যাতনাভোগ ও মৃত্যু অভিজ্ঞতা করি? (দুঃখ কষ্টের সময়ে)
৩. কখন আমরা যীশু পুনরুত্থানের আনন্দ লাভ করি? (কষ্টের মধ্য দিয়ে যখন কৃতকার্য হই)
৪. দুঃখ কষ্ট জয় করার জন্য আমাদের কী করা প্রয়োজন? (প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করা প্রয়োজন)

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বোঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

দলে তোমার জীবনের এমন একটি ঘটনা সহভাগিতা কর, যার মধ্য দিয়ে তুমি যাতনা, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ।

নবম অধ্যায়

পবিত্র আত্মা

স্বর্গারোহণের পূর্বে প্রভু যীশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি স্বর্গে গিয়ে শিষ্যদের জন্য একজন সহায়ককে পাঠিয়ে দিবেন। তিনি তাঁদের বলেছিলেন, সেই সহায়ক না আসা পর্যন্ত তাঁরা যেন ঐ শহর ছেড়ে কোথাও না যান। পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে শিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন। একথা আমরা আগে জেনেছি। আমরা আরও জেনেছি যে, দীক্ষাস্নানের সময় পবিত্র আত্মাকে আমরা অন্তরে লাভ করেছি। হস্তার্পণের সময় পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে নতুন করে এসেছেন। পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকেন ও আমাদের পরিচালনা করেন। তিনি আমাদের জন্য যে দানগুলো নিয়ে আসেন তা পেয়ে আমরা পরিপক্ব খ্রিষ্টভক্ত হতে পারি। এখন আমাদের আরও ভালোরূপে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার অর্থ জানতে হবে। আমাদের অনবরত চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা দেহের বশে বা নিজের ইচ্ছামতো না চলে পবিত্র আত্মার প্রেরণা মতো চলি। তবেই আমরা সুখী মানুষ হিসেবে দিন দিন বেড়ে উঠতে পারব।

পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার অর্থ

অন্যদিকে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার অর্থ হলো পবিত্র আত্মা যেভাবে চলতে বলেন সেভাবে চলা। এভাবে যারা চলে তাদের মধ্যে দেখা যায় ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি,

আত্মার বশে চলে যারা সুখী হয় তারা

সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গালানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা আর আত্মসংযম। পবিত্র আত্মা আমাদের যীশুর দেখানো পথে পরিচালনা করেন। যীশু এ কারণেই আমাদের জন্য সেই সহায়ককে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এসে আমাদের তাঁর কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেন। এখানে কামনা–বাসনার কোনো স্থান নেই। যারা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলে তাদের মধ্যে পাপের প্রভাব নেই।

দেহের বশে চলার অর্থ

দেহের বশকে সাধু পল বলেন নিম্নতর স্বভাব। এর অর্থ দেহ যখন যা করতে বলে সে রকম ভাবেই চলা। দেহের বশ বা নিম্নতর স্বভাবের বশে চলার কয়েকটি দিক তিনি দেখিয়েছেন। যেমন ব্যভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ–উৎসব আর এসব ধরনের সমস্ত কিছু। আমরা বুঝতেই পারছি যে নিম্নতর স্বভাব বা দেহের বশ আমাদের পাপের পথে নিয়ে যায়। এটি আমাদের কামনা ও বাসনার দিকে পরিচালনা করে। এর ফল আমাদের সকলের জন্যই খারাপ।

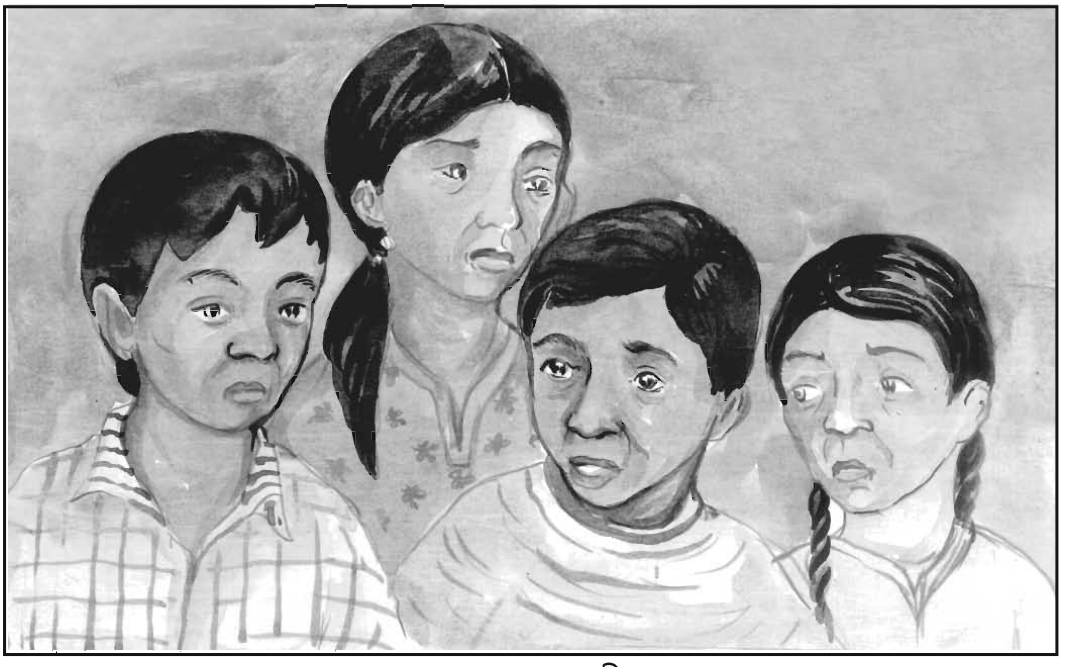

দেহের বশে চলে যারা অসুখী হয় তারা

পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা ও দেহের বশের মধ্যে পার্থক্য

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, দেহের বশ বা নিম্নতর স্বভাব আমাদের পাপের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চললে আমরা যীশুর পথেই থাকতে পারি। নিম্নে আরও স্পষ্টভাবে এই দুইটি বিষয়ের তুলনা করা হলো।

পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা	দেহের বশ (নিম্নতর স্বভাব)
ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা আর আত্মসংযম।	ব্যভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ–উৎসব।
ঈশ্বরের পথে পরিচালনা করে।	শয়তানের পথে পরিচালনা করে।
পবিত্র আত্মা আমাদের দেন জীবন।	দেহের বশ আনে মৃত্যু।
পবিত্র আত্মা আমাদের প্রকৃত সুখী করেন।	দেহের বশে চললে আমরা অসুখী হই।
পরিবার, সমাজ, দেশ, মণ্ডলীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে।	পরিবার, সমাজ, দেশ, মণ্ডলী অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় ছেয়ে যায়।
ঈশ্বর খুশি হন।	শয়তান খুশি হয়।

পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার উপায়

পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথ হলো সত্য পথ। কারণ পবিত্র আত্মা যে পথ দেখান সেটা হলো যীশুর পথ। নিম্নলিখিতভাবে আমরা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলতে পারি :

১। প্রথমে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা অনুসারে চলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

২। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে খোলা মনে গ্রহণ করা;

৩। প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পাঠ করা ও এই বাণী যা করার অনুপ্রেরণা দান করে তা মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা;

৪। ভক্তিসহকারে খ্রিষ্টযাগে যোগদান করে সেখান থেকে যে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা পাওয়া যায় তা জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা;

৫। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সব সময় আধ্যাত্মিক গুরুব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা, নিজে প্রার্থনা করা ও অন্তরে পবিত্র আত্মা কী বলেন তা শুনে সেই অনুসারে সিদ্ধান্তে আসা;

৬। প্রত্যেকটি কাজ শেষ করার পর প্রার্থনার সময় পবিত্র আত্মাকে জিজ্ঞেস করা কাজটি কতখানি তাঁর ইচ্ছানুসারে হয়েছে; দুর্বলতা পাওয়া গেলে তা দূর করার জন্য পরবর্তীতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক তা পবিত্র আত্মাকেই জিজ্ঞেস করা ও তাঁর উত্তর শ্রবণ করা;

৭। কাজের শুরুতে ও শেষে সব সময় পবিত্র আত্মার শক্তি ভিক্ষা করে প্রার্থনা করা; কৃতকার্যতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান; ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চাওয়া;

৮। অন্যদেরও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা অনুসারে চলার পরামর্শ দেওয়া।

প্রভু যীশু সহায়ক আত্মা হিসেবে পবিত্র আত্মাকে আমাদের দান করেছেন আমরা যেন সঠিকভাবে পরিচালিত হই। তাই হৃদয় মন খোলা রেখে আমরা সেই পরিচালনা মতো জীবন যাপন করব। পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনের পরিচালক হিসেবে গ্রহণ করব।

কী শিখলাম

পবিত্র আত্মা আমাদের যীশুর পথ দেখান। তাঁর অনুপ্রেরণায় চললে আমরা ঐশ জীবন পাই। কিন্তু দেহের বশে চললে আমরা ধ্বংসের পথে যাই। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা অনুসারে চলাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

পরিকল্পিত কাজ

কী কীভাবে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। নিম্নতর স্বভাব আমাদের ------ পথে নিয়ে যায় ।

খ। পবিত্র আত্মা আমাদের ----- পথে পরিচালনা করে।

গ। পবিত্র আত্মা আমাদের দেন------ ।

ঘ। দেহের বশে চললে আমরা ------- হই ।

ঙ। দেহের বশে চললে ------- খুশি হয়।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। দীক্ষাস্নানের সময় আমরা পবিত্র আত্মাকে	ক। শত্রুতা, বিবাদ, দলাদলি ও হিংসা ।
খ। পবিত্র আত্মার দান পেয়ে আমরা	খ। ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি ও আত্মসংযম।
গ। নিম্নতর স্বভাবের কয়েকটি দিক হলো	গ। পথে পরিচালিত করে।
ঘ। যারা পবিত্র আত্মার বশে চলে তাদের মধ্যে দেখা যায়	ঘ। অন্তরে লাভ করেছি।
ঙ। পবিত্র আত্মা আমাদের যীশুর দেখানো	ঙ। "তবুও আমি যা চাই, তা নয়, তুমিই যা চাও, তাই হোক!"
	চ। পরিপক্ব খ্রিষ্টভক্ত হতে পারি।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ নিচের কোনগুলো পবিত্রআত্মার অনুপ্রেরণা?

(ক) কোমলতা, হিংসা ও দয়া (খ) আনন্দ, করণা ও ঈর্ষা

(গ) কোমলতা, বিশ্বস্ততা ও সহৃদয়তা (ঘ) আত্মসংযম, শান্তি ও রাগারাগি ।

৩.২ যীশু সহায়ক আত্মাকে আমাদের দান করেছেন

(ক) আমরা যেন সঠিকভাবে পরিচালিত হই (খ) আমরা যেন যীশুকে ভালোবাসতে পারি

(গ) আমরা যেন স্বর্গে যাই (ঘ) আমরা যেন জীবন পাই

৩.৩ পরিবার, সমাজ, দেশ ও মণ্ডলীতে শান্তি বিরাজ করে

(ক) দেহের বশে চললে (খ) শয়তানের নির্দেশনায় চললে

(গ) পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চললে (ঘ) নিম্নতর স্বভাবের বশে চললে ।

৩.৪ নিম্নতর স্বভাব আমাদের কোন দিকে পরিচালিত করে?

(ক) পাপের পথে (খ) স্বর্গের পথে

(গ) জীবনের পথে (ঘ) সঠিক পথে

৩.৫ পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন

(ক) সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে (খ) ভুল সিদ্ধান্ত নিতে

(গ) ভুল পথে চলতে (ঘ) নিজের ইচ্ছামতো চলতে ।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) স্বর্গারোহণের আগে যীশু শিষ্যদের কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

খ) কে সর্বদা আমাদের পরিচালনা করেন?

গ) সাধু পলের ভাষায় দেহের বশ বলতে কী বোঝায় ?

ঘ) পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার অর্থ কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) দেহের বশে চলা ও পবিত্র অনুপ্রেরণায় চলা বলতে কী বুঝ?

খ) পবিত্র আত্মা প্রেরণা ও দেহের বশ বিষয় দুইটির পার্থক্য লেখ?

গ) পবিত্র আত্মার দেখানো পথে কীভাবে আমরা চলতে পারি সে উপায়গুলো লেখ ।

পবিত্র আত্মা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখনফল

৯.১.১ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার অর্থ বর্ণনা করতে পারবে।

৯.১.২ দেহের বশে চলার অর্থ বর্ণনা করতে পারবে।

৯.১.৩ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলা ও দেহের বশে চলার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

৯.১.৪ পবিত্র আত্মার বশে চলবে।

পাঠ বিভাজন ৪টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম– পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার অর্থ

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯ স্বর্গোরোহণের পূর্বে প্রভু যীশু ---------- পাপের প্রভাব নেই।

শিখনফল

৯.১.১ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার অর্থ বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পবিত্র আত্মার প্রতীক কবুতর বা আগুনের জিহ্বা বা পঞ্চাশত্তমীর দিনে শিষ্যদের এবং কুমারী মারিয়ার ওপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। নিম্নের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. স্বর্গারোহণের পূর্বে প্রভু যীশু কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?	একজন সহায়ককে পাঠাবেন।
২. পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে শিষ্যদের ওপর কে নেমে এসেছিলেন?	পবিত্র আত্মা ।
৩. পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে সর্বদা কী করেন?	সঙ্গে থাকেন ও পরিচালনা করেন।
৪. পবিত্র আত্মার কয়টি দান ও কী কী ?	৭টি প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মনোবল, জ্ঞান, ধর্মানুরাগ ও ঈশ্বর-ভীতি।
৫. পবিত্র আত্মা আমাদের কী দেখায় ?	যীশুর দেখানো পথ।
৬. পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চললে কিসের প্রভাব থাকে না?	পাপের প্রভাব থাকে না ।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক ছোট প্রার্থনা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ, জ্ঞান, বুদ্ধি, পাঠে মনোযোগ ইত্যাদি যাচঞা করবেন। অতঃপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন। তিনি বলবেন যে, পিতা ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রিষ্টরূপে মানুষবেশে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। আবার স্বর্গে ফিরে যাবার পূর্বে শিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যেন তিনি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে শিষ্যদের অন্তরে চিরকালের জন্য বাস করতে পারেন। পবিত্র আত্মা আর কেউ নয় কিন্তু শিষ্যদের অন্তরে বাসকারী স্বয়ং ঈশ্বর।

যীশু খ্রিষ্টের কথামতো তিনি পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে শিষ্যদের ওপর নেমে এসেছিলেন এবং এখনো যারা যীশু খ্রিষ্টকে প্রভু ও ত্রাণকর্তারূপে বিশ্বাস ও গ্রহণ করে, দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণের সময়ে পবিত্র আত্মা তাদের ওপরও নেমে আসেন। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের অন্তরে বাস করে তাদের খ্রিষ্টের শিক্ষাগুলো স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁর উপর বিশ্বাসে স্থির থাকতে এবং তাঁর দেখানো পথে চলতে সাহস ও শক্তি যোগান, দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতনের সময় সান্তনা দেন, সপ্তদানে সমৃদ্ধ করেন, প্রলোভনের সময় চেতনা দেন ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ সাধন করেন। যারা পবিত্র আত্মার সাহায্য ও পরিচালনা অনুযায়ী জীবন যাপন করে তাদের জীবনে পবিত্র আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি প্রভৃতি দেখা যায়। আর এটাই হচ্ছে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলা। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে বলবেন।

১। পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে শিষ্যদের ওপর ------- নেমে এসেছিলেন।	পবিত্র আত্মা।
২। সময় পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে নতুন করে এসেছেন।	হস্তার্পণের
৩। আমাদের আরও ভালোরূপে পবিত্র আত্মার ----- অর্থ জানতে হবে।	অনুপ্রেরণার
৪। এখানে ----- ---- কোনো স্থান নেই।	কামনা-বাসনার

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২.পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

পবিত্র আত্মার প্রতীক কবুতরের একটি ছবি অঙ্কন কর।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম– দেহের বশে চলার অর্থ

পাঠ ২ ও ৩ পৃষ্ঠা ৪৯-৫০ দেহের বশকে সাধু পল বলেন -------শয়তান খুশি হয়।

শিখনফল

৯.১.২ দেহের বশে চলার অর্থ বর্ণনা করতে পারবে।

৯.১.৩ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলা ও দেহের বশে চলার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

উপকরণ

মারামারি করছে, অতিরিক্ত খাবার খাচ্ছে বা ঘুষ গ্রহণ করছে এমন কিছু লোকের ছবি। সমাজের যারা ক্ষতিসাধন করে নেশাগ্রস্ত ও বৃক্ষনিধনের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে দেহের বশে চলার সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। মানুষ কীভাবে দেহের বশে চলে তার কিছু বাস্তব উদাহরণ দেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন পেপার বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. দেহের বশকে সাধু পল কী বলেন?	নিম্নতর স্বভাব।
২. নিম্নতর স্বভাবের অর্থ কী?	দেহ যখন যা করতে বলে সে রকমভাবেই চলা।
৩. দেহের বশ বা নিম্নতর স্বভাব কী কী?	অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খতা, বিবাদ, ক্রোধ, হিংসা, দলাদলি ইত্যাদি।
৪. দেহের বশ বা নিম্নতর স্বভাব আমাদের কোথায় নিয়ে যায়?	পাপের পথে।
৫. কামনা ও বাসনার ফল কী?	অসুখী ও খারাপ।
৬. পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চললে আমরা কার পথে থাকতে পারি?	যীশুর পথে।
৭. পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চললে আমরা কী কী পাই?	ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা ও আত্মসংযম।
৮. দেহের বশ আমাদের জীবনে কী আনে?	মৃত্যু।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শুদ্ধ/অশুদ্ধগুলো নির্ণয় করতে বলবেন।

ক. দেহের বশকে সাধু পল বলেন নিম্নতর স্বভাব।	শুদ্ধ
খ. ঈর্ষা, রেষারেষি, মনোমালিন্য, হিংসা হলো দেহের বশের কাজ।	শুদ্ধ
গ. দেহের বশ আমাদের পাপের পথে নিয়ে যায় না।	অশুদ্ধ
ঘ. পবিত্র আত্মা আমাদের প্রকৃত সুখী করেন?	শুদ্ধ
ঙ. দেহের বশে চললে শয়তান খুশি হয় না।	অশুদ্ধ

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাস শুর"র আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

দেহের বশে চললে কী কী অসুবিধা হয় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার উপায়

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৫০-৫১ পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথ -------পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করব।

শিখনফল

৯.১.৪ পবিত্র আত্মার বশে চলবে।

উপকরণ : দরিদ্র মানুষদের সাহায্য করছে, সৎ পরামর্শ দিচ্ছে, বৃক্ষরোপণে অংশগ্রহণ করছে, বাণী সহভাগিতা করছে, খ্রিষ্টযাগে যোগদান করছে এমন কিছু ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে পবিত্র আত্মার বশে চলা সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। মানুষ কীভাবে পবিত্র আত্মার বশে চলে তার কিছু বাস্তব উদাহরণ দেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথ কী?	সত্য পথ।
২. পবিত্র আত্মা কার পথ দেখান?	যীশুর দেখানো পথ।
৩. কার অনুপ্রেরণা অনুসারে চলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব?	পবিত্র আত্মার ।
৪. কোথা থেকে শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়?	খ্রিষ্টযাগে।
৫. কে অন্তরে কথা বলেন?	পবিত্র আত্মা ।
৬. কাজের শুরুতে ও শেষে পবিত্র আত্মার কাছে কী করতে হয়?	শক্তি ভিক্ষা করে প্রার্থনা করতে হয়।
৭. পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনে কী হিসাবে গ্রহণ করতে হয়?	পরিচালক হিসেবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে বলবেন।

১. আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার ইচ্ছাকে -------- গ্রহণ করতে হয়।	খোলা মনে গ্রহণ করতে হয়।
২. প্রতিদিন আমাদের -------- পাঠ করা উচিত	বাইবেল
৩. ভক্তি সহকারে আমাদের ------ অংশগ্রহণ করতে হয়।	খ্রিষ্টযাগে।
৪. প্রভু যীশু সহায়ক আত্মা হিসেবে ----- আমাদের দান করেছেন।	পবিত্র আত্মাকে ।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাস শুর-র আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. দেশের জন্য ও সমাজের জন্য কী কী ভালো কাজ করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

২. নিজের জীবনকে কী কী ভাবে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চালানো যায় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

দশম অধ্যায়

মণ্ডলীর প্রেরণকাজ

যীশু মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য পিতার দ্বারা প্রেরিত হয়ে এ পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি মানবজাতির জন্য পিতার ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছেন। যে পরিত্রাণকর্ম তিনি সাধন করেছেন তা সারা পৃথিবীতে প্রচার করার জন্য তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করেছেন। মণ্ডলী পরিত্রাণের বাণীপ্রচার আর প্রেরণকাজ এক করে দেখে। কারণ মানুষের কাছে কথার চেয়ে কাজের গুরুত্ব বেশি। মণ্ডলী যা প্রচার করে তা কাজেও দেখিয়ে থাকে। মণ্ডলীর এ কাজগুলো হলো মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্টের মনোভাবেরই প্রতিফলন। এই অধ্যায়ে আমরা মণ্ডলীর প্রেরণকাজের অর্থ, বিশেষ বিশেষ প্রেরণকাজ বা সেবাকাজ এবং কীভাবে মণ্ডলীর প্রেরণকাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কে জানব।

মণ্ডলীর প্রেরণকাজের অর্থ

যীশু তাঁর শিষ্যদের সেবাকাজে পাঠানোর সময় বলেন : "তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা–কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও। আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি" (মথি ২৮: ১৯–২০)। এই কথাগুলো বলে যীশু প্রেরিতশিষ্যদের সেবাকাজ করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। গুরুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রেরণকাজ বা সেবাকাজ করতে হলে প্রেরিত শিষ্যদের নিশ্চয়ই তাঁদের গুরুর মতোই হতে হবে। তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে গুরুর কথাগুলো। তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেন : "মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্যে আসে নি, সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে" (মার্ক ১০:৪৫)।

সুতরাং সেবাকাজকে আমরা যেরকম সহজ মনে করি সেরকম সহজ নয়। সেবাকাজে গুরু নিজেই নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছেন। এমন গুরুর শিষ্য হয়ে প্রেরিতশিষ্যগণ তো আরামের পথ বা সেবা পাবার পথ বেছে নিতে পারেন না। যদি তাঁরা তা করেন, তবে তাঁরা এমন গুরুর উপযুক্ত শিষ্য হতে পারেন না। সেবাকাজের জন্য পাঠাবার আগে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেন : "তোমরা আমাকে মনোনীত কর নি, আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি আর নিযুক্তও করেছি; আমি চেয়েছি, তোমরা কাজে এগিয়ে যাও, তোমরা সফল

হও। স্থায়ী হোক তোমাদের কাজের ফল; তাহলে পিতার কাছে আমার নামে তোমরা যা–কিছু চাইবে, তিনি তাই তোমাদের দিবেন। তোমাদের আমি এই আদেশ দিচ্ছি : তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে" (যোহন ১৫: ১৬–১৭)।

মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রেরণকাজ

নিম্নে মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রেরণ কর্ম তুলে ধরা হলো :

শিক্ষা : মণ্ডলীর একটি প্রধান প্রেরণকাজ হলো শিক্ষা। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। এটি মণ্ডলী খুব ভালোভাবেই বুঝেছে।

স্বাস্থ্য : মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক নিরাময়তায় মণ্ডলীর ভূমিকা প্রথম থেকেই খুব জোরালো। যীশু নিজেই মানুষকে সুস্থ করে তুলেছেন এবং তাঁর শিষ্যদের সুস্থতা দান করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

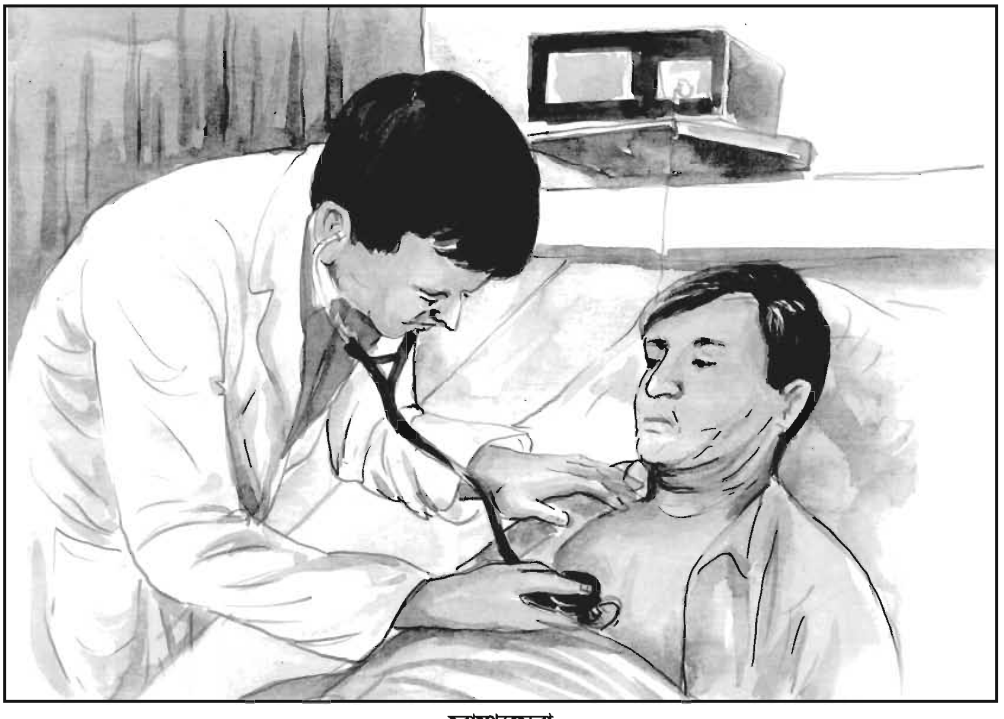

স্বাস্থ্যসেবা

কারিগরি শিক্ষা : যেসব যুবক-যুবতী সাধারণ শিক্ষা বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, মণ্ডলী তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। এই শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

আর্ত মানবতার সেবা : মণ্ডলী সমাজের দুঃস্থ অসহায় মানুষদের সেবা করে থাকে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সন্ন্যাস–সংঘ এসব দিকে প্রচুর অবদান রেখে যাচ্ছে। এই বিষয়ে মাদার তেরেজার প্রতিষ্ঠিত সংঘের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দরিদ্র, অভাবী ও অসহায় ভাইবোনদের জন্য মণ্ডলী সব সময় সেবাদানের জন্য প্রস্তুত।

নারীদের ক্ষমতায়ন : মণ্ডলী ও দেশের উন্নতির জন্য নারীশিক্ষা, নেতৃত্ব ও তাদের ক্ষমতায়ন খুব দরকার। মণ্ডলী সর্বদা এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং নারীদের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

দারিদ্র্য বিমোচন : পরিবার ও সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে মণ্ডলী বিশেষ চেষ্টা করে থাকে। খ্রিষ্টমণ্ডলীর উদ্যোগে ও বিভিন্ন খ্রিষ্টভক্ত পরিচালিত এনজিও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই দিকে বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পরিবার কল্যাণ : পরিবার হলো ক্ষুদ্র মণ্ডলী বা গৃহমণ্ডলী। এটি হলো সমাজের প্রাণকেন্দ্র। পরিবারগুলোকে সুগঠন দেওয়া মণ্ডলীর বিশেষ দায়িত্ব। মণ্ডলী তা পালন করে থাকে। বিবাহ প্রস্তুতি ও পরিবারের কল্যাণার্থে মণ্ডলী বিশেষভাবে সেবা দান করে থাকে।

শিশুমঙ্গল : শিশুরা দেশ ও মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ। শিশুরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠলে জাতি উন্নত হবে। শিশুদের জন্য মণ্ডলীর বিশেষ সেবাকাজ হলো শিশুমঙ্গল সমিতি। এর মাধ্যমে শিশুদের সুন্দর বিকাশের জন্য মণ্ডলী বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

যুব গঠন: মণ্ডলীর যুবকরা হলো এদেশের সম্ভাবনাময় মানুষ। যুব গঠনে মণ্ডলীর ভূমিকা অতুলনীয়। যুবক-যুবতীদের জন্য নানারকম গঠন–প্রশিক্ষণ কোর্স ও সেমিনার আয়োজন ও পরিচালনার মাধ্যমে তাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য মণ্ডলী সব সময় কাজ করে যাচ্ছে।

এছাড়াও যুগের প্রয়োজনে মণ্ডলী আরও নানা ধরনের সেবাকাজ করে থাকে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর সদস্যগণ সর্বদা মনে রাখেন যে যীশু নিজেই তাদের সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন ও তাদের ঐসব কাজে তাঁর হয়ে অংশগ্রহণ করতে বলছেন।

প্রেরণ কাজে অংশগ্রহণ

উপরে উল্লিখিত প্রেরণকাজগুলো মণ্ডলী তাঁর জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে করে যাচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমেই মণ্ডলী জীবন্ত রয়েছে। এসব কাজে আমাদের প্রত্যেকের সাধ্যানুসারে অংশগ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

কী শিখলাম

যীশু খ্রিষ্ট প্রেরিত হয়েছেন তাঁর পিতার দ্বারা। তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর শিষ্যদের। বর্তমান যুগে তিনি আমাদের ও প্রেরণ করেছেন। মণ্ডলী এভাবে অনেক প্রেরণকাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সকলেরই এসব কাজে সাধ্যানুসারে অংশ–গ্রহণ করতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ

মণ্ডলী বর্তমানকালে কী কী প্রেরণ কাজ করতে পারে তা দলে সহভাগিতা করবে।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) মণ্ডলী বাণীপ্রচার ও --------- এক করে দেখে।

খ) "মানবপুত্র তো ------ পাবার জন্য আসে নি, সে এসেছে সেবা করতে"।

গ) আমি তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে......... ।

ঘ) মণ্ডলী সব সময় তার সন্তানদের অভাব ও ....অনুসারে সাড়া দিয়ে থাকে।

ঙ) মণ্ডলী জীবন্ত থাকে .... কাজের মধ্য দিয়ে ।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত	ক) তোমরা সফল হও।
খ) পিতার কাছে আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে	খ) মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়।
গ) আমি চেয়েছি, তোমরা কাজে এগিয়ে যাও,	গ) মানুষকে সুস্থ করে তোলে।
ঘ) শিক্ষার মাধ্যমে	ঘ) আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি।
ঙ) আর্তমানবতার সেবায়	ঙ) তিনি তাই তোমাদের দেবেন।
	চ) মাদার তেরেজার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ নিচের কোনটি মণ্ডলীর একটি প্রধান সেবাকাজ?

(ক) শিক্ষা (খ) দারিদ্র্য বিমোচন

(গ) ত্রাণ বিতরণ (ঘ) পরিবেশ রক্ষা ।

৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য মণ্ডলী কোন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা করছে?

(ক) কারিগরি শিক্ষা (খ) অনিয়মিত শিক্ষা

(গ) কৃষি শিক্ষা (ঘ) স্বাস্থ্য শিক্ষা

৩.৩ প্রেরণকাজ করার ক্ষেত্রে মণ্ডলী কোন বিষয়টি বিবেচনা করে ?

(ক) মানুষের অবস্থা (খ) টাকাপয়সা

(গ) সময়ের প্রয়োজন (ঘ) যোগ্য কর্মী ।

৩.৪ যুব গঠনের উদ্দেশ্য কী ?

(ক) তাদের সঠিক শিক্ষাদান (খ) তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা

(গ) সঠিক নির্দেশনা ও গঠন দান (ঘ) সুনাগরিক করে গড়ে তোলা

৩.৫ সেবাকাজের ফলে কী হয়?

(ক) মণ্ডলী জীবন্ত থাকে (খ) ভক্তজন সেবা পায়

(গ) দেশের উন্নতি হয় (ঘ) যীশু খুশি হন।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) মণ্ডলীর প্রেরণকাজ কার প্রতিফলন?

খ) মণ্ডলীর কাছে সেবা কাজের গুরুত্ব এত বেশি কেন?

গ) সেবাকাজ সম্পর্কে যীশুর মনোভাব কী ?

ঘ) যীশু শিষ্যদের কী আদেশ দিয়েছিলেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) প্রেরণ কাজের অর্থ ব্যাখ্যা কর।

খ) যীশু শিষ্যদের কী নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ কাজে পাঠিয়েছিলে?

গ) মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রেরণ কাজ সম্পর্কে লেখ ।

মণ্ডলীর প্রেরণকাজ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১০.১ বাস্তব জগতে মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রেরণ কাজের বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১০.১.১ প্রেরণকাজের অর্থ বর্ণনা করতে পারবে।

১০.১.২ মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রেরণ কাজের দিকগুলোর বর্ণনা দিতে পারবে।

১০.১.৩ মণ্ডলীর প্রেরণকাজের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

পাঠ বিভাজন ৩টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : "মণ্ডলীর প্রেরণকাজের অর্থ"

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৫৪- ৫৫ যীশু মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য---------- তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে।

শিখনফল

১০.১.১ প্রেরণকাজের অর্থ বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

মণ্ডলীর প্রেরণকাজের অর্থ বুঝানোর জন্য রোগীর সেবাদান, যাজকের বাণী প্রচার, শিশুদের ধর্মশিক্ষা দান ও স্কুলে শিক্ষাদানরত শিক্ষকের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে প্রেরণ কাজের অর্থ সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. যীশু কেন এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন?	মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য।
২. তিনি কাদেরকে বাণীপ্রচারের কাজে প্রেরণ করেছেন?	প্রেরতশিষ্যদের।
৩. যীশু তাঁর শিষ্যদের সেবাকাজে পাঠানের সময় কী বলেছিলেন?	তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ----তোমাদের সঙ্গে আছি।
৪. মানবপুত্র কেন এ পৃথিবীতে এসেছেন?	সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে, এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ --- প্রাণ বিসর্জন দিতে।
৫. সেবা কাজে গুরু কী করেছেন?	নিজেই নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছেন।
৬. যীশু শিষ্যদের কী আদেশ দিয়েছেন?	পরস্পরকে ভালোবাসতে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে বলবেন।

শূন্যস্থান	উত্তর
১। মণ্ডলী পরিত্রাণের বাণীপ্রচার আর ----- এক করে দেখে।	প্রেরণকাজ
২। মণ্ডলী যা প্রচার করে তা ------ দেখিয়ে থাকে।	কাজেও।
৩। আমি তোমাদের যা কিছু আদেশ দিয়েছি তা তাদের ----- শেখাও।	পালন করতে
৪। তোমরা আমাকে মনোনীত করনি, আমিই তোমাদের----- করেছি।	মনোনীত

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।
৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।
৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।
৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিষ্যগণ বাণী প্রচারের কাজে যাচ্ছে তার একটি ছবি অঙ্কন কর।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রেরণ কাজ

পাঠ ২ ও ৩ পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬ নিম্নে মণ্ডলীর প্রধান প্রধান -------অংশ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

শিখনফল

১০.১.২ মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রেরণকাজের দিকগুলোর বর্ণনা দিতে পারবে।
১০.১.৩ মণ্ডলীর প্রেরণকাজের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

উপকরণ : রোগীর সেবাদান, যাজকের বাণী প্রচার, শিশুদের ধর্মশিক্ষা দান ও স্কুলে শিক্ষাদানরত শিক্ষকের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে প্রেরণকাজ সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন পেপার বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. মণ্ডলীর প্রধান প্রেরণকাজ কী?	শিক্ষাদান।
২. যীশু নিজেই মানুষকে কী কী করেছেন?	সুস্থ করে তুলেছেন।
৩. কারিগরি শিক্ষা কাদের জন্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে?	যারা সাধারণ শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না।
৪. দরিদ্র অভাবী ও অসহায় ভাইবোনদের জন্য মণ্ডলী কী করে ?	সেবা দান।
৫. দারিদ্র বিমোচনে মণ্ডলী কী করে থাকে?	অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে চেষ্টা করে।
৬. পরিবার কী?	গৃহমণ্ডলী।
৭. শিশুদের জন্য মণ্ডলী কী সেবা কাজ করে থাকে?	শিশুমঙ্গল সমিতি।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শুদ্ধ/অশুদ্ধ বাক্যগুলো করতে বলবেন।

১.	একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়।	শুদ্ধ
২.	মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক নিরাময়তায় মণ্ডলীর ভূমিকা জোরলো নয়।	অশুদ্ধ
৩.	কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।	শুদ্ধ
৪.	মণ্ডলী ও দেশের উন্নতির জন্য নারীশিক্ষা,নেতৃত্ব ও তাদের ক্ষমতায়ন খুব দরকার নয়।	অশুদ্ধ
৫.	যুবগঠনে মণ্ডলীর ভূমিকা অতুলনীয়।	শুদ্ধ

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্ন লিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২.পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রেরণকাজে তুমি কোথায় কোথায় অংশগ্রহণ করতে চাও তার একটি তালিকা তৈরি কর।

২. মণ্ডলী বর্তমানকালে কী কী প্রেরণকাজ করতে পারে তা দলে সহভাগিতা করবে।

একাদশ অধ্যায়

সাক্রামেন্ত

পূর্বের শ্রেণিগুলোতে আমরা সাক্রামেন্ত সম্বন্ধে অল্প পরিসরে ধারণা পেয়েছি। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে আমরা সাতটি সাক্রামেন্তের নাম মুখস্থ করেছি। তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা দীক্ষাস্নান–এর বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জেনেছি। চতুর্থ শ্রেণিতে পাপস্বীকার, হস্তার্পণ ও খ্রিষ্টপ্রসাদ–এর বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছি। এ পর্যায়ে আমরা রোগীলেপন, যাজকবরণ এবং বিবাহ সাক্রামেন্ত সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব।

রোগীলেপন (তৈলাভিষেক, অন্তিমলেপন) সাক্রামেন্ত

রোগীদের জন্য মণ্ডলীর রয়েছে বিশেষ সহানুভূতি, প্রার্থনা, সমর্থন, ভালোবাসা ও যত্ন। এই বিশেষ সহানুভূতি থেকেই রোগীদের জন্য মণ্ডলী রোগীলেপন সাক্রামেন্তের ব্যবস্থা করেছেন। যেন এই সাক্রামেন্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে রোগীরা তাদের জীবনে ঈশ্বরের কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। এই সাক্রামেন্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা যেন মনের সাহস ও সান্ত্বনা পেতে পারে। সর্বোপরি তারা যেন এই সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে রোগযন্ত্রণা থেকে পূর্ণভাবে নিরাময় লাভ করতে পারে। রোগীলেপন সাক্রামেন্তটি অন্তিমলেপন সাক্রামেন্ত বা নিরাময়কারী সাক্রামেন্ত নামেও আমাদের কাছে পরিচিত।

রোগীলেপন অনুষ্ঠান

রোগীলেপন তেল রোগীদের কপালে ও হাতে লেপন করা হয় এবং সেই সঙ্গে প্রার্থনা করে বলা হয় "এই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়ে পরমেশ্বরের মহাদান স্বয়ং পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। খ্রিষ্ট হলেন আরোগ্যদাতা। তিনি রোগাক্রান্ত মানুষের যত্ন নিয়েছেন ও সুস্থ করেছেন। যীশু রোগীদের নিরাময় করার জন্য বিভিন্ন বাস্তব চিহ্নের আশ্রয় নিয়েছেন: যেমন থুথু, হস্তস্থাপন, কাদা ও পরে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা ইত্যাদি। এসব চিহ্নের মাধ্যমে যীশু রোগীদের সুস্থ করেছেন। যীশু রোগীদের সুস্থ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর ওপর। অসুস্থদের জন্য খ্রিষ্টমণ্ডলীর নিজস্ব ধর্মীয় রীতি আছে যা আমরা সাধু যাকোবের ধর্মপত্রে পাই। সাধু যাকোব বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে রোগপীড়িত, সে মণ্ডলীর প্রবীণদের (যাজকদের) ডাকুক; এবং তারা তার গায়ে তেল মেখে দেবার পর প্রভুর নামে প্রার্থনা করুন। প্রভু তাকে সুস্থ করে তুলবেন; আর সে যদি কোনো পাপ করে থাকে, তার সেই পাপের মোচন হবে" (যাকোব ৫:১৪–১৫)। তেল হচ্ছে প্রাচুর্য

ও আনন্দের চিহ্ন। স্নানের আগে ও পরে গায়ে তেল মেখে মানুষ পরিশুদ্ধ হয়। শিশুদের গায়ে আগে তেল মেখে স্নান করান হয় যেন সহজে ঠাণ্ডা না লাগে। তেল হলো নিরাময়, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎস। অন্যদিকে তেললেপনের মাধ্যমে রোগীরা আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, নিরাময় ও আরাম পেয়ে থাকে।

রোগীলেপন অনুষ্ঠান

প্রাচীনকাল থেকেই মণ্ডলীর উপাসনা ঐতিহ্যে পবিত্র তেল দ্বারা রোগীদের লেপন করার প্রথা প্রচলিত আছে। বহু শতাব্দী ধরে রোগীদের তেললেপন দেওয়া হতো শুধু তাদেরই যারা মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল। এ কারণেই সাক্রামেন্তটি 'অন্তিম লেপন' নাম পেয়েছে। তবে রোগীলেপন সাক্রামেন্তটি যারা মরণাপন্ন শুধু তাদের জন্যই নয়। তাই ভক্তদের মধ্যে যদি কেউ রোগ বা বার্ধক্যের কারণে খুব বেশি অসুস্থ বোধ করে, তাহলে তাকেও এই সাক্রামেন্ত প্রদান করা যেতে পারে। এই সাক্রামেন্তের পূর্বে পাপস্বীকার ও খ্রিষ্টপ্রসাদ দেওয়া যেতে পারে।

এ সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে আমরা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ, গুরুতর অসুস্থতা অথবা বৃদ্ধ অবস্থার দুর্বলতায় যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয় তা জয় করার জন্য শক্তি, শান্তি ও সাহস লাভ করি। পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রভুর নিকট থেকে এই সহায়তা অসুস্থ ব্যক্তির আত্মাকে সুস্থতা দান করে, এমনকি ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে দেহের আরোগ্যও এনে দেয়। তদুপরি, "সে যদি কোন পাপ করে থাকে, তার সেই পাপের মোচন হবে"।

যাজকবরণ (পুণ্যপদ) সাক্রামেন্ত

ঈশ্বর মনোনীত জাতিকে "যাজকদের রাজ্য ও এক পবিত্র জনগণ" রূপে গঠিত করেছেন। কিন্তু ইস্রায়েল জাতির বারোটি গোষ্ঠীর একটিকে অর্থাৎ লেবি গোষ্ঠীকে ঈশ্বর বেছে নেন এবং উপাসনা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার জন্য তাদের আলাদা করে রাখেন। ঈশ্বর

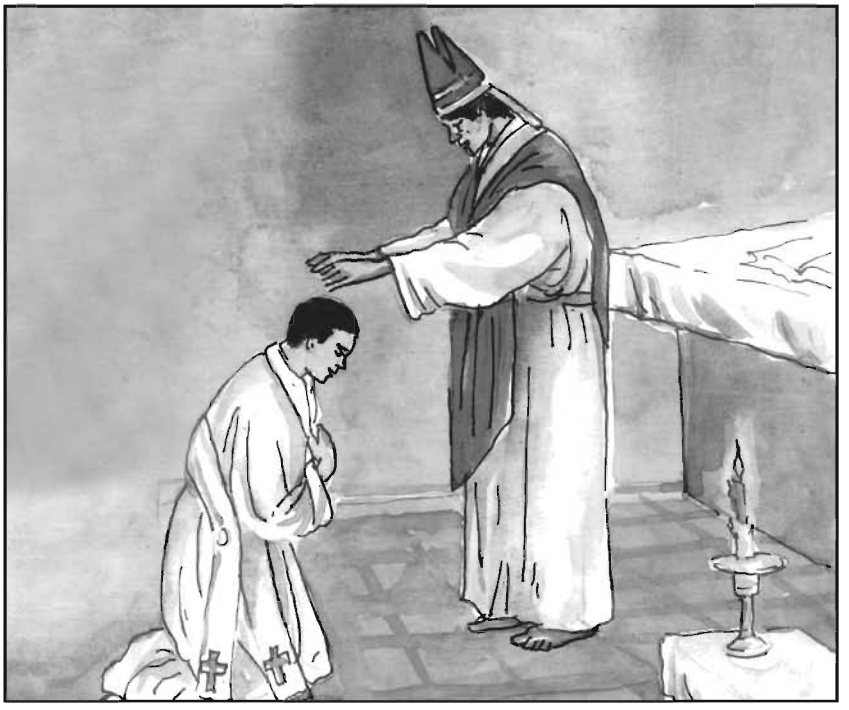

যাজকবরণ (পুণ্যপদ) সাক্রামেন্ত প্রদান

নিজেই তাদের উত্তরাধিকার। পুরাতন নিয়মে যাজকত্বের আরম্ভ একটি বিশেষ অনুষ্ঠান–রীতির দ্বারা সম্পাদিত হতো। যাজক মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নিযুক্ত করা হয়, যেন তিনি পাপের জন্য অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করেন। ঐশবাণী ঘোষণার এবং যজ্ঞবলি ও প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুরাতন নিয়মে যাজকত্ব স্থাপিত হয়েছে। তথাপি সেই যাজকত্ব পরিত্রাণ আনয়নে অক্ষম। সেখানে যাজকের বারংবার যজ্ঞবলি উৎসর্গ করতে হয় এবং নির্দিষ্ট পবিত্রতা অর্জনে তা ব্যর্থ। একমাত্র খ্রিষ্টের যজ্ঞবলিই তা সম্পন্ন করতে পারে। মহাযাজক ও অনন্য মধ্যস্থতাকারী খ্রিষ্ট, মণ্ডলীকে করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশ্যে যাজক। বিশ্বাসীদের গোটা সমাজই সত্যিকারে যাজক। সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসী তাদের নিজ নিজ আহ্বান অনুসারে, খ্রিষ্টের যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় প্রেরণ দায়িত্বে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দীক্ষাস্নানের যাজকত্ব অনুশীলন করেন।

খ্রিষ্টকে পিতা পরমেশ্বর পবিত্র করেছেন এবং এই জগতে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে তাঁদের উত্তরাধিকারী বিশপদের একই দায়িত্ব প্রদান করেছেন। বিশপগণ তাঁদের নিজেদের দায়িত্ব বলে মণ্ডলীর বিভিন্নজনকে বিভিন্ন পর্যায়ে সেবাকর্মের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। বিশপদের সেবাকর্মের দায়িত্ব অধীনস্থ শ্রেণির যাজকদের ওপর প্রদান করা হয়েছে যেন তারাও যাজকত্বের পদে নিযুক্ত হতে পারেন এবং তারা যেন খ্রিষ্টের দ্বারা ন্যস্ত প্রৈরিতিক প্রেরণ দায়িত্ব যথার্থভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিশপদের সহকর্মী হতে পারেন। যাজকীয় সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে একজন যাজক ঈশ্বরের কাছ থেকে ঐশ্বরিক অনুগ্রহ পেয়ে এ জগতে খ্রিষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রথমত তিনি নিজে পবিত্র হন এবং জনগণকেও পবিত্র করে পবিত্রতার পথে পরিচালিত করেন।

বিবাহ সাক্রামেন্ত

বিবাহ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী নিজেদের মধ্যে জীবনের সামগ্রিক অংশীদারিত্ব স্থাপন করে। তারা তাদের ভালোবাসার ফল হিসেবে সন্তানের জন্মদান ও খ্রিষ্টীয় শিক্ষা–দীক্ষায় ভালো মানুষ করে গড়ে তোলার আহ্বান লাভ করে। এই সাক্রামেন্তের মাধ্যমে নারী–পুরুষের মধ্যে এক পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধন বা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমরা জানি যে, ঈশ্বর আমাদের তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনিই মানুষকে ভালোবাসার আহ্বান জানান। এটিই হলো প্রতিটি মানুষের মৌলিক ও জন্মগত আহ্বান। কারণ ঈশ্বর যিনি নিজেই ভালোবাসা, তিনি তাঁর সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছেন, তাই তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ঈশ্বরের অসীম ও চিরস্থায়ী ভালোবাসারই প্রতিচ্ছবি। আর এ ভালোবাসায় ঈশ্বর মানুষকে আহ্বান জানান। তোমরা ফলবান হও, বংশ বৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোলো। সেজন্যই ঈশ্বরের এই সৃষ্টিকাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন পুরুষ ও একজন নারী সঠিক, পবিত্র ও ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান পায়। যীশু নিজেই বলেছেন, বিয়ের অর্থ হলো দুটি জীবনের অবিচ্ছেদ্য মিলন, যা স্মরণ করিয়ে দেয় আদিতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা। তাই বিবাহ–ব্যবস্থায় জীবন ও প্রেমের যে ঘনিষ্ঠ মিলন রয়েছে তা স্বয়ং খ্রিষ্টের দ্বারাই স্থাপিত। তাই বিবাহ বন্ধন হলো একটি পবিত্র বন্ধন। বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই যথাযথ প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। প্রস্তুতিমূলক ক্লাসে তাদের ভালোমত বোঝাতে হবে যে, এটি একটি সাক্রামেন্ত। এটি হলো একটি চিরন্তন ও

শাশ্বত সন্ধি। এই সন্ধি কখনো ভেঙ্গে যাবার নয়। কাথলিক মণ্ডলীতে একবার বিয়ের পর কেউই ইচ্ছা করলেই তা ভেঙ্গে দিতে পারবে না। অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে বা স্ত্রী তার স্বামীকে কোনোমতেই পরিত্যাগ করতে পারবে না। যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে তাদের মতামত যাচাই করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অর্থাৎ প্রার্থী যদি কোনো কারণে বাবা–মা বা অভিভাবকের চাপে বাধ্য হয়ে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে এই বিয়ে অবশ্যই বাতিল করতে হবে। তাই বিয়ের আগে অবশ্যই প্রার্থীদের মতামত যাচাই করতে হবে। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যকার সম্মতির বিনিময়কে খ্রিষ্টমণ্ডলী বিবাহের অপরিহার্য উপাদানরূপে গণ্য করে। সম্মতি ছাড়া বিবাহের কোনো অস্তিত্ব নেই।

একজন যাজক বা পরিসেবক বিবাহ সাক্রামেন্ত প্রদান করতে পারেন। তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীর নামে স্বামী–স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করেন এবং মণ্ডলীর আশীর্বাদ প্রদান করেন। বিবাহিত জীবনে অবশ্যই স্বামী–স্ত্রী একে অন্যের নিকট আজীবন বিশ্বস্ত থাকবে। বিবাহিত জীবনে অনেক সময় বিভিন্ন ছোটখাটো কারণে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য, রাগ, মান–অভিমান ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। আর এগুলো হওয়াটাই স্বাভাবিক।

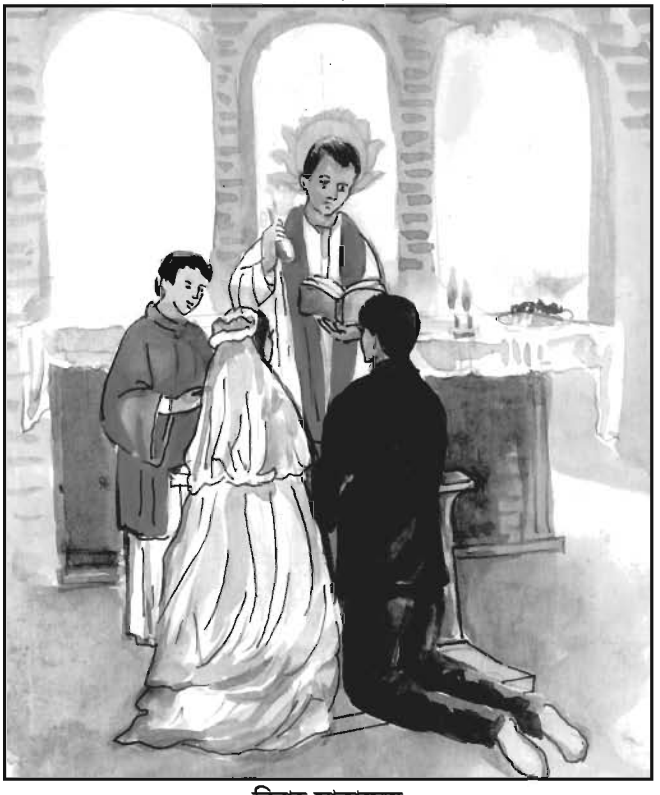

বিবাহ সাক্রামেন্ত

কিন্তু যখনই এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তখনই সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে মিলন সাধন করতে হবে। বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের মাধ্যমে স্বামী–স্ত্রী ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ পায় তা সারা জীবন তাদের আলোকিত করে রাখে। এই অনুগ্রহই তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রধান পাথেয়।

সাক্রামেন্ত অনুসারে চলার উপায়

১। প্রভু যীশু খ্রিষ্টকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা
২। মণ্ডলীর নিয়মনীতি মেনে চলা
৩। নিয়মিত ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা
৪। নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ও সাক্রামেন্তগুলো গ্রহণ করা
৫। পবিত্র জীবন যাপন করা ও মন্দতার পথ ত্যাগ করা

কী শিখলাম

ক) রোগীলেপন সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে একজন রোগী ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করে। রোগী তার মনের শক্তি, সাহস ও সান্ত্বনা লাভ করে এবং নিজেকে ভালো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে।

খ) যাজকীয় জীবন হলো জীবনের একটি বিশেষ আহ্বান। এই সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে যাজকগণ পৃথিবীতে অপর খ্রিষ্ট হয়ে খ্রিষ্টের কাজ চালিয়ে নিয়ে যান।

গ) বিবাহ ঈশ্বরের একটি বিশেষ আহ্বান। বিবাহ সাক্রামেন্তের জন্য প্রার্থীর সম্মতি যাচাই করা একান্তই আবশ্যক। এটি একটি চিরন্তন সন্ধি যা কখনো ভেঙ্গে যাবে না।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) যীশু রোগীদের সুস্থ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন প্রতিষ্ঠিত ..... ওপর।
খ) রোগীলেপন সাক্রামেন্তের অপর নাম ..... ।
গ) যাজকত্ব..... আনয়নে সক্ষম।
ঘ) বিশপদের সেবাকর্মের দায়িত্ব অধীনস্থ শ্রেণির ..... ওপর প্রদান করা হয়েছে।
ঙ) বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই ..... প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) তেল হচ্ছে প্রাচুর্য ও	ক) সত্যিকারের যাজক।
খ) রোগীলেপন তেল	খ) প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।
গ) বিশ্বাসীদের গোটা সমাজই	গ) একটি পবিত্র বন্ধন।
ঘ) বিবাহ বন্ধন হলো	ঘ) আনন্দের চিহ্ন।
ঙ) ঈশ্বর আমাদের তাঁর নিজের	ঙ) রোগীদের কপালে ও হাতে লেপন করা হয়।
	চ) মিলনের জন্য স্থাপিত হয়েছে।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ কাদের জন্য মণ্ডলী রোগীলেপন সাক্রামেন্তের ব্যবস্থা করেছেন?

ক) সবার জন্য খ) শিশুদের জন্য

গ) রোগীদের জন্য ঘ) বয়স্কদের জন্য

৩.২ কখন থেকে রোগীকে তেল লেপন করার প্রথা প্রচলিত হয়?

ক) প্রাচীনকাল থেকে খ) প্রাচ্য মধ্যযুগ থেকে

গ) মধ্যযুগ থেকে ঘ) বর্তমান যুগ থেকে

৩.৩ কোন গোষ্ঠীকে ঈশ্বর উপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য বেছে নিয়েছিলেন?

ক) যুদা গোষ্ঠী খ) লেবি গোষ্ঠী

গ) যাকোবের গোষ্ঠী ঘ) বেঞ্জামিনের গোষ্ঠী

৩.৪ বিশপদের সেবাকর্মের দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত?

ক) যাজকের খ) সেবকের

গ) ডিকনের ঘ) পরিসেবকের

৩.৫ মানুষের মৌলিক ও জন্মগত আহ্বান কী?

ক) ভালোবাসা খ) হিংসা

গ) ঘৃণা ঘ) রাগ

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) কে রোগী লেপন সাক্রামেন্ত প্রদান করতে পারে?

খ) একজন যাজকের প্রধান কাজ কী?

গ) বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের পূর্বে কোন জিনিসটি যাচাই করা আবশ্যক?

ঘ) বিবাহ সাক্রামেন্ত কারা প্রদান করতে পারে।

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) রোগীলেপন সাক্রামেন্তের প্রধান কাজ কী ব্যাখ্যা কর।

খ) যাজকবরণ সাক্রামেন্তের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ) বিবাহ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?

সাক্রামেন্ত

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১১.১ রোগীলেপন (রোগীদের জন্য প্রার্থনা), যাজকবরণ (যাজক অভিষেক) ও বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১১.১.১ রোগীলেপন সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

১১.১.২ যাজকবরণ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

১১.১.৩ বিবাহ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

১১.১.৪ সাক্রামেন্তের শিক্ষানুসারে চলবে।

পাঠ বিভাজন ৫টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : রোগীলেপন (তৈলাভিষেক, অন্তিমলেপন) সাক্রামেন্ত

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৫৯-৬০ পূর্বের শ্রেণিগুলোতে আমরা সাক্রামেন্ত ..... তার সেই পাপের মোচন হবে।

শিখনফল

১১.১.১ রোগীলেপন সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

উপকরণ

যাজক অসুস্থ একজনকে রোগীলেপন সাক্রামেন্ত দিচ্ছেন তার একটি ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে রোগীলেপন সাক্রামেন্ত সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান যাচাই করে নেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন পেপার বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. রোগীদের জন্য মণ্ডলীর বিশেষ কী রয়েছে?	সহানুভূতি, প্রার্থনা, সমর্থন ভালোবাসা ও যত্ন।
২. রোগীলেপন সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে রোগীরা কী লাভ করে?	ঈশ্বরের কৃপা ও আশীর্বাদ।
৩. রোগীলেপন সাক্রামেন্তের আরও কী কী নাম রয়েছে?	অন্তিমলেপন বা নিরাময়কারী সাক্রামেন্ত।
৪. রোগীলেপন তেল রোগীদের কোথায় ব্যবহার করা হয়?	কপালে ও হাতে লেপন করা হয়।
৫. যীশু রোগাক্রান্ত মানুষদের কী কী করেছেন?	যত্ন নিয়েছেন ও সুস্থ করেছেন।
৬. যীশু রোগীদের সুস্থ করার দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করেছেন?	মণ্ডলীর ওপর।
৭. তেল কিসের উৎস?	নিরাময়, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎস।
৮. বহু শতাব্দী ধরে তেললেপন কাদের দেওয়া হতো?	মরণাপন্নদের।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত ছকে মিল দেখাতে বলবেন।

১. এই সাক্রামেন্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে	২. চিহ্নের আশ্রয় নিয়েছেন : যেমন থুথু, হস্তস্থাপন কাদা ইত্যাদি।
২. যীশু রোগীদের নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন বাস্তব	৫. পাপস্বীকার ও খ্রিষ্টপ্রসাদ দেওয়া যেতে পারে।
৩. প্রভু তাকে সুস্থ করে তুলবেন; আর সে যদি কোনো পাপ করে থাকে,	৪. আনন্দের চিহ্ন।
৪. তেল হচ্ছে প্রাচুর্য ও	৩. তার সেই পাপের মোচন হবে।
৫. এই সাক্রামেন্তের পূর্বে	১. তারা যেন মনের সাহস ও সান্ত্বনা পেতে পারে।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

যাজক অসুস্থ একজনকে রোগীলেপন সাক্রামেন্ত দিচ্ছেন তার একটি ছবি অঙ্কন কর।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : যাজকবরণ (পুণ্যপদ) সাক্রামেন্ত

পাঠ ২ ও ৩ পৃষ্ঠা ৬১-৬২ ঈশ্বর মনোনীত জাতিকে.....পবিত্রতার পথে চালিত করেন।

শিখনফল

১১.১.২ যাজকবরণ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

উপকরণ

বিশপ মহোদয় কর্তৃক যাজকবরণ (পুণ্যপদ) সাক্রামেন্ত প্রদানের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে যাজকবরণ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান যাচাই করে নেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন পেপার বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বর মনোনীত জাতিকে কী রূপে গঠন করেছেন?	যাজকদের রাজ্য ও এক পবিত্র জনগণরূপে।
২. যাজকের কাজ কী? হয়, যেন তারা পাপের জন্য অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করেন।	ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নিযুক্ত করা
৩. পুরাতন নিয়মে যাজকত্ব কেন স্থাপিত হয়েছিল?	ঐশবাণী ঘোষণার এবং যজ্ঞাবলি ও প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য।
৪. বিশ্বাসীদের গোটা সমাজই কী?	সত্যিকারের মহাযাজক।
৫. যীশু তার এ দায়িত্ব কাদের ওপর অর্পণ করেছেন?	প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে ও তাঁদের উত্তরাধিকারী বিশপদের একই দায়িত্ব প্রদান করেছেন।
৬. যাজকীয় সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে একজন যাজক কী হয়ে ওঠেন?	ঈশ্বরের কাছ থেকে ঐশ অনুগ্রহ পান, খ্রিষ্টের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব পান।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয় করতে পারবে।

১. পুরাতন নিয়মে যাজকত্বের আরম্ভ একটি বিশেষ অনুষ্ঠান-রীতির দ্বারা সম্পাদিত হতো।	শুদ্ধ
২. একমাত্র খ্রিষ্টের যজ্ঞবলিই তা সম্পন্ন করতে পারে না ।	অশুদ্ধ
৩. বিশ্বাসীদের গোটা সমাজই সত্যিকারের যাজক।	শুদ্ধ
৪. খ্রিষ্টকে পিতা পরমেশ্বর পবিত্র করেছেন এবং এই জগতে প্রেরণ করেছেন।	শুদ্ধ
৫. প্রথমত যাজকগণ নিজে পবিত্র হন এবং জনগণকেও পবিত্র করে পবিত্রতার পথে পরিচালিত করেন।	অশুদ্ধ

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্ন লিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।
৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।
৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।
৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

যাজকের কাজগুলো লিপিবদ্ধ করবে।

পাঠ ৪

পাঠের শিরোনাম : বিবাহ সাক্রামেন্ত

পাঠ ৪ পৃষ্ঠা ৬২-৬৪ বিবাহ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে .....মন্দতার পথ ত্যাগ করা।

শিখনফল

১১.১.৩ বিবাহ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।
১১.১.৪ সাক্রামেন্তের শিক্ষানুসারে চলবে।

উপকরণ : যাজক বর-কনেকে আশীর্বাদের মাধ্যমে বিবাহ সাক্রামেন্ত দিচ্ছেন এমন একটি ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে বিবাহ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান যাচাই করে নেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন পেপার বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। বিবাহ একটি সাক্রামেন্ত এবং অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। প্রাপ্তবয়স্ক একজন ছেলে মেয়ে স্ব-ইচ্ছায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে তা আলোচনা করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. বিবাহ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী কী করেন?	নিজেদের মধ্যে জীবনের সামগ্রিক অংশীদারিত্ব স্থাপন করেন।
২. এই সাক্রামেন্তের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে কেমন সম্পর্ক স্থাপন হয়?	পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধন বা সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
৩. ঈশ্বর কোন প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।
৪. নারী ও পরুষের ভালোবাসা কিসের প্রতিচ্ছবি?	ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি।
৫. যীশু নিজেই বিবাহ সাক্রামেন্তের বিষয়ে কী বলেছেন?	বিয়ে হলো দুটি জীবনের অবিচ্ছেদ্য মিলন, যা স্মরণ করিয়ে দেয় আদিতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা।
৬. বিবাহ বন্ধন কেমন বন্ধন?	একটি পবিত্র বন্ধন।
৭. কে বিবাহ সাক্রামেন্ত দিতে পারেন?	যাজক বা ডিকন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শূন্যস্থান পূরণ করবে।

১) তাদের ভালোবাসার ফল হিসাবে ----- জন্মদান ও খ্রিষ্টীয় শিক্ষা-দীক্ষায় ভালোমানুষ করে গড়ে তোলার আহ্বান লাভ করে।	সন্তানের
২) বিবাহ ব্যবস্থায় ------ যে ঘনিষ্ঠ মিলন রয়েছে তা স্বয়ং খ্রিষ্টের দ্বারাই স্থাপিত।	জীবন ও প্রেমের
৩) বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই--------- প্রয়োজন রয়েছে।	যথাযথ প্রস্তুতির
৪) কাথলিক মণ্ডলীতে একবার বিয়ের পর কেউই ইচ্ছা করলেই---------- পারবে না। (অন্যান্য মণ্ডলীতে)	তা ভেঙে দিতে
৫) সম্মতি ছাড়া ------ কোন অস্তিত্ব নেই।	বিবাহের
৬) বিবাহিত জীবনে অনেক সময়ে বিভিন্ন ছোটখাটো কারণে------- ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।	ভুল বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য রাগ, মান-অভিমান
৭) সাক্রামেন্ত অনুসারে চলার উপায়---- পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা।	প্রভু যীশু খ্রিষ্টকে।
৮) সাক্রামেন্ত অনুসারে চলার উপায় পবিত্র জীবন যাপন করা ও ------ ত্যাগ করা।	মন্দতার পথ।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।
৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।
৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।
৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ : যাজক বিবাহ আশীর্বাদ করছেন এমন একটি ছবি অঙ্কন কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

রুথ

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নারীর জীবনী আমরা দেখতে পাই। তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে অটল ছিলেন ও পবিত্র জীবন যাপন করেছেন। এমন একজন বিশেষ নারী চরিত্র হলেন রুথ। তিনি একজন অতি সাধারণ মেয়ে হয়েও অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন। পারিবারিক জীবনকে তিনি আমাদের সামনে আকর্ষণীয় ও অনুকরণীয় করে তুলেছেন। এভাবে তিনি আমাদের সামনে চির জীবন্ত হয়ে রয়েছেন। আমরা রুথের জীবনী জানার মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে আরও অর্থপূর্ণ ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারব।

রুথের (রুতের) পরিচয়

রুথ অর্থ হলো সঙ্গী বা বন্ধু। রুথ হলেন একজন মোয়াবী (মোয়াবীয়া) কন্যা। তাঁর স্বামী ছিলেন কিলিয়োন। তাঁর শ্বশুর ও শাশুড়ি হলেন : এলিমেলেখ (ইলিমেলক) ও নয়েমী (নয়মী)। মোয়াব দেশে ছিল তাঁর বসবাস।

ইস্রায়েল দেশে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সে সময় যুদা (যিহূদা) প্রদেশের বেথলেথেম (বৈৎলেহেম) শহরে বাস করতেন এলিমেলেখ এবং তাঁর স্ত্রী নয়েমী। তাঁদের দুইজন ছেলে ছিল। নাম ছিল মাহলোন (মহলোন) ও কিলিয়োন। বেথলেহেমে অনেক অভাব ছিল। সে কারণে স্ত্রী ও পুত্রদের নিয়ে এলিমেলেখ মোয়াব দেশে গেলেন। এই স্থানটি ছিল বেশ সমতল। অন্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে ভালো ফসল হতো। তাই তাঁরা এখানে এসে বাস করতে লাগলেন। সুখেই কাটছিল তাঁদের দিনগুলো। কিন্তু তাদের সুখের দিনগুলো বেশি দিন স্থায়ী হলো না। হঠাৎ একদিন এলিমেলেখ মারা গেলেন। দুই ছেলেকে নিয়ে বিধবা হলেন নয়েমী। ধীরে ধীরে মাহলোন ও কিলিয়োন বড় হতে লাগলেন। তারপর পরিণত বয়সে দুই ভাই দুইজন মোয়াবী যুবতীকে বিয়ে করলেন। বড় ভাই মাহলোনের স্ত্রী হলেন অর্পা। আর ছোট ভাই কিলিয়নের স্ত্রী হয়ে আসলেন রুথ। নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা জীবন শুরু করলেন। কিন্তু এবারেও তাদের সুখের দিনগুলো বেশিদিন স্থায়ী হলো না। হঠাৎ করেই পর পর দুই ভাই মাহলোন ও কিলিয়োন মারা গেলেন। স্বামীহারা নয়েমী এবার হলেন পুত্রহারা মা। অর্পা ও রুথ অতি অল্প বয়সে হলেন বিধবা। দিশেহারা নয়েমী এবার মোয়াব ছেড়ে বেথলেহেমে ফিরে যেতে চাইলেন।

দুই পুত্রবধূ অর্পা ও রুথকে বললেন তাদের নিজ বাড়িতে ফিরে গিয়ে নতুন করে সংসার করতে। নয়েমীকে ছেড়ে যেতে প্রথমে তাঁরা রাজি হলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্পা নিজ মা–বাবার বাড়িতে চলে গেলেন। কিন্তু রুথ কিছুতেই তাঁর শাশুড়িকে ছেড়ে গেলেন না।

রুথের শাশুড়ি নয়েমী ও রুথ

পারিবারিক জীবনে রুথের বিশ্বস্ততা

নয়েমী বেথলেহেমে যাবার জন্য তৈরি হলেন। তিনি আবারও রুথকে নিজ দেশে ফিরে যেতে বললেন। অর্পাকে দেখিয়ে তিনি রুথকে বললেন : "ওই দেখ, তোমার বড় জা তার নিজের লোকদের কাছে আর তার আপন দেবতাদের কাছে ফিরে গেল। তুমিও তোমার

জায়ের মতো ফিরেই যাও!" কিন্তু রুথ কিছুতেই নয়েমীকে ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। রুথ তাঁকে উত্তর দিলেন : "তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব। তুমি যেখানে রাত কাটাবে আমিও সেখানে রাত কাটাব। তোমার জাতির মানুষ হবে আমারই জাতির মানুষ। তোমার ঈশ্বর হবেন আমার আপন ঈশ্বর। তুমি যেখানে মরবে আমিও সেখানেই মরব। মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোনো কিছুই তোমা থেকে আমাকে আলাদা করতে পারবে না।" রুথ তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলেন। শেষ পর্যন্ত নয়েমী তাঁকে সঙ্গে নিয়েই বেথলেহেমে গেলেন। দীর্ঘ পথ হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা বেথলেহেমে এসে পৌঁছলেন।

বেথলেহেমে তখন ছিল ফসল কাটার সময়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে রুথ নয়েমীর আত্মীয় বোয়াজের (বোয়সের) ক্ষেতে শস্য কুড়াতে গেলেন। বোয়াজ তাঁর প্রতি সদয় ছিলেন। নয়েমীর নির্দেশ মতো রুথ আর অন্য কোথাও শস্য কুড়াতে গেলেন না। কারণ বোয়াজ ছিলেন রুথের স্বামীর পক্ষের আত্মীয়। নয়েমীর ইচ্ছা ও তাঁদের পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত বোয়াজের সাথে রুথের বিয়ে হয়।

এরপর রুথ ও বোয়াজের ঘরে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাঁর নাম হলো ওবেদ। ওবেদের ছেলে ছিলেন জেসে (যোশী)। জেসের ছেলে ছিলেন রাজা দাউদ। আমরা জানি, মারিয়ার স্বামী যোসেফ ছিলেন দাউদ বংশেরই মানুষ। আমাদের মুক্তিদাতাকে 'দাউদ–সন্তান যীশু' নামে ডাকা হতো, কারণ তাঁর জন্ম হয়েছিল দাউদেরই বংশে।

রুথ সম্পর্কে উপরের বর্ণনা থেকে আমরা পারিবারিক জীবনে রুথের বিশ্বস্ততার পরিচয় পাই, যেমন :

১। নিজের স্বামী ও শাশুড়ির প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা;
২। নিজের সবকিছু ছেড়ে শাশুড়ির দায়িত্ব পালন করেছেন;
৩। তিনি শাশুড়ির বাধ্য ছিলেন। শাশুড়ি তাঁকে যা করতে বলেছেন তিনি তাই করেছেন;
৪। বংশ রক্ষা করতে বোয়াজকে বিয়ে করেছেন;
৫। নিজে কষ্টস্বীকার করেও সকল পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেছেন;
৬। নিজের সুখের চেয়ে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে রুথের অটলতা

কিলিয়নের সাথে বিয়ের আগে রুথ অন্য দেবদেবীকে বিশ্বাস করতেন। বিয়ের পর তিনি এক ঈশ্বরের পরিচয় পান। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ছিল অটল বিশ্বাস। তাঁর স্বামী মারা গেলেও, নিজের সুখের জন্য তিনি ঈশ্বরকে ত্যাগ করেন নি। বরং তিনি তাঁর শাশুড়িকে বলেছেন :

"তোমার ঈশ্বরই হবেন আমার ঈশ্বর।" এতে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস প্রকাশ পায়। জীবনের কোনো দুঃখ কষ্টই ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাসকে টলাতে পারে নি। ঈশ্বরের ওপর গভীর বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি নিজের দেশ, ধর্ম, আত্মীয়স্বজন সবকিছুই ত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

সত্য ঈশ্বরের পরিচয় পাবার পর রুথ সব সময় ঈশ্বরের পথে বিশ্বস্ত থেকেছেন। পারিবারিক দায়িত্ব পালনের মতো ঈশ্বরের প্রতিও তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। রুথকে নিয়ে ঈশ্বরের একটি মহান পরিকল্পনা ছিল। ঈশ্বর চেয়েছিলেন রুথের জীবন যুগ যুগ ধরে একটি পথ দেখানো তারার মতো কাজ করুক। রুথ তখন তা বুঝতে না পারলেও ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছিলেন। মানুষকে পাপমুক্ত করার জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠাবেন। এই পুত্রকে দাউদ বংশে জন্মাতে হবে। রুথের মধ্য দিয়েই সেই পথ সুগম হলো। কারণ আমরা দেখেছি যে, মুক্তিদাতা যীশু রাজা দাউদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দাউদের ঠাকুরমা ছিলেন রুথ।

ঈশ্বরের পথে বিশ্বস্ত থাকা

ঈশ্বরের প্রতি বিশস্ত হওয়া আমাদেরও একান্ত প্রয়োজন। নিম্নলিখিত কাজগুলো করলে রুথের মতো আমরাও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারব :

১। রুথের জীবনী জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা;
২। রুথের মতো করে ঈশ্বরের পথে বিশ্বস্ত থাকা;
৩। রুথের মতো করে সর্বদা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে চলা;
৪। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে শক্তি চাওয়া।

কী শিখলাম

রুথ তার নিজের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা না করে শাশুড়ির সাথে থেকে পারিবারিক জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত হয়েছেন। ঈশ্বরের প্রতি তিনি গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বর রুথের মধ্য দিয়ে একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। পরিবারের জন্য তুমি কীভাবে স্বার্থত্যাগ কর, তা লেখ ও দলে সহভাগিতা কর।
২। কী কী ভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকা যায়, তার একটা তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) রুথের শ্বশুরের নাম হলো----------।

খ) রুথের শ্বশুর শাশুড়ি ---------- থেকে মোয়াব দেশে এসেছিলেন ।

গ) নিজের স্বামী ও শাশুড়ির প্রতি রুথের ছিল গভীর --------ও শ্রদ্ধা ।

ঘ) বেঁচে থাকার প্রয়োজনে রুথ ------ কুড়াতে গেল।

ঙ) বোয়াজকে রুথ বিয়ে করেছিলেন --------রক্ষার জন্য।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) রুথ তাঁর শাশুড়িকে বলেছেন :	ক) রুথ সব সময় ঈশ্বরের পথে বিশ্বস্ত থেকেছেন।
খ) কিলিয়নের সাথে বিয়ের আগে রুথ	খ) এবং দাউদের ঠাকুরমা ছিলেন রুথ।
গ) সত্য ঈশ্বরের পরিচয় পাবার পর	গ) "তোমার ঈশ্বরই হবেন আমার ঈশ্বর।"
ঘ) রুথ নিজের সুখের চেয়ে	ঘ) রাজা দাউদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
ঙ) মুক্তিদাতা যীশু রাজা দাউদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন	ঙ) পারিবারিক দায়িত্ব পালনে গুরুত্ব দিয়েছেন।
	চ) অন্য দেব-দেবীকে বিশ্বাস করতেন ।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ এলিমেলেখ এবং তাঁর স্ত্রী নয়েমী কী কারণে বেথলেহেম ত্যাগ করেছিলেন?

(ক) যুদ্ধ (খ) খরা ও বন্যা

(গ) নিরাপত্তাহীনতা (ঘ) দুর্ভিক্ষ

৩.২ এলিমেলেখ এবং নয়েমীর কয়জন ছেলে ছিল?

(ক) একজন (খ) দুইজন

(গ) তিনজন (ঘ) চারজন

৩.৩ মাহলোন কে ছিলেন?

(ক) অর্পার স্বামী (খ) রুথের ছোট ভাই

(গ) রুথের স্বামী (ঘ) কিলিয়নের ছোট ভাই।

৩.৪ সম্পর্কে রুথ নয়েমীর কী হন ?

(ক) দিদিমা (খ) ঠাকুরমা

(গ) মা (ঘ) বৌমা

৩.৫ রুথের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কোন পরিকল্পনা সুগম হলো ?

(ক) দাউদ রাজার জন্মের পরিকল্পনা (খ) বোয়াজের বিয়ের পরিকল্পনা

(গ) মুক্তি পরিকল্পনা (ঘ) রুথের বিয়ের পরিকল্পনা ।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) রুথ কোন দেশের নারী ছিলেন ?

খ) রুথের স্বামীর নাম কী?

গ) স্বামীর মৃত্যুর পর রুথ কী করেছিলেন?

ঘ) রুথের বড় জা তার স্বামীর মৃত্যুর পর কী করেছিলেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) রুথের পরিচয় দাও।

খ) পারিবারিক জীবনে রুথের বিশ্বস্ততার বর্ণনা দাও।

গ) ঈশ্বরের প্রতি রুথের অটল বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার বিবরণ দাও।

ঘ) রুথের কাছ থেকে তুমি কী শিক্ষা নিতে পার?

রুথ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১২.১ ঈশ্বরের আহূত ব্যক্তি হিসেবে রুথ কীভাবে পারিবারিক জীবনে ও ঈশ্বরের পথে বিশ্বস্ত ছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১২.১.১ রুথের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.২- পারিবারিক জীবনে রুথের বিশ্বস্ততার কথা বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.৩- ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে রুথের অটল থাকার কথা বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.৪- ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।

পাঠ বিভাজন ৪টি

মোট পিরিয়ড ৪

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : রুথের (রুতের) পরিচয়

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে .....কিছুতেই তাঁর শাশুড়িকে ছেড়ে গেলেন না ।

শিখনফল

১২.১.১ রুথের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : রুথ এর প্রতীকী বড় একটি ছবি রাখা যায়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে রুথরে সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান যাচাই করে নেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. রুথ একজন অতি সাধারণ মেয়ে হয়েও কী হয়ে উঠেছিলেন?	অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন।
২. রুথ নামের অর্থ কী?	সঙ্গী বা বন্ধু।
৩. রুথের স্বামীর নাম কী ছিল?	কিলিয়োন।
৪. রুথের শাশুড়ির নাম কী ছিল?	নয়েমী।
৫. রুথ জাতিতে কী ছিলেন?	মোয়াবী।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর মিল দেখাতে বলবেন।

১. এমন একজন বিশেষ নারী চরিত্র	২. মোয়াবী কন্যা।
২. রুথ হলেন একজন	৩. ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।
৩. ইস্রায়েল দেশে একবার	১. হলেন রুথ।
৪. ছোট ভাই কিলেয়োনের	৪. তাঁরা কিছুতেই রাজি হলেন না।
৫. নয়েমীকে ছেড়ে যেতে প্রথমে	৫. স্ত্রী হয়ে আসলেন রুথ।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।
৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।
৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।
৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

রুথের কী কী ভালো গুণ ছিল তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম– পারিবারিক জীবনে রুথের বিশ্বস্ততা

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯ নয়েমী বেথলেহেমে যাবার জন্য তৈরি হলেন ..... দায়িত্ব পালনে গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিখনফল : ১২.১.২- পারিবারিক জীবনে রুথের বিশ্বস্ততার কথা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

রুথ তাঁর শাশুড়ি নয়েমীর সেবা যত্ন করছেন এমন একটি ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা ছোট ছোট প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যাচাই করে নিবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. নয়েমী রুথকে কী বলেছিলেন?	নিজ দেশে ফিরে যেতে।
২. শেষ পর্যন্ত নয়েমী রুথকে কী করলেন?	সঙ্গে নিয়েই বেথলেহেমে ফিরে গেলেন।
৩. বেঁচে থাকার প্রয়োজনে রুথ কী করলেন?	বোয়াজের ক্ষেতে শস্য কুড়াতে গেলেন।
৪. বোয়াজ কে ছিলেন?	রুথের স্বামীর পক্ষের আত্মীয়।
৫. বোয়াজ ও রুথের ছেলের নাম কী ছিল?	ওবেদ।
৬. নিজের স্বামী ও শাশুড়ির প্রতি রুথের কী ছিল?	গভীর শ্রদ্ধা
৭. বংশ রক্ষা করতে রুথ কী করেছেন?	বোয়াজকে বিয়ে করেছেন।
৮. নিজের সুখের চেয়ে রুথ কিসের গুরুত্ব দিয়েছেন?	পারিবারিক দায়িত্ব পালনে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয় করবে। কোনটি শুদ্ধ ও কোনটি অশুদ্ধ লেখ।

১. তুমিও তোমার বড় জা এর মতো ফিরে যেও না ।	অশুদ্ধ
২. রুথ তাঁর শাশুড়িকে বললেন, তুমি যেখানে মরবে, আমিও সেখানে মরব।	শুদ্ধ
৩. দীর্ঘপথ হাঁটতে হাঁটতে তারা বেথলেহেমে এসে পৌঁছলেন।	শুদ্ধ
৪. নয়েমীর ইচ্ছা ও তাঁদের পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী বোয়াজের সাথে রুথের বিয়ে হয়।	শুদ্ধ
৫. জেসের ছেলে ছিলেন রাজা দাউদ।	শুদ্ধ
৬. নিজের সব কিছু ছেড়ে রুথ শাশুড়ির দায়িত্ব পালন করেননি।	অশুদ্ধ

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

পূর্ব পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

রুথের গুণগুলোর সাথে তোমার জীবনে কতটুকু মিল দেখতে পাও তা লেখ।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে রুথের অটলতা

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৬৯-৭০ কিলিয়োনের সাথে বিয়ের আগে রুথ ..... ঈশ্বরের কাছে শক্তি চাওয়া।

শিখনফল

১২.১.৩- ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে রুথের অটল থাকার কথা বর্ণনা করতে পারবে।

১২.১.৪- ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।

উপকরণ : ভক্তিচিত্তে রুথ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে এমন একটি ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জিজ্ঞেস কবরেন। অতঃপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা ছোট ছোট প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যাচাই করে নিবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. বিয়ের পর তিনি কী পান?	এক ঈশ্বরের পরিচয় পান।
২. ঈশ্বরের প্রতি রুথের কী ছিল?	অটল বিশ্বাস।
৩. রুথ তাঁর শাশুড়িকে কী বলেছিলেন?	তোমার ঈশ্বরই হবেন আমার ঈশ্বর।
৪. রুথকে নিয়ে ঈশ্বরের কী ছিল?	একটি মহান পরিকল্পনা
৫. ঈশ্বর রুথের জীবনকে নিয়ে কী চেয়েছিলেন?	রুথের জীবন যুগ যুগ ধরে একটি পথ দেখানো তারার মতো কাজ করুক।
৬. রুথ রাজা দাউদের কে ছিলেন?	ঠাকুরমা।
৭. রুথের মতো আমাদের কী করতে হবে?	ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত এবং নির্ভর করে চলা।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শূন্যস্থান পূরণ করবে।

১. তাঁর স্বামী মারা গেলেও নিজের সুখের জন্য তিনি-------- করেননি।	ঈশ্বরকে ত্যাগ
২. জীবনের কোন দুঃখ কষ্টই ঈশ্বরের প্রতি--------- টলাতে পারেনি।	তাঁর বিশ্বাস
৩. রুথ তখন বুঝতে না পারলেও ঈশ্বরের-------- গ্রহণ করেছিলেন।	পরিকল্পনাকে
৪. মানুষকে পাপ মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠাবেন এবং এই পুত্রকে--------- হবে।	দাউদ বংশে জন্মাতে

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ক. পরিবারের জন্য তুমি কীভাবে স্বার্থত্যাগ কর, তা লেখ ও দলে সহভাগিতা কর।

খ. কী কী ভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকা যায়, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নেলসন ম্যান্ডেলা

আমরা অনেকেই আগে নেলসন ম্যান্ডেলার নাম শুনেছি। তিনি একজন মহান ও উদার মনের মানুষ ছিলেন। জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তিনি রাজনৈতিক ও সংগ্রামী নেতা হিসেবে আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছেন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সকাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঝোসা ছিল একটি আফ্রিকান ভাষা। এই ভাষায় ম্যান্ডেলার নাম ছিল "রোলিলালা" যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে গাছের ডাল টেনে নিচে নামান। কিন্তু এই নামের গভীর তাৎপর্য হচ্ছে "গোলযোগ সৃষ্টিকারী"।

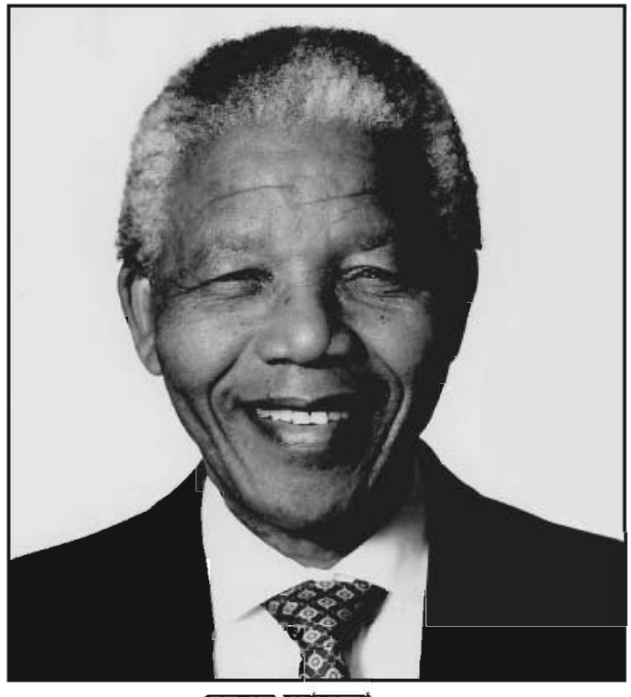

নেলসন ম্যান্ডেলা

ম্যান্ডেলার বাবা গাডলা হেনরী ম্যান্ডেলা থেম্বু উপজাতি–গোষ্ঠীর প্রধান পরামর্শক ছিলেন। তাঁর মাতা নকাফি নসেকেনী ছিলেন একজন শান্ত এবং সরল প্রকৃতির মহিলা। ট্রান্সকাইতে নেলসন ম্যান্ডেলা কৃষিকাজ এবং গবাদি পশুপালন করে শৈশব অতিবাহিত করেন। রাতে তিনি আগুনের পাশে বসে বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের কাছ থেকে আফ্রিকানদের বীরত্বের কল্প–কাহিনী শুনতেন।

নেলসনের বয়স যখন মাত্র নয় বছর তখন তাঁর বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর তিনি কয়েক বছর তাঁদের গোষ্ঠী প্রধানের অভিজাত বাড়িতে বসবাস করেন। সেখানে তার প্রিয় কাজ ছিল বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার জন্য সর্বোচ্চ গোষ্ঠী প্রধানের বিচারকার্য পর্যবেক্ষণ করা। একাজ করতে করতেই তিনি মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তিনি একদিন নিজের যোগ্যতা বিচারের জন্য আইনজীবী হবেন।

নেলসন ম্যান্ডেলা মেথোডিস্ট হাইস্কুলে অধ্যয়ন শেষ করে পূর্ব কেইপ শহরের এলিস–এ ফোর্ট হেয়ার কলেজে ভর্তি হন। ষোল বছর বয়সে আফ্রিকান রীতি অনুসারে তিনি অন্য ২৫ জন বন্ধুর সাথে ত্বকচ্ছেদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। আফ্রিকান রীতি অনুসারে ত্বকচ্ছেদ না করা পর্যন্ত কেউ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তা গোষ্ঠীর কাজ করতে পারত না। এই রীতি ছিল "বালকত্ব" থেকে প্রাপ্তবয়সে প্রবেশের একটি পদক্ষেপ। তাই তিনি আনন্দ সহকারে জাতীয় রীতি গ্রহণ করেন এবং নিজেকে প্রস্তুত করেন বালকত্ব থেকে প্রাপ্তবয়সের পরিচয় বহন করতে।

তাঁদের এই প্রথাগত অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা অতি দুঃখের সাথে বলেন যে, আফ্রিকায় যুবকেরা বংশানুক্রমে নিজেদের দেশে ইংরেজদের দাসত্ব করছে। কারণ তাদের জমি ইংরেজদের দখলে ছিল। এই কারণে তারা কখনোই নিজেদের পরিচালনা করার সুযোগ পেত না। তিনি আরও বলেন যে, এভাবেই দেশের যুবকরা নির্বোধের মতো ইংরেজদের জন্য কাজ করতে করতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই কথাগুলোর অর্থ ম্যান্ডেলা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেন নি। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষালাভ, আফ্রিকান পরিবেশের সাথে তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং অন্যায় অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে তিনি কথাগুলোর অর্থ যথার্থভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেন যে, ইংরেজদের দ্বারা তার স্ব–জাতির অবহেলা, অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়াবেন এবং তাদের বন্দিত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন।

কারাগারে বন্দি জীবন এবং সাফল্য

"আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস" (এএনসি)তে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে এএনসি যুব লীগ গঠন করতে তিনি সাহায্য করেন। এর দ্বারাই প্রথম তাঁরা ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এর ফলে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে দেশদ্রোহিতার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ম্যান্ডেলা এএনসি পরিচালনা করেন। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি আবার দেশদ্রোহিতার দায়ে বন্দী হন এবং পাঁচ বছরের জন্য কারাবন্দি থাকেন। পুনরায় ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দীর্ঘ ২৭ বছরের 'কারাভোগ' ইংরেজদের বর্ণবাদী মনোভাবের প্রতি তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অবশেষে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট এফ. ডব্লিও ডি ক্লার্ক ফেব্রুয়ারি মাসে এএনসি–র উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তুলে নিয়ে নেলসন ম্যান্ডেলাকে কারামুক্ত করে দেন।

প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা

নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তি দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিগত বৈষম্যের অবসানের চিহ্ন হিসাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। আফ্রিকান সরকারের সংবিধানে যে সমস্ত আইন জাতিগত বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল তা তিনি তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে বাতিল করেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশ্ব শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম নিগ্রো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল নির্যাতিত নিগ্রোদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি আনয়ন করা। এভাবে তাদের মর্যাদা দান ও উন্নয়নে সহায়তা করে সকলের মধ্যে সমতা স্থাপন করা। এছাড়া জাতিগত বৈষম্য দূর করে একটি সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আজও নেলসন ম্যান্ডেলা অনেকের অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি বর্তমান জগতে মানবাধিকার আন্দোলনের শক্তির অন্যতম উৎস। তাঁর ব্যক্তিত্ব মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে তিনি হয়েছেন নিরাশার মধ্যে আশার আলো। তিনি ঘৃণা–বিদ্বেষ ও অত্যাচারের জগতে ভালোবাসার চিহ্ন।

নেলসন ম্যান্ডেলা সময়–নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সকাল সাড়ে চারটার সময় ঘুম থেকে জাগা তাঁর চিরজীবনের অভ্যাস। প্রতিদিন তিনি ১২ ঘণ্টা করে কাজ করেন এবং অনিয়মের প্রতি প্রবল ঘৃণা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "সর্বত্রই আমি নির্দিষ্ট সময়ের পনের মিনিট পূর্বে উপস্থিত থেকেছি আর এটা আমাকে একজন ভিন্ন মানুষে পরিণত করেছে।"

কী শিখলাম

অত্যাচার ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে জন্মেও নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁর জাতিকে জাতিগত বৈষ্যমের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। তাঁর নিরলস পরিশ্রম, মেধা ও প্রচেষ্টার কারণে নিগ্রোদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অথনৈতিক অধিকার ভোগের দ্বার খুলে গেছে। তিনি আজ বিভিন্ন মানুষ ও সংগঠনের সাথে মানবাধিকার অন্দোলন, মানব মর্যাদা এবং সম–অধিকারের মূর্ত প্রতীক হয়ে আছেন।

পরিকল্পিত কাজ

নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন থেকে দশটি শিক্ষার নাম লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) নেলসন ম্যান্ডেলা ..... সালে জন্ম গ্রহণ করেন।

খ) ঝোসা ভাষায় ম্যান্ডেলার নাম ছিল .....।

গ) ম্যান্ডেলা ..... বছর জেলে ছিলেন।

ঘ) ম্যান্ডেলার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ..... খ্রিষ্টাব্দে আফ্রিকান সরকার সংবিধানের বৈষম্য বাতিল করেন।

ঙ) সর্বত্রই আমি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে ..... মিনিট পূর্বে উপস্থিত থেকেছি।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) ঝোসা ছিল	ক) অধ্যয়ন শেষ করেন।
খ) রোলিলালার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে	খ) তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।
গ) নেলসন ম্যান্ডেলা মেথোডিস্ট হাইস্কুলে	গ) মুক্তি দেওয়া হয়।
ঘ) নেলসনের বয়স যখন নয় বছর	ঘ) গাছের ডাল টেনে নিচে নামানো
ঙ) ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে	ঙ) একটি আফ্রিকান ভাষা।
	চ) তখন তার বাবা মারা যান।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ ম্যান্ডেলার পিতার নাম কী ছিল?

(ক) নোসিকেনী (খ) ঝোসা

(গ) হেনরী ম্যান্ডেল (ঘ) গাডলা হেনরী ম্যান্ডেলা

৩.২ কত বৎসর বয়সে নেলসন ম্যান্ডেলার ত্বকছেদ করা হয়।

(ক) ১৫ বছর (খ) ১৬ বছর

(গ) ১৭ বছর (ঘ) ১৮ বছর

৩.৩ কত খ্রিস্টাব্দে নেলসন ম্যান্ডেলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়?

(ক) ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে

৩.৪ নেলসন ম্যান্ডেলা কত খ্রিস্টাব্দে কারামুক্ত হন।

(ক) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে

৩.৫ নেলসন ম্যান্ডেলা দিনে কত ঘণ্টা কাজ করেন।

(ক) ৮ ঘণ্টা (খ) ১০ ঘণ্টা

(গ) ১২ ঘণ্টা (ঘ) ১৪ ঘণ্টা।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) নেলসন কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন?

খ) ত্বকছেদ কিসের বহিঃপ্রকাশ?

গ) নেলসন ম্যান্ডেলা কত বছর কারাভোগ করেন?

ঘ) ম্যান্ডেলা কত খ্রিস্টাব্দে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) নেলসন ম্যন্ডেলার বাল্যজীবন সম্পর্কে লেখ।

খ) প্রথম নিগ্রো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর নেলসন ম্যান্ডেলার প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?

নেলসন ম্যান্ডেলা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৩.১ নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন, ভালোবাসা ও সৎসাহস সম্পর্কিত শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১৩.১.১ নেলসন ম্যান্ডেলার সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করতে পারবে।

১৩.১.২ নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন থেকে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন ২টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : নেলসন ম্যান্ডেলা।

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪ আমরা অনেকেই আগে ..... বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন।

১৩.১.১ নেলসন ম্যান্ডেলার সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করতে পারবে।

১৩.১.২ নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন থেকে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোন দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. বিশ্বের মানচিত্র।
২. আফ্রিকান জনগোষ্ঠী বা সংস্কৃতির ছবি।
৩. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে ইংরেজদের শাসনামল, আফ্রিকান জনগোষ্ঠী ও নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমরা কি কখনো বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজ-উ-দৌলার নাম শুনেছ?	যে যে শিক্ষার্থী শুনে থাকবে তারা ও হ্যাঁ বলবে
২. সিরাজ-উ-দৌলা কে ছিলেন?	বাংলা বা সমগ্র বাংলা দেশের শেষ নবাব।
৩. সিরাজ-উ-দৌলা শেষ নবাব বলা হয় কেন?	কারণ ইংরেজরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে পরাজিত করে এ দেশের শাসনভার দখল করে নেয়।
৪. ইংরেজরা কত বছর আমাদের শাসন করে?	প্রায় দুশো বছর ধরে ইংরেজরা সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করেন।
৫. ইংরেজদের শাসনের সময় আমাদের অবস্থা কেমন ছিল?	আমাদের কোনো মানবাধিকার ছিল না। তারা আমাদের অত্যাচার নির্যাতন করত, আমাদের সম্পদ লুট করে তাদের দেশে নিয়ে যেত, অমানবিক কায়িক শ্রম করতে বাধ্য করত, ফসলের ভাগ ও অধিক কর আদায় করত ইত্যাদি।

৬. ইংরেজরা কি একইভাবে অন্য দেশও শাসন করেছে?	হ্যাঁ। যেমন, আফ্রিকা।
৭. আফ্রিকার মানুষ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তোমরা কী জান?	তাদের গায়ের রং কালো, অন্য সব জাতির মতো তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তারা পৃথিবীর নির্যাতিত ও অবহেলিত জাতি হিসেবে পরিচিত।
৮. তারা নির্যাতিত ও অবহেলিত কেন?	কেবলমাত্র তাদের গায়ের রং কালো বলে তারা বিভিন্ন রকম বৈষম্য, নির্যাতন ও অবহেলার শিকার ।
৯. তোমরা কি কখনো নেলসন ম্যান্ডেলার নাম শুনেছ?	কোন কোন শিক্ষার্থী শুনে থাকবে।
১০. নেলসন ম্যান্ডেলা কে?	আফ্রিকার কালো মানুষদের একজন মহান নেতা।

এরপর আজকের পাঠটি "নেলসন ম্যান্ডেলা" উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক বলবেন যে, আজকের পাঠের মাধ্যমে আমরা নেলসন ম্যান্ডেলার পরিচয়, শৈশবকাল এবং অত্যাচার ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে জন্মেও কীভাবে তিনি ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলছিলেন তা জানতে পারব। এরপর তিনি ছোট প্রার্থনা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ, জ্ঞান, বুদ্ধি, পাঠে মনোযোগ ইত্যাদি যাচঞা করবেন। অতঃপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন। যেমন,

১. বিশ্বের মানচিত্রে আফ্রিকার অবস্থান দেখাবেন।
২. আফ্রিকান জনগোষ্ঠী বা সংস্কৃতির ছবি দেখিয়ে তাদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন ও আগ্রহী করে তুলবেন।
৩. পাঠ্যপুস্তক থেকে নেলসন ম্যান্ডেলার ছবি দেখাবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. নেলসন ম্যান্ডেলা কোথায় ও কবে জন্মগ্রহণ করেন?
২. ঝোসা ভাষায় নেলসন ম্যান্ডেলার নাম ও নামের অর্থ কী?
৩. নেলসন ম্যান্ডেলার বাবা ও মায়ের নাম কী?
৪. শৈশবে নেলসন ম্যান্ডেলা কী কাজ করতেন?
৫. নেলসন ম্যান্ডেলা আইনজীবী হতে চাইলেন কেন?
৬. নেলসন ম্যান্ডেলা কোন্ স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া করেন?
৭. ত্বকচ্ছেদের প্রথাগত অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা কী বলেন?
৮. আফ্রিকার যুবকরা কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল?
৯. নেলসন ম্যান্ডেলা কখন প্রথাগত অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তার কথার অর্থ বুঝতে পারলেন?
১০. নেলসন ম্যান্ডেলা কী প্রতিজ্ঞা করলেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।

৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।

৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. নেলসন ম্যান্ডেলার ছবি আঁক।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম:

- **কারাগারে বন্দি জীবন এবং সাফল্য।**
- **প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা।**

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫ আফ্রিকান ন্যাশনাল .... মানুষে পরিণত করেছে।

১৩.১.১ নেলসন ম্যান্ডেলার সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করতে পারবে।

১৩.১.২ নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন থেকে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ

১. পূর্ব পাঠের অনুরূপ।

২. নেলসন ম্যান্ডেলার আরও ছবি (ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করতে পারেন)।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে বৈষম্য, বর্ণবাদ, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ধর, তোমরা বন্ধুরা মিলে ছোট একটি নাটক করবে, এই নাটকে যে স্বর্গদূতের অভিনয় করবে, তার জন্য কোন্ রঙের পোশাক বেছে নেবে?	সাদা।
২. আর যে শয়তানের অভিনয় করবে, তার জন্য কোন্ রঙের পোশাক বেছে নেবে?	কালো।
৩. শয়তানের পোশাকের রং সাদা দেবে না কেন?	কারণ সাদা পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, উত্তমতা ও আলোর প্রতীক।
৪. তাহলে কালো রং কিসের প্রতীক?	অপবিত্রতা, অশুদ্ধতা, মন্দতা, অন্ধকার, শোক ইত্যাদির প্রতীক।

৫. সব রঙইতো রং এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাহলে রঙের অর্থের এই পার্থক্য কারা সৃষ্টি করেছে?	মানুষ।
৬. তোমাদের কি মনে আছে, আফ্রিকান মানুষরা নির্যাতিত ও অবহেলিত কেন?	কেবলমাত্র তাদের গায়ের রং কালো বলে তারা বিভিন্ন রকম বৈষম্য, নির্যাতন ও অবহেলার শিকার।
৭. তাদের গায়ের রং কালো বলে তাদের নির্যাতন করা হতো কেন?	কারণ তাদের গায়ের রঙের জন্য তাদেরও অপবিত্র, মন্দ, অভিশপ্ত ইত্যাদি মনে করা হত।
৮. কারা আফ্রিকার কালো মানুষদের নির্যাতন করত?	সাদা মানুষরা।
৯. সাদা মানুষ ও কালো মানুষের মধ্যে এই যে মিথ্যা পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে তাকে কী বলে?	বর্ণবাদ বা বর্ণবৈষম্য।
১০. বর্ণবাদ কি ভালো?	না, কারণ সাদা বা কালো প্রত্যেকটি মানুষকেই স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। সকল মানুষের অধিকার সমান।
১১. মনে করে দেখতো, সকল মানুষের সমান অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?	গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন করার মাধ্যমে।

এরপর আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, আজকের পাঠের মাধ্যমে ইংরেজদের অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে নেলসন ম্যান্ডেলার প্রতিবাদ, কারাগারে বন্দি জীবন এবং শেষ পর্যন্ত কীভাবে তিনি জয়ী হয়েছিলেন, আমরা সকলে তা জানতে পারব।

মূল পাঠে যাবার পূর্বে তিনি শিক্ষার্থীদের একজনকে ছোট প্রার্থনা করতে বলবেন, যেন নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন পাঠ করে আমরা আমাদের জীবন গঠনের জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো :

১. অত্যন্ত সাধারণ কাজ করতেন, পিতার মৃত্যুর পর অন্যের বাড়িতে বাস করতেন এবং নির্যাতিত জাতির একজন ছিলেন, তথাপিও তাঁর নিজের প্রচেষ্টার ফলে তিনি অনেক বড় মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

২. তাঁর মনোযোগ ও গভীর পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা তাঁকে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন মানুষে পরিণত করেছিল।

৩. তিনি নাগরিক হিসেবে জাতীয় রীতি মেনে চলেছেন।

৪. স্বজাতির মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও সমবেদনা ছিল।

৫. অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য দীর্ঘদিন কারাভোগ করে তিনি তাঁর নিঃস্বার্থ আত্মদানের প্রমাণ রেখেছেন।

৬. অপরের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

৭. দেশের সংবিধান পরিবর্তন করার মাধ্যমে বর্ণবাদ ও জাতিগত বৈষম্যের মতো সামাজিক ও রাজনৈতিক মন্দ প্রথাকে তিনি সমূলে উপড়ে ফেলেছেন।

৮. তিনি মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করেছেন।

৯. মানুষের উন্নয়নের জন্য তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, দেশের ক্ষমতা বা নোবেল পুরস্কার পেয়ে তিনি তা ভুলে যাননি।
১০. তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেন ও সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেন।
১১. তিনি অনিয়ম ঘৃণা করেন।
১২. সব জায়গায় তিনি নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট পূর্বে উপস্থিত থাকেন।
১৩. তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।
১৪. তিনি মানবাধিকার আন্দোলন, মানব মর্যাদা এবং সম-অধিকারের মূর্ত প্রতীক।
১৫. তিনি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অত্যাচারের জগতে ভালোবাসার চিহ্ন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. নেলসন ম্যান্ডেলাকে গ্রেপ্তার করা হয় কেন?
২. নেলসন ম্যান্ডেলা কত বছর কারাভোগ করেন?
৩. নেলসন ম্যান্ডেলা কেন ও কী পুরস্কার লাভ করেন?
৪. নেলসন ম্যান্ডেলা কোন্ দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন?
৫. প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?
৬. নেলসন ম্যান্ডেলার সময়-নিষ্ঠা সম্বন্ধে কী জান?
৭. নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন সকলের অনুপ্রেরণার উৎস ব্যাখ্যা কর।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

শেষ বিচার

পৃথিবীতে আমরা এসেছি ঈশ্বরের ইচ্ছায়। যেদিন তিনি চাইবেন সেদিন আমাদের এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমাদের নিয়ে ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা আছে। ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর পরিকল্পনা জানি ও তাঁর দেখানো পথে চলি। পবিত্র বাইবেলের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সামনে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁর পুত্র যীশু খ্রিষ্ট হলেন আমাদের সামনে তাঁর দেখানো পথ। প্রভু যীশুর পথ অনুসরণ করে চললে আমরা শেষ বিচারে অনন্ত পুরস্কার লাভ করব।

শেষ বিচারের অর্থ

যুগের শেষ দিনে ঈশ্বর সারা পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষ ও দেবদূতদের বিচার করবেন। তিনি ভালো ও মন্দ কাজের ভিত্তিতে বিচার করে যে রায় দিবেন সেটাকেই শেষ বিচার বলা হয়। সেই বিচারেই প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারিত হবে। সেদিন ঠিক হবে কে যাবে স্বর্গে ও কে যাবে নরকে। চারটি মঙ্গালসমাচারে, বিশেষত মথি রচিত মঙ্গালসমাচারে এই কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শেষ দিনে সকল মানুষ পুনরুত্থান করবে। তখন খ্রিষ্ট সকল স্বর্গদূতকে সাথে নিয়ে আবার এই পৃথিবীতে আসবেন। তিনিই সকল মানুষের বিচার করবেন। তাঁর বিচারে যারা পুরস্কার পাবার যোগ্য তিনি তাদের পুরস্কার দিবেন। কিন্তু যারা শাস্তি পাবার যোগ্য তাদের শাস্তি দিবেন।

শেষ বিচারের মানদণ্ড

ঈশ্বর সারা পৃথিবীর সকল মানুষ ও দেবদূতদের বিচার করবেন। তিনি এই বিচারের ভার দিবেন তাঁর পুত্র যীশু খ্রিষ্টের হাতে। যীশু খ্রিষ্ট মানুষের বিচার করবেন মানুষেরই নিজ নিজ জীবন অর্থাৎ কে কী রকম কাজ করেছে সেই অনুসারে। প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বলা হয়েছে : "আরও দেখলাম, বেশ বড় একটা সাদা সিংহাসন, আর সেই সিংহাসনে যিনি বসে আছেন, তাঁকেও। পৃথিবী ও আকাশ তাঁর সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে গেল; কোন চিহ্নই রইল না তাদের। তারপর আমি দেখতে পেলাম, সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে যত মৃত মানুষ, ছোট বড় সকলেই। সেই সময়ে কয়েকটি গ্রন্থ খোলা হলো; শেষে খোলা হলো আর একটি গ্রন্থ: সেটি হলো জীবনগ্রন্থ। মৃতেরা জীবনে যা–যা করেছে, এই সম্বন্ধে ওই

গ্রন্থগুলোতে যা–কিছু লেখা ছিল, সেই অনুসারেই তখন তাদের বিচার করা হলো" (প্রত্যাদেশ ২০:১১–১২)।

মৃত্যুর পরে ছোটবড় সকল মানুষকেই বিচারের জন্য যীশুর সামনে হাজির হতে হবে।

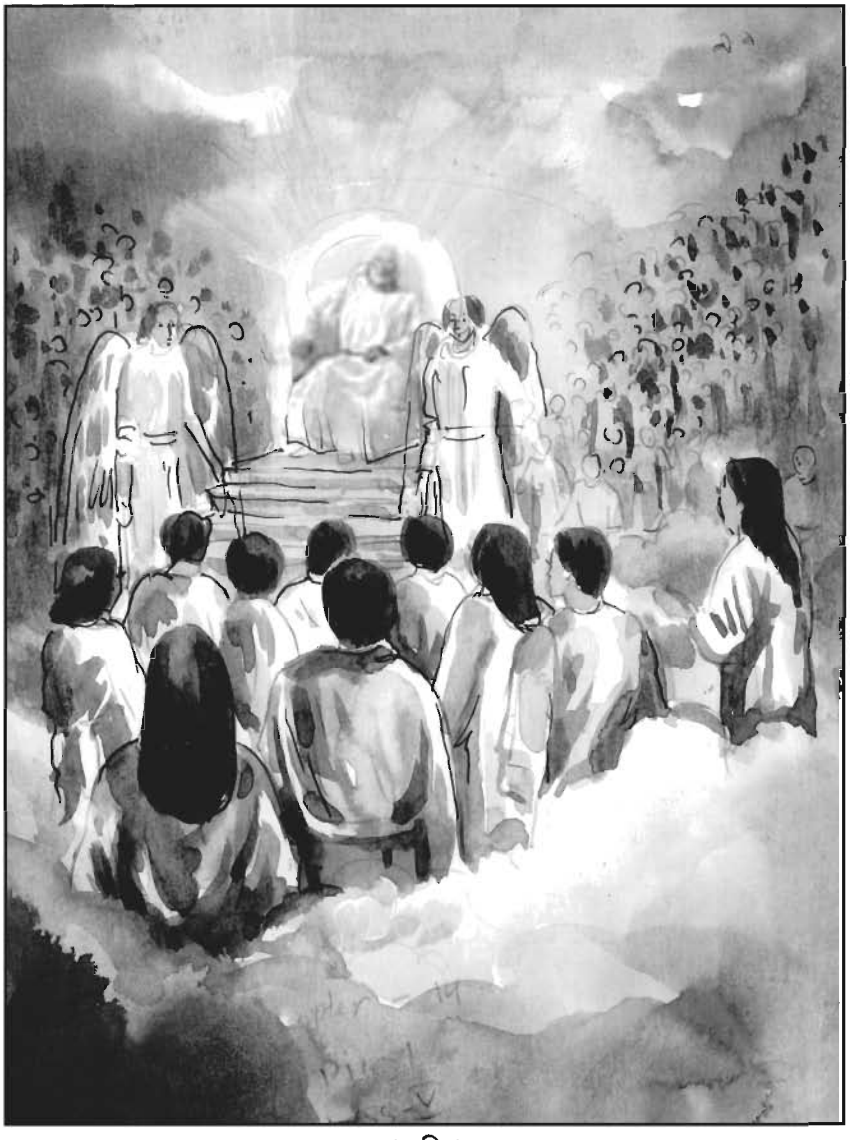

শেষ বিচার

ভ্রাতৃপ্রেমের মানদণ্ডে যীশু খ্রিষ্ট আমাদের বিচার করবেন। জীবনকালে মানুষ যেসব ভালো বা মন্দ কাজ করেছে তা সবই জীবনগ্রন্থে লেখা হচ্ছে। সেই অনুসারে মানুষের পুরস্কার বা শাস্তি হবে। মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে বলা হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিনে মানব

পুত্র অর্থাৎ যীশু খ্রিষ্ট সকল মানুষকে দুইভাগে ভাগ করবেন। মেষ ও ছাগ যেভাবে আলাদা করা হয় সেভাবে সব মানুষকে ভাগ করা হবে। যারা দীনদুঃখী ও অবহেলিত মানুষদের সেবা করেছে তাদের তুলনা করা হবে মেষের সাথে। তাদের বসানো হবে ডান দিকে, অর্থাৎ সম্মানজনক স্থানে। যারা দীনদুঃখী ও অবহেলিত মানুষদের সেবা করে নি তাদের তুলনা করা হয়েছে ছাগদের সাথে। তাদের বসানো হবে বাম দিকে। পরে ডানদিকের মানুষদেরকে খ্রিষ্ট প্রশংসা করবেন ও তাদেরকে স্বর্গে পাঠাবেন। সেখানে তারা ঈশ্বরের সাথে চিরসুখের স্থানে বাস করবে। কিন্তু বাম দিকের মানুষদের তিনি তিরস্কার করবেন ও পাঠাবেন নরকে। সেখানে তারা শয়তানের সঙ্গে চিরদিন কষ্টভোগ করতে থাকবে। যেসব দেবদূত পাপ করেছেন, শেষ বিচারের দিনে তাঁদেরও বিচার করা হবে। এই ব্যাপারে সাধু পিতরের ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে : "যে–সমস্ত স্বর্গদূত পাপ করেছিলেন, পরমেশ্বর তো তাঁদের রেহাই দেন নি। তিনি তো তাঁদের নরকের গভীরে ঠেলে দিয়ে সেখানে তমসাময় যত গর্তের মধ্যেই তাঁদের ফেলে রেখেছেন। তাঁদের একদিন বিচার করা হবে বলে তাঁদের সেখানে বন্দি রাখাই হবে" (২ পিতর ২:৪)।

শেষ বিচারের জন্য প্রস্তুতি

আমরা চাই বা না চাই শেষ বিচারে আমাদের হাজির হতেই হবে। এটি কেউ এড়িয়ে যেতে পারবে না। সেজন্যে আমাদের সকলকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। এই প্রস্তুতির সময় শুরু হয় আমাদের দীক্ষাগ্রহণের সময় থেকে এবং চলতে থাকবে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করে আমরা শেষ বিচারের জন্য প্রস্তুত হতে পারব।

১। সকালে ঘুম থেকে জেগে প্রাতকালীন প্রার্থনা করা। সারাদিন ভালো থাকার জন্য প্রতিজ্ঞা করা। ঈশ্বরের কাছে শক্তি চাওয়া যেন সারাদিন ভালোপথে চলতে পারি।

২। নিজের কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে করা।

৩। দিনে যতদূর সম্ভব কিছু ভালো কাজ যেমন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্তকে জল দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীদের সেবা ইত্যাদি কাজ করা।

৪। দিনে অন্তত একবার পবিত্র বাইবেল থেকে কিছু অংশ পাঠ করা।

৫। পরিবারের সকলকে নিয়ে সান্ধ্য প্রার্থনা করা। সকলকে যে দিন পাওয়া না যায় সেদিন একাই প্রার্থনা করা।

৬। রাতে ঘুমাবার আগে বিবেক পরীক্ষা করা। দিনে কোনো ব্যর্থতা বা কোনো পাপ করে থাকলে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া। আগামী দিন যেন

আর পাপ না হয় সেজন্য প্রতিজ্ঞা করা ও ঈশ্বরের কাছে শক্তি চাওয়া।
যীশু আমাদের বন্ধু। তিনি আমাদের সকলকে স্বর্গে যাওয়ার পথ দেখানোর জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। আমরা তাঁর পথে চললে অর্থাৎ তাঁর পরামর্শ অনুসারে জীবন যাপন করলে শেষ বিচারে পুরস্কার পাব।

গান গাই

যা–কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি
করেছ তা আমার প্রতি (৪)।
খাদ্য দিয়েছ আমায় তুমি ক্ষুধিত যখন ছিলেম আমি
তৃষিত যখন ছিলেম আমি তৃষ্ণা মিটালে আমায় তুমি।

কী শিখলাম

শেষ বিচারের সময় ভালো কাজের জন্য পুরস্কার হিসেবে স্বর্গে পাঠান হবে। মন্দ কাজের জন্য শাস্তি হিসেবে নরকে পাঠান হবে। শেষ বিচারের জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ ভালো পথে চলার উপায়ও জানতে পারলাম।

পরিকল্পিত কাজ

শেষ বিচারের পাঁচটি মানদণ্ড লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) আমাদের নিয়ে ঈশ্বরের একটা ------ আছে।
খ) তাঁর পুত্র যীশু খ্রিষ্ট হলেন আমাদের সামনে তাঁর -------- পথ।
গ) ঈশ্বর সারা পৃথিবীর সকল মানুষ ও -------- বিচার করেন।
ঘ) শেষ বিচারের দিনে মানবপুত্র অর্থাৎ ------- সকল মানুষকে দুইভাগে ভাগ করেন।
ঙ) দিনে অন্তত একবার পবিত্র ---------থেকে কিছু অংশ পাঠ করা।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) যারা শাস্তি পাবার যোগ্য	ক) পাঠাবেন নরকে।
খ) যারা দীনদুঃখী অবহেলিত মানুষদের সেবা করে নি	খ) আমাদের হাজির হতেই হবে।
গ) বাম দিকের মানুষদের তিনি তিরস্কার করেন ও	গ) সূর্যের মতোই দীপ্তিমান হয়েই উঠবে।
ঘ) আমরা চাই বা না চাই কোন শেষ বিচারে	ঘ) প্রস্তুত হতে পারবে।
ঙ) সেদিন ধার্মিকেরা তাদের পিতার সেই রাজ্যে	ঙ) তাদের শাস্তি দিবেন।
	চ) তাদের তুলনা করা হয়েছে ছাগদের সাথে।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ ঈশ্বর কখন পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষ ও দেবদূতদের বিচার করবেন?

(ক) মৃত্যুর দিন (খ) যুগের শেষ দিন

(গ) প্রত্যেক দিন (ঘ) প্রত্যেক মুহূর্তে

৩.২ কার অনুসরণ করে আমরা শেষ বিচারে অনন্ত পুরস্কার লাভ করব?

(ক) প্রভুর যীশুর (খ) স্বর্গদূতদের

(গ) কুমারী মারিয়ার (ঘ) ধার্মিকদের

৩.৩ মৃত্যুর পর সব মানুষকেই কিসের জন্য যীশুর সামনে হাজির হতে হবে?

(ক) পুরস্কার পাবার জন্য (খ) বিচারের জন্য

(গ) ক্ষমা পাবার জন্য (ঘ) অনুতপ্ত হবার জন্য

৩.৪ যেসব দেবদূত পাপ করেছে শেষ দিনে কী করা হবে?

(ক) ক্ষমা করা (খ) বিচার করা

(গ) বন্দি করা (ঘ) রক্ষা করা

৩.৫ শেষ বিচারের প্রস্তুতির জন্য কী করতে পারি?

(ক) প্রার্থনা করতে পারি (খ) ঘুমাতে পারি

(গ) আমোদ প্রমোদ করতে পারি (ঘ) খেলাধুলা করতে পারি।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) পরিবারের সবাইকে নিয়ে কী করতে পারি?

খ) সবসময় ভালো থাকার জন্য কী করবে?

গ) মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে মানুষকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ঘ) শেষ বিচার সম্পর্কে সাধু পিতরের ধর্মগ্রন্থে কী বলা হয়েছে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) শেষ বিচারের জন্য কী কী উপায়ে প্রস্তুতি নিতে পার উল্লেখ কর?

খ) কীভাবে শেষ বিচারের মানদণ্ড নিরূপণ করা হবে।

শেষ বিচার।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৪.১ শেষ বিচার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১৪.১.১ শেষ বিচারের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১৪.১.২ মানুষের শেষ বিচার কীভাবে হবে তা বর্ণনা করতে পারবে।

১৪.১.৩ শেষ বিচারের জন্য যীশু কীভাবে প্রস্তুত হতে বলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

১৪.১.৪ সেবাকাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেষ বিচারের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

পাঠ বিভাজন ৩টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : শেষ বিচারের অর্থ।

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৭৮ পৃথিবীতে আমরা ..... তাদের শাস্তি দিবেন।

শিখনফল

১৪.১.১ শেষ বিচারের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. পবিত্র বাইবেল।

২. একটি মানুষের সামনে দুটি পথের ছবি : স্বর্গের ও নরকের।

৩. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।

৪. একটি বড় কাগজে বড় বড় করে লেখা: "যীশু বলেন, আমি পথ, সত্য ও জীবন।"

৫. শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের জন্য বড় সাদা কাগজ ও রং পেন্সিল।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে মানুষের মৃত্যু ও পুনরুত্থান, স্বর্গ ও নরক এবং শেষ বিচার সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমরা করতে পার, এমন কয়েকটি ভালো কাজের নাম বল দেখি।	বিভিন্নজন বিভিন্নরকম উত্তর দিতে পারে, যেমন প্রার্থনা করা, বাইবেল পাঠ করা, পিতামাতার বাধ্য থাকা, ভাইবোন ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, গরিব দুঃখীদের সাহায্য করা ইত্যাদি।
২. তোমরা কীভাবে জান যে এগুলো ভালো কাজ?	পিতামাতা, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও গুরুজনেরা আমাদের বলেছেন।

৩. তোমরা যখন এই ভালো কাজগুলো কর, তখন কী হয়?	বিভিন্নজন বিভিন্নরকম উত্তর দিতে পারে, যেমন সবাই আমাদের ভালোবাসে, আদর করে, প্রশংসা করে, এমনকি শখের জিনিস কিনে দিয়ে পুরস্কৃত করে ইত্যাদি।
৪. আর যখন তোমরা ভালো কাজ না করে খারাপ কাজ কর, তখন কী হয়?	বিভিন্নজন বিভিন্নরকম উত্তর দিতে পারে, যেমন সকলে আমাদের ওপর বিরক্ত হয়, আমাদের বকা দেয়, শখের কিছু চাইলে রাগ করে এবং আমাদের সম্বন্ধে ভালো কথা বলে না।
৫. তাহলে কেউ আমাদের ভালো ছেলেমেয়ে না দুষ্ট ছেলেমেয়ে বলবে, পুরস্কার দিবে না বকা দিবে, তা কিসের ওপর নির্ভর করে?	আমরা কীভাবে কী করছি তা বিচার করে তারা আমাদের ভালো বা দুষ্ট ছেলেমেয়ে বলে। আমরা ভালো হলে আমাদের পুরস্কার দেয় আর দুষ্ট হলে আমাদের বকা দেয়।
৬. মানুষের মতো ঈশ্বরও কী আমাদের বিচার করেন?	হ্যাঁ, তিনিও আমাদের সব কাজ দেখেন, সব কথা শোনেন, এমনকি আমাদের সব গোপন চিন্তা ভাবনাও তিনি জানেন।
৭. ঈশ্বর কখন আমাদের বিচার করেন?	আমরা এই পৃথিবীতে থাকতেই তিনি আমাদের বিচার করেন। সেজন্য কখনো কখনো আমাদের মঙ্গল হয় আবার কখনো কখনো আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট নেমে আসে।
৮. আমরা যখন মৃত্যুবরণ করে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব তখন কীভাবে তিনি আমাদের বিচার করবেন?	আমরা সকলেই পুনরুত্থান করে ঈশ্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াব, তখন তিনি একবারই আমাদের সারা জীবনের সব কথা, কাজ ও আচরণের বিচার করবেন।
৯. এই বিচারকে কী বলা হয়?	শেষ বিচার।
১০. শেষ বিচারে ঈশ্বর কী ঠিক করবেন?	কে কে স্বর্গে ঈশ্বরের সঙ্গে আনন্দে থাকবে আর কে কে নরকে অনন্ত আগুনে পুড়বে।
১১. আমরা কীভাবে স্বর্গে যেতে পারব?	পবিত্র বাইবেলের মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই অনুসারে জীবন যাপন করে।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। তিনি বলবেন যে, একদিন আমাদের সকলকেই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে আর সেই বিচারেই ঈশ্বর ঠিক করবেন তিনি আমাদের পুরস্কার দিবেন না শাস্তি দিবেন। পুরস্কার পেতে হলে আমাদের যীশুর দেখানো পথে চলতে হবে। শিক্ষক ছোট প্রার্থনা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ, জ্ঞান, বুদ্ধি, পাঠে মনোযোগ ইত্যাদি যাচঞা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। এরপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

১. পবিত্র বাইবেল, বিশেষ করে চারটি মঙ্গলসমাচার দেখিয়ে যীশুর দেখানো পথ অর্থাৎ তাঁর শিক্ষা বাইবেলের কোন্ কোন্ পুস্তকে আছে তা দেখাবেন।

২. একটি মানুষের সামনে দুটি পথের ছবি দেখিয়ে দুই রকমের পথ, যীশুর দেখানো স্বর্গের পথ ও শয়তানের দেখানো নরকের পথ ব্যাখ্যা করবেন।

৩. পাঠ্যপুস্তকের ছবি দেখিয়ে শেষ বিচার ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. আমরা কার ইচ্ছায় পৃথিবীতে এসেছি?
২. আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কী?
৩. ঈশ্বর কীভাবে আমাদের কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন?
৪. আমাদের সামনে ঈশ্বরের দেখানো পথ কী?
৫. আমরা কীভাবে অনন্ত পুরস্কার লাভ করব?
৬. শেষ বিচার কী এবং কখন হবে?
৭. শেষ বিচারে কী নির্ধারিত হবে?
৮. চারটি মঙ্গলসমাচার কী কী?
৯. মথি'র মঙ্গলসমাচারে শেষ বিচার সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে?
১০. কে সকল মানুষের বিচার করবেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

বড় সাদা কাগজে "যীশু বলেন, আমি পথ, সত্য ও জীবন" লিখে রং কর।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : শেষ বিচারের মানদণ্ড।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৭৮-৮০ ঈশ্বর সারা পৃথিবীর .... রাখাই হবে (২ পিতর ২:৪)।

শিখনফল

১৪.১.২ মানুষের শেষ বিচার কীভাবে হবে তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।
২. পবিত্র বাইবেল।
৩. বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ বা সাধু সাধ্বীদের জীবনী লেখা বই।
৪. দাঁড়ি পাল্লা বা কোনো পরিমাপক যন্ত্র।
৫. সেবামূলক কাজের ছবি।
৬. নির্যাতন বা নিষ্ঠুর আচরণের যে কোনো ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পূর্বপাঠ "শেষ বিচারের অর্থ" এর ওপর দুই একটি প্রশ্ন করবেন ও সকলে পূর্ব দিনের পরিকল্পিত কাজটি করেছে কি না তা দেখবেন। অতঃপর ঈশ্বর কীভাবে শেষ বিচার করবেন, মানদণ্ড আসলে কী, বাইবেলে ভ্রাতৃপ্রেম বলতে কী বুঝানো হয়েছে ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবার জন্য নিম্নলিখিত ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের কি মনে আছে, কে আমাদের শেষ বিচার করবেন?	ঈশ্বর এই দায়িত্ব প্রভু যীশু খ্রিষ্টকে দিয়েছেন।
২. শেষ বিচারে যীশু কী ঠিক করবেন?	কে কে স্বর্গে ঈশ্বরের সঙ্গে আনন্দে থাকবে আর কে কে নরকে অনন্ত আগুনে পুড়বে।
৩. তিনি কীভাবে এই বিচার করবেন? করেছি কি না তার আলোকে।	পবিত্র বাইবেলের মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই অনুসারে আমরা জীবন যাপন
৪. যীশুর প্রধান শিক্ষা কী?	ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা।
৫. যীশু কীভাবে জানবেন আমরা প্রতিবেশীকে ভালোবেসেছি কি না?	বাইবেলের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের প্রত্যেকটি ভালো বা মন্দ কাজ জীবন পুস্তকে লেখা আছে।
৬. যীশু কি শুধু মানুষের বিচার করবেন?	না, তিনি স্বর্গদূতদেরও বিচার করবেন।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠটি "শেষ বিচারের মানদণ্ড" উপস্থাপন করবেন। তিনি বলবেন যে, এই পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারব কীভাবে যীশু খ্রিষ্ট আমাদের শেষ বিচার করবেন। তিনি একজন শিক্ষার্থীকে ছোট প্রার্থনা করতে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

১. পাঠ্যপুস্তকের ছবি দেখিয়ে শেষ বিচার ব্যাখ্যা করবেন।
২. পবিত্র বাইবেল থেকে প্রত্যাদেশ বা প্রকাশিত বাক্য পুস্তক বের করে ২০:১১-১২ পদ একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পাঠ করাবেন।
৩. বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ বা সাধু সাধ্বীদের জীবনী লেখা বই দেখিয়ে আমাদের জীবনের সকল কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচরণ এমনকি আমাদের চিন্তা ভাবনাও যে ঈশ্বরের কাছে রক্ষিত জীবন গ্রন্থে লেখা হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করবেন।
৪. দাঁড়িপালা বা কোনো পরিমাপক যন্ত্র দেখিয়ে "মানদণ্ড" ব্যাখ্যা করবেন। শিক্ষক বলবেন যে, মানদণ্ড দিয়ে আমরা যেমন কোনো কিছু কম বেশি ইত্যাদি পরিমাপ করি, ঠিক তেমনি ভাইবোনদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বা ভ্রাতৃপ্রেম দিয়ে আমরা ভালো না মন্দ কাজ করেছি তা জানা যাবে।
৫. সেবামূলক কাজের ছবি দেখিয়ে ভ্রাতৃপ্রেম ব্যাখ্যা করবেন।
৬. নির্যাতন বা নিষ্ঠুর আচরণের ছবি দেখিয়ে শয়তানের কাজ ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. ঈশ্বর কার্ হাতে শেষ বিচারের ভার দিয়েছেন?
২. প্রভু যীশু কাদের কাদের বিচার করবেন?
৩. জীবন গ্রন্থ কী? এতে কী কী লেখা হচ্ছে?
৪. কিসের মানদণ্ডে যীশু মানুষের বিচার করবেন?
৫. ভ্রাতৃপ্রেম বলতে তুমি কী বুঝ?
৬. মথি'র মঙ্গলসমাচারে মেষের সাথে কাদের তুলনা করা হয়েছে?
৭. বাম দিকে কাদের বসানো হবে?
৮. শেষ বিচার সম্পর্কে সাধু পিতরের ধর্মগ্রন্থে কী বলা হয়েছে?
৯. কীভাবে শেষ বিচারের মানদণ্ড নিরূপণ করা হবে?
১০. প্রত্যাদেশ বা প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের ২০:১১-১২ পদে কী লেখা আছে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা
পূর্ব পাঠের অনুরূপ
পরিকল্পিত কাজ
সকলে মিলে "যা কিছু তুমি করেছ ..." বা সেবা বিষয়ে অন্য কোনো গান কর।
যা কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি
করেছ তাই আমার প্রতি (৪)

১. খাদ্য দিয়েছ আমায় তুমি, ক্ষুধিত যখন ছিলেম আমি,
তৃষিত যখন ছিলেম আমি, তৃষ্ণা মিটালে আমায় তুমি।
২. দুয়ার খুলেছ আমায় তুমি, গৃহহীন যখন ছিলেম আমি,
মলিন বেশে ছিলেম যখন, বস্ত্র দিয়েছ তুমি তখন।
৩. ক্লান্ত যখন ছিলেম আমি, শক্তি এনেছ আমায় তুমি,
ভীত যখন ছিলেম আমি, অভয় দিয়েছ শুধুই তুমি।

– লেখক : বার্থলোমিও সাহা

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : শেষ বিচারের জন্য প্রস্তুতি।
পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৮০-৮১ আমরা চাই ..... শেষ বিচারে পুরস্কার পাব।

শিখনফল
১৪.১.৩ শেষ বিচারের জন্য যীশু কীভাবে প্রস্তুত হতে বলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.১.৪ সেবাকাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেষ বিচারের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. পবিত্র বাইবেল।
২. পারিবারিক প্রার্থনা বা প্রার্থনারত একটি শিশুর ছবি।
৩. সেবাকাজের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। এরপর পূর্ব পাঠের ওপর দুই একটি প্রশ্ন করবেন, বিশেষ করে ভাইবোনদের ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা কীভাবে যীশুর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি। অতঃপর শেষ বিচারের জন্য আমরা কীভাবে প্রস্তুত হতে পারি তা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবার জন্য নিম্নলিখিত ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. স্কুলে আসার আগে তোমরা কীভাবে প্রস্তুত হও?	রুটিন দেখে বাড়ির কাজ করি, আজকের পাঠগুলো দেখি, তারপর স্নান করি বা মুখ হাত পা পরিষ্কার করি, ইউনিফর্ম পরি, স্কুলব্যাগ গুছাই, টিফিন ও পানির ফ্লাস্ক ইত্যাদি নিই।
২. যদি এভাবে প্রস্তুত না হয়ে স্কুলে আস, তাহলে কী হবে?	ইউনিফর্ম না পরে আসলে দারোয়ান স্কুলে ঢুকতে দিবে না, বাড়ির কাজ না করে আসলে বন্ধুদের সামনে লজ্জা পাব, স্কুলব্যাগে বই খাতা ঠিকমতো গুছিয়ে না আনলে ক্লাসের সময় অসুবিধা হবে ইত্যাদি।

৩. তাহলে তোমরা সবাই একমত যে স্কুলে আসার আগে আমাদের সঠিকভাবে প্রস্তুত হতে হয়, তাই না?	হ্যাঁ।
৪. আর কিসের কিসের জন্য আমাদের আগে থেকেই প্রস্তুত হতে হয়?	সব কাজের জন্য।
৫. কয়েকটি উদাহরণ দাও।	দূরে কোথাও যাত্রা করার আগে, পরীক্ষার আগে, কোনো অনুষ্ঠানে নাচ গান করার আগে, এমনকি খেলাধুলা করার আগে আমাদের প্রস্তুত হতে হয়।
৬. কোন কাজের আগে সঠিকভাবে প্রস্তুত হলে কী লাভ হয়?	কাজটি করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না, বরং সহজেই আমরা সফল হতে পারি।
৭. তাহলে শেষ বিচারের জন্যও আমাদের আগে থেকে প্রস্তুত হতে হবে, তাই না?	হ্যাঁ, তাহলে আমরা শেষ বিচারে উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্গে যেতে পারব।
৮. শেষ বিচারের জন্য আমরা কীভাবে প্রস্তুত হব?	নিয়মিত বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করে, পবিত্র ও সুন্দর জীবন গঠন করে, প্রতিবেশীকে ভালোবেসে ও সাহায্য করে ইত্যাদি।
৯. আমাদের শেষ বিচার কখন হবে?	আমাদের মৃত্যুর পর আমরা পুনরুত্থান করব, তারপরে আমাদের শেষ বিচার হবে।
১০. তাহলে শেষ বিচারের জন্য আমাদের কখন প্রস্তুত থাকতে হবে?	সবসময়, কারণ আমরা জানি না কখন আমাদের মৃত্যু হবে এবং যে কোনো সময় তা ঘটতে পারে।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠ উপস্থাপন করবেন। তিনি বলবেন যে, এই পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারব কীভাবে আমরা শেষ বিচারের জন্য নিজেদের সবসময় প্রস্তুত রাখতে পারি। শিক্ষক ছোট প্রার্থনা করবেন ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পরে পরে বলবে। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। তারপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. শেষ বিচারের জন্য আমাদের কতদিন ধরে প্রস্তুত হতে হবে?
২. সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই আমাদের কী করা উচিত?
৩. রাতে ঘুমাবার আগে আমাদের কী করা উচিত?
৪. কী করলে আমরা শেষ বিচারে পুরস্কার পাব?
৫. শেষ বিচারের জন্য কী কী উপায়ে প্রস্তুতি নিতে পার উল্লেখ কর।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

শেষ বিচারের পাঁচটি মানদণ্ড লেখ।

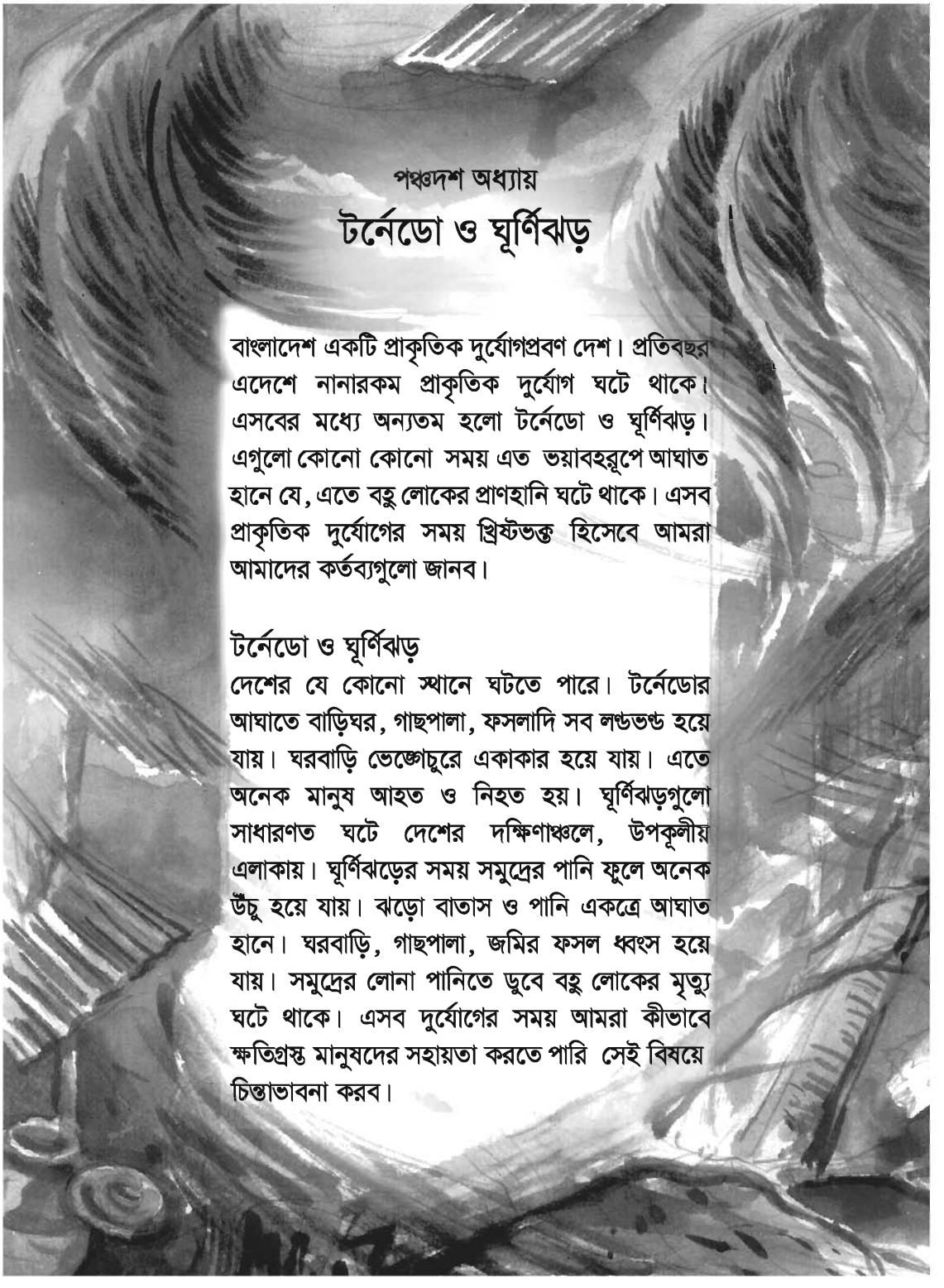

পঞ্চদশ অধ্যায়

টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতিবছর এদেশে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে থাকে। এসবের মধ্যে অন্যতম হলো টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়। এগুলো কোনো কোনো সময় এত ভয়াবহরূপে আঘাত হানে যে, এতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে থাকে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খ্রিষ্টভক্ত হিসেবে আমরা আমাদের কর্তব্যগুলো জানব।

টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়

দেশের যে কোনো স্থানে ঘটতে পারে। টর্নেডোর আঘাতে বাড়িঘর, গাছপালা, ফসলাদি সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ঘরবাড়ি ভেঙ্গেচুরে একাকার হয়ে যায়। এতে অনেক মানুষ আহত ও নিহত হয়। ঘূর্ণিঝড়গুলো সাধারণত ঘটে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে, উপকূলীয় এলাকায়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় সমুদ্রের পানি ফুলে অনেক উঁচু হয়ে যায়। ঝড়ো বাতাস ও পানি একত্রে আঘাত হানে। ঘরবাড়ি, গাছপালা, জমির ফসল ধ্বংস হয়ে যায়। সমুদ্রের লোনা পানিতে ডুবে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে থাকে। এসব দুর্যোগের সময় আমরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তা করতে পারি সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করব।

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে করণীয়

১। সহজে যোগাযোগ করা যায় এমন কয়েকটি জরুরি ফোন নম্বর সংগ্রহ করা।

২। সবচেয়ে দৃঢ় ঘর অর্থাৎ বাতাসে উড়ে যাবার সম্ভাবনা কম এমন ঘরটিকে বেছে নিয়ে সেখানে আশ্রয় নেওয়া।

৩। একটি ব্যাগে জরুরি কিছু জিনিসপত্র যেমন, প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র, টর্চ লাইট, বাড়তি ব্যাটারিসহ ছোট একটা রেডিও, মোমবাতি, দিয়াশলাই, প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও দলিলপত্র, কিছু শুকনা খাবার সংগ্রহ করা।

৪। নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা, সবসময় টেলিভিশন বা রেডিওতে খবর শোনা ও সরকারি নির্দেশ অনুসরণ করা।

৫। ঘরের চাল যথেষ্ট শক্ত করে খুঁটির সাথে বাঁধা আছে কি না তা দেখা।

৬। বাড়ির বাইরে এখানে ওখানে কোনো টিন বা এরকম কোনো আলগা জিনিসপত্র যেন না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা। কারণ সেগুলো বাতাসে উড়ে গিয়ে কারও গায়ে লেগে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

৭। গরুবাছুর, হাঁসমুরগি ইত্যাদি গবাদি পশুর জন্য আগেই কোনো ব্যবস্থা করে রাখা।

৮। যথেষ্ট পানি ধরে রাখা, যেন পরে খাবার পানি সরবরাহ করা না হলেও ঘরে পানির অভাব না থাকে।

৯। যথেষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখা।

১০। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের লাইন বন্ধ করে দেওয়া।

১১। ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত নিশ্চিত হলে বাড়ির সবাইকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া।

ঘূর্ণিঝড়ের সময় করণীয়

১। বাড়ির সব সদস্য যেন ঘরের ভিতরে থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা।

২। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো হাতের কাছে রাখা।

৩। রেডিও বা টেলিভিশনের নির্দেশনা শুনতে থাকা।

৪। প্রার্থনা করতে থাকা, যেন ঈশ্বর এই বিপদ থেকে সকলকে রক্ষা করেন।

দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় শিক্ষা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের কোনো হাত নেই, একথা সত্য। কিন্তু দুর্যোগকবলিত মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার ব্যাপারে তো কোনো বাধা নেই। বরং নির্দেশনা আছে যেন মানুষ পরস্পরের সহায়তায় এগিয়ে যায়। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি প্রতিবেশী সম্পর্কে প্রভু যীশুর শিক্ষার কথা। বিদেশি হয়ে সামারীয় (শমরীয়) যে লোকটি আহত

লোকটিকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল সে–ই প্রকৃত প্রতিবেশী। আমরাও যদি দুর্যোগপূর্ণ সময়ে দুর্যোগকবলিত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসি তখন আমরা তাদের প্রতিবেশী হয়ে উঠি। কিন্তু তাদের প্রয়োজন দেখেও যদি কিছু না করি তবে আমরা খ্রিষ্টীয় আচরণ করি না। এখানে আমরা আরও স্মরণ করতে পারি যীশুর সেই কথাগুলো: আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খাদ্য দিয়েছ; যখন তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আমাকে জল দিয়েছ; যখন বস্ত্রহীন ছিলাম, তখন আমাকে বস্ত্র দিয়েছ . . . । কাজেই দুর্যোগ কবলিত আশ্রয়হীন, বস্ত্রহীন, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, রোগপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো একজন খ্রিষ্টানের অবশ্য করণীয়।

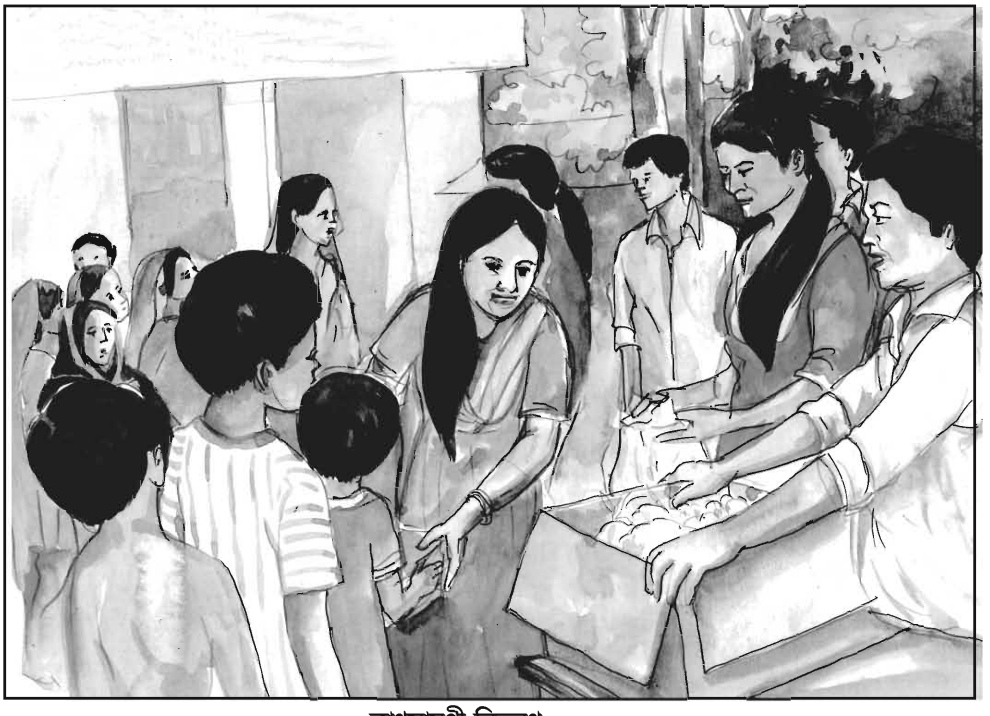

ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

ঘূর্ণিঝড়ের পরে করণীয়

১। ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে তা বিতরণের ব্যবস্থা করা;

২। যদি কেহ নিহত হয়ে থাকে তাদের সৎকারের ব্যবস্থা করা;

৩। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া;

৪। বিপন্ন মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়স্থানে নিয়ে যাওয়া ও তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বিশুদ্ধ পানীয়ের ব্যবস্থা করা।

৫।মানসিক সুস্থতার জন্য প্রতিনিয়ত পরামর্শ প্রদান করা;

কী শিখলাম

প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের হাত নেই। দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মানুষের পাশে থাকা আমাদের খ্রিষ্টীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পরিকল্পিত কাজ

দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে একজন খ্রিষ্টভক্ত হিসেবে ব্যক্তিগত ও সমবেতভাবে কী কী করতে পার তা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক --- দেশ।

খ) ঘূর্ণিঝড়ের সময় ----- পানি ফুলে অনেক উঁচু হয়ে যায়।

গ) ঘূর্ণিঝড় সাধারণত ঘটে দেশের ---------।

ঘ) নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য ----- করা।

ঙ) বিদ্যুৎ ও ----- লাইন বন্ধ করে দেওয়া।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) প্রতিবছর এদেশে নানারকম	ক) নগদ টাকা হাতে রাখা।
খ) টর্নেডোর আঘাতে বাড়িঘর গাছপালা	খ) নির্দেশনা শুনতে থাকা।
গ) যথেষ্ট পরিমাণ	গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে।
ঘ) রেডিও বা টেলিভিশনে	ঘ) ফসলাদি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।
ঙ) প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো	ঙ) জনগণকে যথেষ্ট সতর্ক করা হয়েছিল।
	চ) হাতের কাছে রাখা।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ ঘূর্ণিঝড়ের সময় রেডিও বা টেলিভিশনের নির্দেশনা কী করতে হবে।

(ক) মানতে হবে (খ) শুনতে হবে

(গ) বুঝতে হবে (ঘ) পালন করতে হবে

৩.২ ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে কী করতে হবে ?

(ক) বিতরণ করতে হবে (খ) বিক্রি করতে হবে

(গ) জমা করে রাখতে হবে (ঘ) নিজের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে

৩.৩ দুর্যোগে আমাদের করণীয় কী?

(ক) পরস্পরকে সাহায্য করা (খ) সহভাগিতা করা

(গ) অবহেলা করা (ঘ) ঘৃণা করা

৩.৪ আহতদের জন্য কী করা দরকার?

(ক) ডাক্তার দেখানো (খ) চিকিৎসা করা

(গ) সেবা করা (ঘ) খাবার দেওয়া

৩.৫ ঘূর্ণিঝড় সাধারণত দেশের কোন অঞ্চলে ঘটে?

(ক) পূর্ব অঞ্চলে (খ) পশ্চিমাঞ্চলে

(গ) দক্ষিণাঞ্চলে (ঘ) উত্তরাঞ্চলে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) দুর্যোগের সময় খ্রিষ্টের শিক্ষা অনুসারে কী করণীয়?

খ) ঘূর্ণিঝড়ের পরে করণীয় কী?

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে কী কী অন্যতম?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) ঘূর্ণিঝড়ের আগে আমাদের করণীয় কী কী লেখ।

খ) টর্নেডোর সময় কী কী করবে?

টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৬.১ টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়, এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব এবং এগুলো মোকাবিলার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১৬.১.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ টর্নেডো ও গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১৬.১.২ টর্নেডো ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৬.১.৩ টর্নেডো ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব মোকাবিলার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন ৩টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৮৪ বাংলাদেশ একটি ..... বিষয়ে চিন্তাভাবনা করব।

শিখনফল

১৬.১.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ টর্নেডো ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১৬.১.২ টর্নেডো ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

৬. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।
৭. বাংলাদেশের মানচিত্র।
৮. বঙ্গোপসাগরের ছবি।
৯. টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের কি মনে আছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী কী?	বন্যা, খরা, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি।
২. এগুলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয় কেন?	এগুলো প্রকৃতিতে ঘটে এবং যখন ঘটে তখন এগুলোতে মানুষের কোনো হাত থাকে না।
৩. এগুলো কেন ঘটে?	মানুষ যখন সৃষ্টিকে যত্নের সাথে ব্যবহার না করে নিজেদের স্বার্থে ধ্বংস করে তখন প্রকৃতিতে নানা রকমের দুর্যোগ ঘটে।
৪. গ্রীষ্মকালে সাধারণত কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে?	টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়।
৫. টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড়ের সময় কী কী হয়?	প্রচণ্ড জোরে ঝড়ো বাতাস বইতে থাকে, বৃষ্টি হয়, মেঘ ডাকে, বজ্রপাত হয় ইত্যাদি।

৬. টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড়ের পরের দৃশ্য কী রকম হয়?	টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড়ের পরে আমরা দেখি মাটির ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে, গাছপালা উপড়ে পড়ে আছে অথবা গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ে আছে, জমির ধান বা মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে ইত্যাদি।
৭. টর্নেডো কোথায় হয়?	দেশের যে কোন স্থানে।
৮. ঘূর্ণিঝড় কোথায় হয়?	সাধারণত সাগরের আশেপাশের এলাকায়।
৯. ঘূর্ণিঝড় সাধারণত কোথা থেকে শুরু হয়?	গভীর সাগরের উপরের বায়ুমণ্ডলে। পরে তা স্থলভাগে
	এসে আঘাত হানে।
১০. টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?	ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের সাথে সাগরের পানিও উঠে আসে। ঝড়ো বাতাস ও পানি একত্রে আঘাত হানে। টর্নেডোর আঘাতে বাড়িঘর, গাছপালা, ফসলাদি সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

এরপর আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক বলবেন যে, আজকের পাঠের মাধ্যমে আমরা টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড় কী, এগুলো কোথায় ঘটে এবং এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারব। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট প্রার্থনা উৎসর্গ করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে আজকের নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন, কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। অতঃপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে ব্যাখ্যা করবেন।

১. বাংলাদেশের মানচিত্র দেখিয়ে উপকূলীয় এলাকাগুলো নির্দেশ করবেন।
২. বঙ্গোপসাগরের ছবি দেখিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি স্থল এবং কীভাবে তা বাংলাদেশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আঘাত হানে তা ব্যাখ্যা করবেন।
৩. টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ছবি দেখিয়ে এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাখ্যা করবেন। এছাড়া, বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বড় বড় ঘূর্ণিঝড়ের বিষয়ে উল্লেখ করবেন। যেমন, ২৯ এ এপ্রিল ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার এবং জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল প্রায় ২০ ফুট। এর ফলে এক রাতে চট্টগ্রাম জেলার কমপক্ষে ১,৩৮,০০০ লোক প্রাণ হারিয়েছিল, প্রায় ১ কোটি লোক গৃহহারা হয়েছিল, পশুপাখি, ঘরবাড়ি সব ভেসে গিয়েছিল ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল (সূত্র : ইন্টারনেট)।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকত বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো কী কী?
২. টর্নেডোর ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা কর।
৩. ঘূর্ণিঝড়গুলো সাধারণত কোথায় ঘটে?
৪. টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে পার্থক্য কী কী?
৫. টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো ব্যাখ্যা কর।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত একটি গ্রামের চিত্র অঙ্কন কর।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম

- ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে করণীয়।
- ঘূর্ণিঝড়ের সময় করণীয়।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৮৫ সহজে যোগাযোগ করা ..... সকলকে রক্ষা করেন।

শিখনফল

১৫.১.৩ টর্নেডো ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব মোকাবিলার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

১. একটি ডায়েরি, যার প্রথম দিকে জরুরি টেলিফোন নম্বরের তালিকা আছে।
২. ব্যাটারিচালিত ছোট রেডিও বা খবরের কাগজ।
৩. একটি ছোট ব্যাগে জরুরি জিনিসপত্র (৮৫ পৃষ্ঠার ৩ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী)।
৪. পবিত্র বাইবেল।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, পূর্ব পাঠের ওপর দুই একটি প্রশ্ন করবেন ও সকলে পূর্ব দিনের পরিকল্পিত কাজ করেছে কি না তা দেখবেন। এরপর ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে ও সময় আমাদের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবার জন্য নিম্নলিখিত ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের কি মনে আছে কিসের কিসের জন্য আমাদের আগে থেকেই প্রস্তুত হতে হয়?	সব কাজের জন্য যেমন, দূরে কোথাও যাত্রা করার আগে, পরীক্ষার আগে, কোনো অনুষ্ঠানে নাচ গান করার আগে, এমনকি খেলাধুলা করার আগে আমাদের প্রস্তুত হতে হয়।
২. কোন কাজের আগে সঠিকভাবে প্রস্তুত হলে কী লাভ হয়?	কাজটি করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না, বরং সহজেই আমরা সফল হতে পারি।
৩. ঘূর্ণিঝড়ের আগেও কি আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন?	হ্যাঁ।
৪. তাতে আমাদের কী লাভ হয়?	প্রাণহানি ও ক্ষতির পরিমাণ কম হয়।
৫. আমরা কীভাবে আগে থেকে ঘূর্ণিঝড়ের কথা জানতে পারি?	খবরের কাগজ পড়ে, রেডিও ও টেলিভিশনের সংবাদ বা মাইকিং শুনে। তবে ব্যাটারিচালিত রেডিও যে কোনো স্থানে চালানো যায় ও এ থেকে প্রতি মুহূর্তের সর্বশেষ সংবাদ জানা যায় বলে সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক।
৬. ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে আমাদের কীভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত?	ঘরবাড়ির খুঁটি ও চাল শক্ত করে বাঁধতে হবে, গৃহপালিত পশুপাখি নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে, নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হবে, জীবনধারণের জন্য সবচেয়ে জরুরি জিনিসপত্র হাতের কাছে রাখতে হবে ইত্যাদি।
৭. ঘূর্ণিঝড়ের সময় আমাদের কী করা উচিত?	বাড়ির সব সদস্য এক সঙ্গে নিরাপদ স্থানে থাকতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে, রেডিও বার্তা শুনতে হবে ইত্যাদি।

এরপর আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক বলবেন যে, আজকের পাঠের মাধ্যমে টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় আমরা আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারব। তারপর তিনি একজন শিক্ষার্থীকে ছোট প্রার্থনা করবার জন্য বলবেন আজকের পাঠটি সঠিকভাবে বুঝবার জন্য ঈশ্বর সকলকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে আজকের নির্ধারিত অংশটি সরব পাঠ করাবেন, কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। তারপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে ব্যাখ্যা করবেন।

১. একটি ডায়েরি, যার প্রথম দিকে জরুরি টেলিফোন নম্বরের তালিকা আছে তা দেখিয়ে নিজেদের পরিবারের জন্য কীভাবে জরুরি টেলিফোন নম্বরের তালিকা তৈরি করে হাতের কাছে রাখা যায় তা ব্যাখ্যা করবেন।
২. খবরের কাগজ দেখিয়ে এর কোন্ পাতায় নিয়মিত আবহাওয়ার সংবাদ থাকে তা দেখাবেন। ব্যাটারিচালিত ছোট রেডিও দেখিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে ও সময় এর উপকারিতা ব্যাখ্যা করবেন।
৩. বইয়ের ৮৫ পৃষ্ঠার ৩ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী একটি ছোট ব্যাগে জরুরি জিনিসপত্রের নমুনা দেখিয়ে এসব জিনিস কেন হাতের কাছে রাখা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করবেন।
৪. বাড়ির গ্যাসের লাইনের চাবি ও বিদ্যুতের মেইন সুইচ কোথায় আছে তা জেনে রাখতে নির্দেশ দিবেন।
৫. একজন শিক্ষার্থীকে পবিত্র বাইবেল থেকে "যীশু ঝড় থামান" কাহিনীটি পাঠ করতে বলবেন (মথি ৮:২৩-২৭)। তারপর বলবেন যে, ঘূর্ণিঝড়ের সময় বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করতে হবে, কারণ সাগর ও বাতাসও যীশুর কথা শুনে শান্ত হয়ে যায়।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে কেন জরুরি ফোন নং সংগ্রহ করা প্রয়োজন?
২. ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে কোন্ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে?
৩. ব্যাগের মধ্যে কী কী গুছিয়ে রাখতে হবে?
৪. ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে ও সময় টেলিভিশন ও রেডিও'র খবর কেন শুনতে হবে?
৫. ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রার্থনা করলে কী লাভ হবে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

পূর্ব পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় কয়েকটি করণীয় বিষয় লেখ।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম

- দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় শিক্ষা।
- ঘূর্ণিঝড়ের পরে করণীয়।

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ..... পানীয়ের ব্যবস্থা করা।

শিখনফল

১৬.১.৩ টর্নেডো ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব মোকাবিলার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বা গ্রামের ছবি।
২. পবিত্র বাইবেল।
৩. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পাঠ সম্পর্কে দু'একটি প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে কেন ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করা প্রয়োজন, অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে যীশুর শিক্ষা কী, আমরা কীভাবে তাদের সাহায্য করতে পারি ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের কি মনে আছে, টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড়ের পরের দৃশ্য কী রকম হয়?	টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড়ের পরে আমরা দেখি মাটির ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে, গাছপালা উপড়ে গেছে অথবা গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ে আছে, জমির ধান বা মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে ইত্যাদি।
২. এতে মানুষের কী কী সমস্যা হয়?	ঘরবাড়ি ভেঙে গেলে মানুষকে দিনরাত খোলা আকাশের নিচে থাকতে হয়, খাবার ও বিশুদ্ধ পানি থাকে না, আহত ও অসুস্থদের জন্য চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের প্রয়োজন হয়, যেখানে সেখানে মানুষ ও জীবজন্তুর মৃতদেহ পড়ে থাকলে সেগুলো সৎকারের প্রয়োজন হয় ইত্যাদি।
৩. তাদের জন্য আমরা কী করতে পারি?	আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি।
৪. ব্যক্তিগতভাবে আমরা কী কী করতে পারি?	তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি, নিজেদের বাড়ি ঠিক থাকলে সেখানে আশ্রয় দিতে পারি, খাবার ও বিশুদ্ধ পানীয় দিতে পারি ইত্যাদি।
৫. কোন কোন সাহায্য আমরা একা একা করতে পারি না?	ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা, মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা, ঘরবাড়ি ঠিক করা ইত্যাদি।
৬. এ কাজগুলো কীভাবে করতে হয়?	ছোট ছোট দল গঠন করে সমবেতভাবে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সাহায্য নিয়ে।
৭. আমাদের কেন এ কাজগুলো করতে হবে?	যীশু খ্রিষ্টের শিক্ষানুযায়ী প্রতিবেশীকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
৮. তোমাদের কি মনে আছে কিসের মানদণ্ডে আমাদের শেষ বিচার হবে?	ভ্রাতৃপ্রেমের মানদণ্ডে অর্থাৎ ভাইবোনদের ভালোবেসে।
৯. আমরা কীভাবে ভাইবোনদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি?	ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়ে, তৃষ্ণার্তকে পানি দিয়ে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়ে, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়ে, রোগীদের সেবা করে, অসহায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ইত্যাদি।
১০. ভাইবোনদের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমরা কার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করি?	প্রভু যীশু খ্রিষ্টের প্রতি।

এরপর আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। তারপর শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে ছোট প্রার্থনা করতে বলবেন যেন আজকের পাঠটি সঠিকভাবে বুঝবার জন্য ঈশ্বর সকলকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে আজকের নির্ধারিত পাঠটি সরব পাঠ করাবেন, কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। তারপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে ব্যাখ্যা করবেন।

১. ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বা গ্রামের ছবি দেখিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো স্মরণ করতে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্য প্রয়োজন তা বুঝতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

২. পবিত্র বাইবেল থেকে দয়ালু সামারীয়ের (শমরীয়) গল্পটি (লূক ১০:২৫-৩৭ পদ) এবং "সমস্ত জাতির বিচার (মথি ২৫:৩১-৪৬)" এর অংশবিশেষ পাঠ করতে শিক্ষার্থীদের দুজনকে বলতে পারেন অথবা যারা এ বিষয়ে জানে তাদের দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে বলার জন্য সুযোগ দিতে পারেন।

৩. পাঠ্যপুস্তকের ছবি দেখিয়ে সমবেতভাবে ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশগ্রহণ ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের কী করার আছে?

২. প্রকৃত প্রতিবেশী কে?

৩. আমরা কীভাবে অন্যের প্রতিবেশী হয়ে উঠতে পারি?

৪. খ্রিষ্টানদের অবশ্য করণীয় কাজ কী?

৫. ঘূর্ণিঝড়ের পরে করণীয় কাজগুলো কী কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে একজন খ্রিষ্টভক্ত হিসেবে ব্যক্তিগত ও সমবেতভাবে কী কী করতে পার তা লেখ।

ষোড়শ অধ্যায়

দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী

সৃষ্টির শুরুতেই আমরা ঈশ্বরের কণ্ঠে শুনি সেবার সুর। সব কিছু সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর মানুষকে সব কিছুর ওপর প্রভুত্ব করার তথা সবকিছু দেখাশুনা ও যত্ন করার দায়িত্ব দিলেন। এরপর আমরা দেখি, ঈশ্বর মোশীর মধ্য দিয়ে যে দশ আজ্ঞা দিয়েছেন সেই আজ্ঞাগুলোর মূলকথাটি হলো ভালোবাসা। তিনি বলেন, "প্রধান আদেশটি হলো এই: 'শোন, ইস্রায়েল: আমাদের ঈশ্বর প্রভুই একমাত্র প্রভু! আর তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে।' দ্বিতীয় প্রধান আদেশটি হলো এই: 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে'" (মার্ক ১২:২৯–৩১)।

বাংলাদেশে খ্রিষ্টমণ্ডলীর সেবাকাজসমূহ

গুরুর আদেশে শিষ্যগণ সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের হৃদয়ে যে ঢেউ উঠেছিল তা এসে পড়ল বাংলাদেশেও। বাংলাদেশে (সে সময়কার পূর্ববঙ্গ) চারশত বছরেরও আগে খ্রিষ্টমণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে মণ্ডলী নানাবিধ সেবাকাজে জড়িত হয়েছে। সেই সেবাকাজগুলোর কিছু কিছু নিচে তুলে ধরা হলো:

১। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে অনেক খ্রিষ্টান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনজন পুরোহিতসহ তাঁদের অনেকে শহিদ হয়েছেন। অনেক সাধারণ মানুষও প্রাণ দিয়েছেন। বহু লোকের ঘরবাড়ি পাকিস্তানিরা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। বাংলাদেশের বিশপগণ পুরোহিতদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন যেন তাঁরা যুদ্ধে আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দান করেন। অনেক ধর্মপল্লীতে লোকদের আশ্রয় দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করেছেন। অনেক আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাশুশ্রূষা করেও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

২। শিক্ষাক্ষেত্রে: বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী শিক্ষার দিকে জোর দিয়েছেন প্রচুর। কারণ মণ্ডলী উপলব্ধি করেছে, একটা জাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার আলো ছড়াতে হবে আগে। তাই তাঁরা দেশের বহু স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শহরে, তেমনি হয়েছে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। সারা দেশে বর্তমানে মণ্ডলী পরিচালিত প্রাইমারি স্কুল রয়েছে ৫১৩টি, জুনিয়র হাই স্কুল ১৪টি, হাই স্কুল ৪৮টি, কলেজ ৫টি, কারিগরি বিদ্যালয় ১৩টি, শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল ১২৫টি।

খ্রিষ্টমণ্ডলী বাংলাদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। খ্রিষ্টমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সব ধর্মানুসারী শিক্ষার্থীই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। নিম্নলিখিত কারণে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা যথেষ্ট উচ্চমানের :

(১) প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়;
(২) শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া হয়, নিজেদের কোনো লাভের দিকে নয়;
(৩) সব বিষয় ভালো করে পড়ানো হয়;
(৪) সুন্দর জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হয়;
(৫) পরিচালকমণ্ডলী এসব কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। শিক্ষার্থীদের সেবা করে তাঁরা ঈশ্বরকেই সেবা করেন।
(৬) নিঃস্বার্থ ও নিবেদিতপ্রাণ পরিচালকদের পরিচালনা।

এসব কারণে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান ভালো হয়।

৩। **স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে :** স্বাস্থ্যের ওপর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির অনেক কিছু নির্ভর করে। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে মানুষের শিক্ষায় যেমন মন বসে না তেমনি অন্য কোনো কিছুই ভালো লাগে না। তাই খ্রিষ্টমণ্ডলী চিকিৎসাকেন্দ্রের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সারা দেশে খ্রিষ্টানদের বড় বড় হাসপাতালের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অন্যতম : দিনাজপুর সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতাল, খুলনার মংলায় সেন্ট পৌল হাসপাতাল, যশোরে ফাতেমা হাসপাতাল, রাজশাহী খ্রিষ্টান হাসপাতাল, নাটোরের হরিশপুর হাসপাতাল, নাটোরের মিশন হাসপাতাল, কক্সবাজারের মালুমঘাট খ্রিষ্টান হাস-পাতাল, চন্দ্রঘোনা খ্রিষ্টান হাসপাতাল, পার্বতীপুর ল্যাম হাসপাতাল, টাঙ্গাইলের মধুপুরে জলছত্র হাসপাতাল ও জলছত্র কুষ্ঠাশ্রম, দিনাজপুরের ধানজুরি কুষ্ঠ হাসপাতাল, ফরিদপুর ব্যাপ্টিস্ট চার্চ পরিচালিত কুষ্ঠাশ্রম, নটর ডেম নেভিন হাসপাতাল, ঢাকা খ্রিষ্টান হাসপাতাল, সেন্ট মেরী'স কাথলিক মা ও শিশু সেবাকেন্দ্র। এগুলোর মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টান-অখ্রিষ্টান, ধনী-গরিব সব মানুষের জন্য চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। ঢাকার হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালও খ্রিষ্টান মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু পরে তা রেড ক্রিসেন্টের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডিসপেন্সারি : খ্রিষ্টানদের পরিচালিত ৬৫টিরও অধিক ডিসপেন্সারি রয়েছে। এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিদিন অগণিত রোগীদের বিনামূল্যে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে ঔষধসহ চিকিৎসা দেওয়া হয়। এদের বেশিরভাগগুলোতেই স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ডাক্তার ও নার্স : ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় সারা দেশে ১২০ জনের অধিক খ্রিষ্টান ডাক্তার ও পাঁচ হাজার জনেরও অধিক খ্রিষ্টান নার্স বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা ও সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

৪। আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে : বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। কারিতাস, সিসিডিবি, কৈনিয়া, খ্রিষ্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন, কাল্‌ব, খ্রিষ্টান হাউজিং সোসাইটি, সালভেশন আর্মি, ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং এ ধরনের আরও অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য নীরবে কাজ করে যাচ্ছে।

৫। যুব উন্নয়ন ক্ষেত্রে : যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে দেশ সুপথে চলবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এ কারণে যুবসমাজকে সুগঠন দেওয়ার জন্য আমাদের দেশের সাতটি ধর্মপ্রদেশে সাতটি যুব কমিশন ও একটি জাতীয় যুব কমিশন রয়েছে। এর দ্বারা যুবক–যুবতীদের বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো হয়।

৬। পরিবার উন্নয়ন ক্ষেত্রে : পরিবার থেকেই মানুষ ভালোবাসা, মা, ন্যায্যতা, শান্তি, সহানুভূতি, উদারতা ইত্যাদি মূল্যবোধ শিখতে পারে। তাই সাতটি ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবার উন্নয়নের জন্য প্রতিবছর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পারিবারিক কাউন্সেলিং দ্বারাও অনেক সমস্যাগ্রস্ত পরিবারকে সুপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

৭। মানবাধিকার, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে: মানুষের মধ্যে ন্যায় ও শান্তির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও মানুষের মনেই অন্যায় ও অশান্তি বারে বারে এসে দানা বাঁধতে থাকে। তাই ন্যায় ও শান্তি কমিশন সারা দেশে ঘন ঘন প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সেমিনার পরিচালনা করে মানুষকে মানবাধিকার, ন্যায় ও শান্তি সম্পর্কে সচেতনতা দিয়ে থাকে।

৮। মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে : বর্তমান যুগের বড় একটা সমস্যা হলো মাদকাসক্তি। এটি এখন শুধু শহরের সমস্যাই নয়, গ্রাম-গ্রামান্তরেও এই সমস্যা ছড়িয়ে পড়েছে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলী বেশ কয়েক বছর যাবৎ অন্তত দুইটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। কেন্দ্র দুইটি হলো ‘আপন’ ও ‘বারাকা’। ইতিমধ্যে এগুলো যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে।

এসব সেবাকাজগুলোই শুধু নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও অনেক ধরনের সেবাকাজ

হচ্ছে যেগুলোর সব এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। মোটকথা, বাংলাদেশে খ্রিষ্টমণ্ডলী দেশ ও জাতি গঠনে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। মণ্ডলীর লক্ষ্য একটাই মানব সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা।

কী শিখলাম

খ্রিষ্টীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন সেবাকাজ করে যাচ্ছে।

পরিকল্পিত কাজ

তোমার এলাকায় দেশ ও জাতির উন্নয়নে কী কী সেবাকাজে অংশগ্রহণ করতে পার তা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) বাংলাদেশে ––– বছরেরও আগে খ্রিষ্টমণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে।
খ) তাই তারাও দেশের ––––––– রায় বদ্ধপরিকর।
গ) বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী ––– দিকে জোর দিয়েছেন।
ঘ) তাঁরা দেশের বহুস্থানে ––––– গড়ে তুলেছেন।
ঙ) খ্রিষ্টমণ্ডলী চিকিৎসাকেন্দ্রের ওপর অনেক ––– দিয়েছেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালও	ক) মাদকাসক্তি
খ) বর্তমান যুগের বড় একটা সমস্যা হলো	খ) কাজ করে যাচ্ছে।
গ) ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে অনেক খ্রিষ্টান	গ) অনুসরণ করা হয়।
ঘ) খ্রিষ্টমণ্ডলী বাংলাদেশে একটি বিশ্ব বিদ্যাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য	ঘ) খ্রিষ্টান মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল।
ঙ) মণ্ডলী পরিচালিত সারা বাংলাদেশে	ঙ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে।
	চ) ৪৮টি হাইস্কুল আছে।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ সারা বাংলাদেশে মণ্ডলী পরিচালিত কয়টি প্রাইমারি স্কুল রয়েছে?

(ক) ৫১০টি (খ) ৫১১টি

(গ) ৫১২টি (ঘ) ৫১৩টি

৩.২ মণ্ডলী পরিচালিত কারিগরি বিদ্যালয় কয়টি?

(ক) ১৩টি (খ) ১২টি

(গ) ১১টি (ঘ) ১০টি

৩.৩ সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালটি বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

(ক) ঢাকায় (খ) দিনাজপুরে

(গ) রাজশাহী (ঘ) চট্টগ্রাম

৩.৪ কক্সবাজারে অবস্থিত খ্রিষ্টান হাসপাতালটির নাম কী?

(ক) ল্যাম হাসপাতাল (খ) কুষ্ঠ হাসপাতাল

(গ) মালুমঘাট খ্রিষ্টান হাসপাতাল (ঘ) মিশন হাসপাতাল

৩.৫ বাংলাদেশে আনুমানিক কতজন খ্রিষ্টান ডাক্তার আছেন?

(ক) ১২০ জনের অধিক (খ) ১২৫ জন

(গ) ১৩০ জনের অধিক (ঘ) ১৩৫ জন

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) বাংলাদেশে কতজন খ্রিষ্টান নার্স রয়েছে?

খ) যুব উন্নয়নের জন্য কারা কাজ করেন?

গ) ন্যায় ও শান্তির জন্য কী করা হয়?

ঘ) বাংলাদেশে খ্রিষ্টমণ্ডলী পরিচালিত মাদকাসক্তি কেন্দ্র দুইটির নাম কী কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?

খ) শিক্ষাসেবা ক্ষেত্রে খ্রিষ্টমণ্ডলীর অবদান কতটুকু?

দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৭.১ দেশ সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর অংশগ্রহণের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১৭.১.১ দেশ সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী কী কী ভাবে অংশগ্রহণ করছে তা বর্ণনা করতে পারবে।

১৭.১.২ সেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ সেবায় অংশগ্রহণ করবে।

পাঠ বিভাজন ৩টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : বাংলাদেশে খ্রিষ্টমণ্ডলীর সেবাকাজসমূহ

১। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে।

২। শিক্ষাক্ষেত্রে।

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৮৯-৯০ সৃষ্টির শুরুতেই আমরা ..... শিক্ষার মান ভালো হয়।

শিখনফল

১৭.১.১ দেশ সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী কী কী ভাবে অংশগ্রহণ করছে তা বর্ণনা করতে পারবে।

১৭.১.২ সেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ সেবায় অংশগ্রহণ করবে।

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. মুক্তিযুদ্ধের ছবি।
২. খ্রিষ্টান শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি (৩য় শ্রেণির বইতে আছে)।
৩. আশ্রয়কেন্দ্রের ছবি।
৪. খ্রিষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন। তারপর পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহিদ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণ ও দেশ গঠনে খ্রিষ্টানদের ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমাদের দেশের নাম কী?	বাংলাদেশ।
২. কীভাবে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল?	১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানের শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করার মাধ্যমে এ দেশের জন্ম হয়েছিল।
৩. মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানরা কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল?	প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে এবং পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য ও সেবা করে।
৪. আমরা কীভাবে বাংলাদেশের সন্তান হয়েছি?	এ দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে।

৫. বাংলাদেশ থেকে আমরা কী কী পেয়েছি?	বেঁচে থাকা ও বড় হয়ে উঠবার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু, যেমন আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নাগরিক সুবিধা, মানুষের ভালোবাসা ইত্যাদি।
৬. মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কী কী?	এ দেশকে ভালোবাসা, দেশের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা, দেশের সেবার জন্য নিজের জীবন গঠন করা, দেশের মানুষের সেবা করা, এমনকি দেশকে রক্ষার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকা।
৭. দেশের ও দেশের মানুষের সেবা করতে হলে প্রথমে কী জানতে হবে?	আমাদের দেশের ও দেশের মানুষের প্রধান প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে।
৮. আমাদের দেশের মানুষের প্রধান প্রধান সমস্যা কী কী?	খাদ্যের অভাব, শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব, কর্মসংস্থানের অভাব, বাসস্থানের অভাব, অর্থের অভাব ইত্যাদি।
৯. এসব সমস্যা সমাধানের জন্য খ্রিষ্টানরা কীভাবে চেষ্টা করছে?	শিক্ষার হার ও মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করছে। এছাড়াও বিভিন্ন সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
১০. শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? মিটাতে	শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা মানুষকে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলে। এর ফলে সে নিজের অভাব পারে আবার দেশের উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারে।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। তিনি বলবেন যে, আমরা আজকের পাঠ থেকে দেশ সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী কী কী ভাবে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ করেছে এবং দেশের মানুষের শিক্ষার হার ও মানোন্নয়নে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখছে তা জানতে পারব। এরপর শিক্ষক ছোট প্রার্থনা করবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখে দেবেন। এরপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

৫. মুক্তিযুদ্ধের ছবি, খ্রিষ্টান শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি ও আশ্রয়কেন্দ্রের ছবি দেখিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ ব্যাখ্যা করবেন।

৬. খ্রিষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছবি দেখিয়ে শিক্ষার গুরুত্ব ও শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রিষ্টানদের অবদান ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. মানুষ সৃষ্টি করে ঈশ্বর মানুষকে কী দায়িত্ব দিলেন?
২. দশ আজ্ঞার মূলকথাটি কী?
৩. বাংলাদেশে কত বছর আগে খ্রিষ্টমণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে?
৪. মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানরা কী কী ভাবে অংশগ্রহণ করেছে?
৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশপগণ পুরোহিতদের কী করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন?
৬. খ্রিষ্টমণ্ডলী দেশের বহু স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে কেন?
৭. খ্রিষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারা কারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে?
৮. সুন্দর জীবন গঠনের জন্য খ্রিষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী শিক্ষা দেওয়া হয়?
৯. পরিচালকমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের সেবা করে আসলে কার সেবা করেন?
১০. শিক্ষাসেবা ক্ষেত্রে খ্রিষ্টমণ্ডলীর অবদান কতটুকু?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করবেন।

১. একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কী রকম হওয়া উচিত বলে তোমরা মনে কর তা দলে আলোচনা কর।
২. দেশ ও জাতির গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব দলে আলোচনা কর।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে ডিসপেন্সারি, ডাক্তার ও নার্স

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৯০-৯১ স্বাস্থ্যের ওপর ব্যক্তিগত ..... সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

শিখনফল

১৭.১.১ দেশ সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী কী কী ভাবে অংশগ্রহণ করছে তা বর্ণনা করতে পারবে।
১৭.১.২ সেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ সেবায় অংশগ্রহণ করবে।

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. একজন অসুস্থ ব্যক্তির ছবি।
২. খ্রিষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত হাসপাতাল বা ডিসপেন্সারি বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ছবি।
৩. একজন বা কয়েকজন নার্সের ছবি।
৪. অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসাসেবা দানের ছবি।
৫. যীশু একজন অন্ধ লোককে বা কুষ্ঠরোগীকে বা যে কোনো রোগীকে সুস্থ করার ছবি (ছোটদের বাইবেলে পাওয়া যাবে)।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। এরপর বাংলাদেশে খ্রিষ্টমণ্ডলীর সেবাকাজ সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন করবেন ও সকলে পূর্ব দিনের পরিকল্পিত কাজ করেছে কি না তা দেখবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে অসুস্থতা, এর প্রভাব, সুচিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা, হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারির কার্যক্রম ইত্যাদি সম্বন্ধে তাদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের মধ্যে কে কে গত কয়েকদিনের মধ্যে অসুস্থ হয়েছিলে?	কেউ কেউ হাত তুলবে।
২. এর মধ্যে কারা কারা খুব কঠিন অসুখে পড়েছিলে? (কেউ হাত না তুললে) বা তোমাদের কার্ কার্ বাড়িতে অন্য কারো খুব কঠিন অসুখ হয়েছিল?	কেউ কেউ হাত তুলতে পারে?
৩. আচ্ছা, যখন কেউ খুব কঠিন অসুখে ভোগে তখন কী কী হয়?	রোগী শারীরিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন, কেউ কেউ খুব দুর্বল হয়ে পড়েন, খেতে পারেন না, ঘুমাতে পারেন না, কোনো কাজ করতে পারেন না ইত্যাদি।

৪. রোগী শারীরিক কষ্ট ছাড়াও আর কী কী সমস্যার মধ্যে থাকেন?	দুঃশ্চিন্তা, ভয়, একাকীত্ব, অসহায়ত্ব ইত্যাদি মানসিক সমস্যায় ভুগতে থাকেন। তাছাড়া, চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়, হাতে টাকা না থাকলে জমি, গাছ, গবাদি পশু বিক্রয় করতে বাধ্য হন, ফলে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।
৫. সবচেয়ে খারাপ কী ঘটতে পারে? ৬. সুচিকিৎসার জন্য কী কী প্রয়োজন?	সময়মত সুচিকিৎসা না পেলে রোগী মারাও যেতে পারেন। ভালো হাসপাতাল, ভালো ডাক্তার, ভালো নার্স, ন্যায্য মূল্যে ভালো ঔষধপত্র ও আন্তরিক সেবা। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রোগীর প্রতি ভালেবাসা।
৭. তোমাদের কি মনে আছে, আমাদের দেশের মানুষের প্রধান প্রধান সমস্যা কী কী?	খাদ্যের অভাব, শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব, কর্মসংস্থানের অভাব, বাসস্থানের অভাব, অর্থের অভাব ইত্যাদি।
৮. এসব সমস্যা সমাধানের জন্য খ্রিষ্টানরা কীভাবে চেষ্টা করছে?	শিক্ষার হার ও মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করছে। এছাড়াও বিভিন্ন সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
৯. চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য খ্রিষ্টানরা বিশেষ কী কী কাজ করেছেন?	দেশের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। অনেক খ্রিষ্টান ব্যক্তি ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও সততার সাথে দেশের বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে কাজ করছেন।
১০. শুধু কি দেশের মানুষের কথা চিন্তা করেই খ্রিষ্টানরা এসব উদ্যোগ নিয়েছেন?	না, কিন্তু যীশু খ্রিষ্টের শিষ্য হিসেবে তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। কারণ যীশু যখন এ জগতে ছিলেন তখন অনেক রোগীকে সুস্থ করেছেন।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। তিনি বলবেন যে, আমরা আজকের পাঠ থেকে দেশ সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী দেশের স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে কী কী ভাবে অবদান রাখছে এবং তার কারণসমূহ জানতে পারব। এরপর শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে ছোট প্রার্থনা করতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখে দেবেন। এরপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

১. একজন অসুস্থ ব্যক্তির ছবি দেখিয়ে তার কষ্ট ও অসহায়ত্ব ব্যাখ্যা করবেন।

২. খ্রিষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত হাসপাতাল বা ডিসপেন্সারি বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ছবি দেখিয়ে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও অবদান ব্যাখ্যা করবেন।

৩. একজন বা কয়েকজন নার্সের ছবি দেখিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় হাজার হাজার নার্সের বিশেষ সুনামের সাথে পরিশ্রম ও আত্মদান ব্যাখ্যা করবেন।

৪. অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসাসেবা দানের ছবি দেখিয়ে দেশ ও জাতির সেবায় স্বাস্থ্যসেবার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টানদের যীশু খ্রিষ্টকে অনুসরণ করার বিষয় ব্যাখ্যা করবেন।

৫. যীশু একজন অন্ধ লোককে (যোহন ৯:১-৭) বা কুষ্ঠরোগীকে (মথি ৮:১-৪) সুস্থ করার ছবি দেখিয়ে শিক্ষক বলবেন যে, যীশু খ্রিষ্ট এ জগতে থাকাকালীন অনেক অসুস্থ ব্যক্তিকে অলৌকিকভাবে সুস্থ করেছেন। তিনি আরোগ্যদানকারী ঈশ্বর।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. স্বাস্থ্যের ওপর কী কী নির্ভর করে?
২. খ্রিষ্টমণ্ডলী চিকিৎসাকেন্দ্রের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে কেন?
৩. খ্রিষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত পাঁচটি বড় বড় হাসপাতালের নাম বল।
৪. খ্রিষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত হাসপাতালগুলোতে কাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়?
৫. সারা দেশে কমপক্ষে কতজন খ্রিষ্টান ডাক্তার ও নার্স আছে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

১. "সুস্থ দেহ সুস্থ মন" বিষয়টি দলে আলোচনা কর।
২. অসুস্থতার ক্ষতিকর প্রভাবগুলো লেখ।
৩. স্কুলের আশপাশে খ্রিষ্টানদের (না থাকলে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ) দ্বারা পরিচালিত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থাকলে স্কুলের পরে বা ছুটির দিনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিদর্শনে যেতে পারেন। তবে অবশ্যই প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নেবেন, একদিন আগে অভিভাবকদের পরিদর্শনের সময়সূচি জানাবেন ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে শিশুদের পরিদর্শনের জন্য নিরাপদ এলাকা চিহ্নিত করে নেবেন।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে যুব, পরিবার, মানবাধিকার, ন্যায় ও শান্তি, মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের ভূমিকা।

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪ বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী ..... মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা।

শিখনফল

১৭.১.১ দেশ সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী কী কী ভাবে অংশগ্রহণ করছে তা বর্ণনা করতে পারবে।
১৭.১.২ সেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ সেবায় অংশগ্রহণ করবে।

উপকরণ

১. একটি বড় কাগজে বা বোর্ডে একটি বৃত্তের মধ্যে "মানুষ" লিখে বৃত্তের বাইরে ব্যাস থেকে তীর চিহ্ন দিয়ে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো লিখবেন অথবা মানবাধিকার সংস্থা থেকে এরকম পোস্টার সংগ্রহ করতে পারেন।
২. যুব সেমিনার বা সম্মেলনের ছবি।
৩. মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বের দুটি ক্লাসের পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের কতটুকু মনে আছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর আজকের পাঠ সম্পর্কে ছোট ছোট প্রশ্ন করে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। নিম্নোক্ত ধরনের প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের কি মনে আছে, গত দুটি ক্লাসে আমরা কোন্ কোন্ বিষয়ে শিখেছি?	হ্যাঁ, দেশের মানুষের সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী শিক্ষাক্ষেত্রে ও স্বাস্থ্যসেবায় যেসব অবদান রাখছে সেগুলো সম্বন্ধে শিখেছি।
২. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আমাদের দেশের মানুষের অন্যতম সমস্যা কেন?	কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র।
৩. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য দারিদ্র্য কীভাবে দায়ী?	এ দেশের দরিদ্র মানুষ শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের চেয়ে কোনোরকমে অর্থ উপার্জন করার জন্য কাজ করা ও পেটের ক্ষুধা নিবারণ করাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
৪. শিক্ষাগ্রহণ না করে কাজে নেমে গিয়ে তারা কি তাদের দারিদ্র্য দূর করতে পারে?	না, শিক্ষিত না হলে তারা নিজেদের যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না, ফলে তারা তাদের দরিদ্র অবস্থা থেকে কখনই বেরিয়ে আসতে পারে না।
৫. দারিদ্র মানুষকে শেষ পর্যন্ত কী কী সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়?	অভাব, দুঃখকষ্ট, বঞ্চনা থেকে মানুষের মনে, পরিবারে ও সমাজে নানারকম হতাশা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়।
৬. হতাশা ও অশান্তির ফলে কী ঘটে?	ধীরে ধীরে মানুষ বিভিন্নরকম অপরাধমূলক, অনৈতিক ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।
৭. এর থেকে আমরা মানুষকে কীভাবে রক্ষা করতে পারি?	মানুষকে সচেতন করা, তাদের দারিদ্র্য দূর করার জন্য তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করা, যারা বিপথে চলে গেছে তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা ইত্যাদির মাধ্যমে।
৮. আমরা নিজেরা কি এ কাজগুলো করতে পারি?	না, আমরা একা একা এ কাজগুলো করতে পারি না।
৯. তাহলে কীভাবে আমরা এ কাজগুলো করতে পারি?	দল গঠন করার মাধ্যমে, প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমের আয়োজন করে, পরামর্শ কেন্দ্রের মাধ্যমে ইত্যাদি।
১০. খ্রিষ্টমণ্ডলী এ কাজগুলো করতে পারে কেন?	কারণ মণ্ডলী হলো অনেক খ্রিষ্টভক্তদের সমষ্টি যারা তাদের নানা প্রতিভার যেমন জ্ঞান, গুণ, ক্ষমতা, দক্ষতা, অর্থ, শ্রম ইত্যাদি একসঙ্গে করে এ কাজগুলো করতে পারে।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন। তিনি বলবেন যে, আজকের পাঠ থেকে আমরা দেশ সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, পরিবার উন্নয়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, মাদকাসক্তি নিরাময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে কী কী ভাবে অবদান রাখছে তা জানতে পারব। এরপর তিনি ঈশ্বরের কাছে ছোট প্রার্থনা করবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখে দেবেন ও সংগৃহীত উপকরণগুলোর সাহায্যে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

শিক্ষক উল্লেখ করবেন যে, রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী বাংলাদেশকে সাতটি ধর্মপ্রদেশে ভাগ করে নিয়ে যেভাবে পরিচর্যার কাজ করছে, সেভাবে চার্চ অব বাংলাদেশ দুটি ডায়োসিসের মধ্য দিয়ে কাজ করছে। অন্যান্য প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীও যুব, শিশু-কিশোর ও মহিলাদের জন্য যথাক্রমে যুব বিভাগ/ফেলোশীপ সান্ডে স্কুল ও ব্রিগেড, মাতৃ-সম্মিলনী/মহিলা সমিতি অন্যান্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে পরিচর্যার কাজ করছে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য গঠিত খ্রিষ্টমণ্ডলীর তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম বল।

২. যুব কমিশন কেন গঠন করা হয়েছে?

৩. মানুষ কোথায় থেকে মূল্যবোধ শেখে?

৪. পারিবারিক কাউন্সেলিং কী?

৫. ন্যায় ও শান্তি কমিশন কী কী কাজ করে থাকে?

৬. বারাকা কী?

৭. খ্রিষ্টমণ্ডলীর লক্ষ্য কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

দেশ ও জাতির সেবায় কী কী ভাবে অংশগ্রহণ করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

সমাপ্ত